নেড়া হরিদাস।

মণ্ডেলভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস-
চরিতামৃত প্রভৃতি উপন্যাস-প্রণেতা
কর্ত্তৃক বিরচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সাল।

মূল্য ।৷০ আট আনা, ডাঃ মাঃ দুই আনা, ভিঃ পিঃ দুই আনা।

মুখবন্ধ।

নেড়া হরিদাস, বর্ত্তমান শতাব্দীর শ্রীমদ্ভাগবত;—পাষণ্ড-দলনের নিমিত্ত, এবং জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রকাশিত।

অপধর্ম্ম-পাপাগ্নিতে যে সকল পতঙ্গ পড়িয়া দগ্ধ হইতেছে,—সেই পতঙ্গকুলকে দিন থাকিতে সতর্ক করাই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

মায়াবি-নিশাচরের মায়াজাল,—হরিণ-শিশুকে চিনাইয়া দিবার জন্যই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের মর্ত্ত্যে আবির্ভাব।

পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মচন্দ্রের কলঙ্ককালিমা মোচনার্থ এ নেড়া-হরিদাস গ্রন্থ বিরচিত।

নানা স্থানে ধর্ম্মের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্ম-দোকান-দারের দোকান বন্ধ করিবার নিমিত্তই এই নেড়া-হরিদাস গ্রন্থের উৎপত্তি।

প্রকৃতবৈরাগ্যের সহিত মর্কটবৈরাগ্যের তারতম্য কি?—এ রস-রহস্য অবগত আছ কি? যদি না জানিয়া থাক, তবে শ্রবণ কর,—

"প্রকৃত বৈরাগী সকল সমাজেই সমভাবে সমাদৃত। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে সেরূপ বৈরাগীর সংখ্যা কিছু কম হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল বৈরাগ্যের বাহ্য-আড়ম্বর লইয়াই

অনেকে ব্যতিব্যস্ত,—শাস্ত্রোক্ত বৈরাগ্যের সমাচার অতি অল্প লোকেই রাখিয়া থাকে। বিষয়ে বিরক্তি বা অনাসক্তিই বৈরাগ্যের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু বাহিরে লোক দেখাইবার জন্য এই বিরক্তি বা অনাসক্তির ভাণ বা অভিনয় করিলে চলিবে না,—মনে মনে বিষয়ে বিরক্ত হওয়া চাই। যে মহাজন, বাহিরে বিষয়ীর মত থাকিয়াও, মনে মনে বৈরাগ্যবান্, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী;—আর যে ব্যক্তি মনে মনে বিষয়ভোগী হইয়াও বাহিরে বৈরাগী,—আপনাকে 'বৈরাগী' বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য সতত সচেষ্ট, সে ব্যক্তি প্রকৃত 'বৈরাগী' নাম ধারণের অনুপযুক্ত,—তাহার প্রকৃত উপাধি—'মর্কট-বৈরাগী'। ভণ্ড, মিথ্যাচার, বকধর্ম্মী, ধর্ম্মধ্বজী, বৈড়াল-ব্রতিক বা বিড়ালতপস্বী প্রভৃতি উপাধিগুলি তাহাদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এই মর্কট-বৈরাগীর উদ্ধারের আশা অতি অল্প,—নাই বলিলেই হয়।

"মর্কট-বৈরাগী" বুঝিলেন কি? আপাত-দৃষ্টিতে মর্কটের আচার ব্যবহার প্রায় বৈরাগীরই মত।—মর্কটের গৃহ নাই, বিত্ত নাই, ভোজন-পাত্র নাই, কোনরূপ কিছু সঞ্চয়ও নাই;—মর্কট বনে বনেই থাকে, বনের ফল-মূলই খায়, নদী-তড়াগাদিরই জল পান করে, সময় সময় সাধু-মহাত্মার মত মৌনী হইয়াও বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার কাম এতই প্রবল যে, সে সতত পঞ্চাশ বা একশত মর্কটী লইয়া বিচরণ করে। মর্কটের ক্রোধেরও সীমা নাই,—ঝগড়া-ঝাঁটি দাঙ্গা-মারামারি মর্কটের লাগিয়াই আছে;—সময় সময়

তাহারা ক্রোধভরে আপনার গালেই আপনি চড়াইয়া থাকে; লোভের কথাই বা কে না জানেন;—মর্কট উদর পুরিয়া খাইয়াছে,—গলার দুই ধারে দুইটি থলিও বোঝাই হইয়া গলগণ্ডের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে,—মুখও চলিতেছে, তবুও সে সুবিধা পাইলে পরদ্রব্য লইতে ছাড়ে না। অকারণ লোকের অপচার করিবার প্রবৃত্তিও তাহার অপরিসীম। এইরূপ যাহারা বাহিরে বৈরাগ্যের বিপণি খুলিয়া বসিয়া থাকে, অথচ মর্কটের মত কাম-ক্রোধাদির একান্ত অধীন, তাহারাই মর্কট-বৈরাগী';—আর ইহাদের বৈরাগ্যই 'মর্কট বৈরাগ্য'।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরঘুনাথ দাসকে শিক্ষারূপে বলিয়াছিলেন,—

"মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর—বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ।)

আজকাল কয় জন বৈরাগী, মহা-প্রভুর এই মহাবাক্যের মর্যাদা রক্ষা করেন? অঙ্গুলিপর্ব্ব গণনা করিয়া দেখ দেখি? দশজন হইল, না বার জন হইল?—লজ্জা কি?—মুখ ফুটিয়া বল না কেন?"

বাঁটি গো-দুগ্ধে, মূত্র মিশিয়েছে। এক আধ কৌটা মূত্র

হইলে, তত্ত্ব কর্ত্তব্যের বিষয় হইত না। এ যে বড় বড় ফোঁটা,—সংখ্যায়ও নিতান্ত কম নহে,—দেখিলে ভয় লাগে!

এই ঘোর দুর্দ্দিন দূর করিবার নিমিত্ত নেড়া-হরিদাস গ্রন্থ প্রচারিত হইল।

প্রকৃত সাধু-বৈষ্ণবগণের করকমলে এই হরিদাস গ্রন্থ উপহারস্বরূপ অর্পিত হইল।

কলিকাতা, অগ্রহায়ণ।
১৩০৮ সাল।

শ্রী——
গ্রন্থকার।

নেড়া হরিদাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঐ যে,—গলায় তুলসীর মালা, নাকে তিলক, মাথায় টীকি, ঐ যে লোকটী দেখিতেছেন,—উনি নেড়া হরিদাস। বয়স ৫৬ বৎসর;—মাথার চুল চৌদ্দ আনা উঠিয়া গিয়াছে। নিন্দকগণ, তাঁই তাঁহাকে নেড়া হরিদাস বলে। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে কেহ ঐ নামে তাঁহাকে ডাকিত না;—বলিত "দে মহাশয়।"

নেড়া হরিদাসের আকৃতি খর্ব্ব, রঙ মেটে-মেটে, গোঁফ কামানো। তাঁহার মুখে সদাই "রাধাকৃষ্ণ—গৌর গৌর" বুলি,—হাতে এক বৃহৎ হরিনামের ঝুলি। সেই ঝুলি অনেক সময় বুকে ঝুলিত। সেই বক্ষঃস্থিত ঝুলির ভিতর

তর্জ্জনী ব্যতিরিক্ত অঙ্গুলি-কয়টী সন্নিবেশিত করিয়া, তিনি অনেক সময় সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত পাশা খেলার চাল বলিয়া দিতেন। তিনি নিজে পাশা খেলিতেন না—বলিতেন,—পাশা [illegible]র্ম্মনাশা,—ঐ খেলায় কুরু বংশ ধ্বংস হয়,—এবং উহা তামসিক খেলা।

নেড়া হরিদাস প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গা হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে "রাধাকৃষ্ণ" এবং "গৌর গৌর" এইরূপ ছাবকাটা থাকিত। এই সময় তিনি সুর করিয়া অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক এবং বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কতকগুলি প্রতিবেশি-মহিলা সে সময় তাঁহাকে দেখিত, আর, বলিত—ইনি সাধু পুরুষ। এমন লোকটী এ কালে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নেড়া হরিদাস, দূরদেশস্থ কোন জমীদারের নায়েব ছিলেন। আজ পনর বৎসর হইল, তাঁহার নামে তহবিল তছরুপাতের এক অভিযোগ হয়। বিচারে তাঁহার নয় মাস কারাদণ্ড হয়। হরিদাস কারামুক্তি লাভ করিয়া বলেন, জমীদার এবং মাজিষ্টর দুই জনে ষড়যন্ত্র করিয়া, আমাকে জেলখানায় পাঠাইয়াছিলেন; ফলতঃ আমি নির্দ্দোষ। আজ প্রায় ১৪ বৎসর তিনি স্বগ্রামে বাস করিতেছেন,—এবং গ্রামে আসিয়া অবধি তিনি বৈষ্ণব হইয়াছেন। মহোৎসব, নামসঙ্কীর্ত্তন, অষ্টপ্রহরী,—গ্রামের দশক্রোশ মধ্যে হইলে, হরিদাস তাহার অগ্রণী হইতেন। হরিদাসের নৃত্য এবং গানে লোকসকল মোহিত হইত। বিশেষতঃ—তাঁহার সেই অঙ্গভঙ্গিময় নর্ত্তনে মহিলাকুলের মন কাড়িয়া লইত। হরিদাস নিজ বৈঠকখানার পার্শ্বে চাঁদা করিয়া, এক হরিমন্দির করেন। তাঁহার হরিসভায় গ্রামের

চতুস্পার্শ্বস্থ ভক্তবৃন্দকে মাসিক চাঁদা দিতে হইত। হরিদাসের আরও কয়েকটী সদ্গুণ ছিল ;—(১) তিনি সত্য কথা কিছু কম কহিতেন। (২) ইহার কথা উহাকে এবং উহার কথাটী তাহাকে বলিতে তিনি দক্ষ ছিলেন। (৩) পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার জীবনের একটী মহাব্রত ছিল। (৪) অপরের নিন্দা করা তাঁহার বড়ই মুখরোচক সামগ্রী ছিল। (৫) অমুক কুলকামিনী সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছে ;—এরূপ গল্প করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। (৬) অপরের ধার তিনি পারতপক্ষে শোধ করিতেন না। (৭) মোকদ্দমা বাধাইতে,—মোকদ্দমার তদ্বির করিতে, স্বয়ং সাক্ষ্য দিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। (৮) অনেক সময় টিকিট না লইয়া তিনি রেলগাড়ী চড়িতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এত গুণ সত্ত্বেও, হরিদাস পরম ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কথা কহিবার কেমন এক মোহিনী-শক্তি ছিল। কথায় তিনি লোক-বশ করিতেন;—আকাশের চাঁদ লোকের হাতে আনিয়া দিতেন। তবে সে চাঁদ নগদ নহে,—ধারে। অনেকে জানিত, হরিদাস ভণ্ড-বৈষ্ণব; অথচ সেই অনেকের মধ্যেই অনেকেই আবার, ভণ্ডের গান শুনিয়া বাহোবা দিত। অনেকেরই ধারণা ছিল,—হরিদাস মিথ্যা কথা কহেন,—হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন,—অথচ অনেকের মধ্যে অনেকেই হরিদাসের কথা বিশ্বাস করিত, ধারে একবার জিনিষ পাইলে হরিদাস সহজে সে ধার শোধ করেন না, জানিয়াও,—অনেক দোকান-দার তাঁহাকে ধারে কাপড়, জামা, ঘৃত, চাল দিয়া থাকে। হরিদাসকে লম্পট, শঠ, চোর, ভক্তবিটল, বিশ্বাসঘাতক, গলাকাটা, জানিয়াও অনেকে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে, হাস্য-পরিহাস করিতে, ঘন ঘন তাঁহার বাটী যাইতে ত্রুটি করিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কেন এমন হয়? যাহাকে মন্দ বলিয়া জানিলাম,—তাহার সহিত সংস্রব রাখিব কেন? স্পষ্টতঃ বুঝিতেছি, এ লোকটা হাড়ে হাড়ে ঠক,—অথচ তাহারই সহিত যাচিয়া যাচিয়া আলাপ করিতেছি। কেন এমন হয়? নানা কারণে এরূপ ঘটে। প্রথমতঃ,—মানুষ স্বার্থের দাস। আপনার কোন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকিলে, চোর-ছেঁচড়ের নিকট ভদ্রলোকে যাইতে তাদৃশ ইতস্ততঃ করে না। একজন বদমাইসকে কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য মানিয়াছি। সেই বদমাইসের নিকট গিয়াও বলিতে হইবে,—"মহাশয়! আপনি কি ভদ্রলোক! মহাশয়ের ন্যায় সাধু ব্যক্তি এ সংসারে নাই।" কি মিউনিসিপাল-নির্ব্বাচনে, কি অন্য কোন নির্ব্বাচনে, মধ্যে মধ্যে কত কেলেঙ্কারী কাণ্ডই না ঘটিয়া থাকে! স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত মানুষকে সাধারণতঃ অসৎকে সৎ বলিতে হয়, অসতীকে সতী বলিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ,—মানুষ পরকুৎসা সাধারণতঃ বড়ই ভাল বাসে। যাহার মুখ হইতে পরনিন্দা-বিষ সদা নিঃসৃত হইয়া থাকে, গলাকাটা হইলেও, তাহার নিকট মানুষ গিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, —অন্যের গলা কর্ত্তিত হইতেছে, অন্যের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইতেছে, অন্যের গৃহ দগ্ধ হইতেছে, —ইহা দেখিতে একদল লোক সতত বাঞ্ছা করে। নেড়া হরিদাস আমার গলা ত কাটে নাই,—আমার শত্রুর গলাই কাটিয়াছে—উত্তম করিয়াছে,—তবে নেড়া হরিদাসের সঙ্গে আমি আমোদ প্রমোদ করিব না কেন? আমার শত্রু সংসারে প্রায় সকলেই। যিনি আমা অপেক্ষা একটু অধিক সঙ্গতিপন্ন, তিনি আমার শত্রু। যিনি আমা অপেক্ষা সুলেখক, সুগায়ক, সুবক্তা এবং সুপণ্ডিত,—তিনিই আমার শত্রু। যাঁহার নিকট হইতে আমি টাকা কর্জ্জ লইয়াছি —অসময়ে যিনি আমায় টাকা অমনি দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, বর্ষাকালে যিনি আমার মাথার উপর ছাতা ধরিয়াছিলেন, তিনি

আমার শত্রু। সাধারণতঃ মানব দুর্ব্বল। মানব তাই অন্যকৃত উপকার,—অন্য-প্রদত্ত ঋণ সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। তাই মানবের শত্রু সংসারে প্রায় সকলেই।

চতুর্থতঃ,—তেজস্বী ব্যক্তির দোষ, সাধারণতঃ তত দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। তুমি একদিন বেশ্যাবাড়ী যাও,—পাড়ায় অমনি হৈ-চৈ পড়িবে। কিন্তু অমুক বড়লোক, সহরের বুকের মধ্য দিয়া জুড়ি করিয়া, গড়গড় শব্দে প্রত্যহ বেশ্যা-বাড়ী যাইতেছেন,—তাহাতে তত দোষ হয় না। কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ত আপন গৃহেই বেশ্যাকে আশ্রয় দিয়াছেন,—তাহা ত আশ্রয়দাতার গুণ বলিয়াই গণ্য হইবে। কেহ তখন হয় ত অনু-মোদনপূর্ব্বক বলিবেন,—"বেশ্যাগমন,—ও একটা প্রথা! উহা মানবধর্ম্ম মাত্র। সেকালে স্বর্গেও বেশ্যা ছিল।" অমুক বড়লোক প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক অন্যের বিষয় অপহরণ করিয়াছেন,—ইহাতে দোষ হয় না। একজন বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিবেন, —"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

পঞ্চমতঃ,—নেড়া হরিদাসের লোকবল এবং অর্থবল এ দুই-ই ছিল। প্রায় বিশ হাজার টাকা তাঁহার তেজারতিতে খাটিত এবং গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ প্রায় এক হাজার ভক্ত তাঁহার অনুগত ছিল। যিনি অর্থবলে এবং লোকবলে বলীয়ান্, তাঁহার দোষ সদাই উপেক্ষণীয়,—কখনই ধর্ত্তব্য নহে। অর্থবান্ পুরুষের খাতির রাখিয়া অনেকেরই চলিতে হয়। সেই অর্থের সহিত যখন বাহুবলের যোগ হয়, তখন ত মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটে। প্রায় দুই হাজার বাহু,—নেড়া হরিদাসের যখন পক্ষ, তখন তাঁহার সুনাম না হইবে কেন? এরূপ অবস্থায় নেড়া হরিদাস যদি দিবসে প্রকাশ্যভাবেও ডাকাতি করেন, তাহা হইলেও তাঁহার যশঃ-প্রভায় দিক্‌সমূহ উজ্জ্বল হইবে। নেড়া হরি-দাসের সেই ডাকাতি দেখিয়াও তখন বহু-লোকে বলিবে,—"তিনি কেবল দুষ্টের দমন,—শিষ্টের পালন করিতেছেন।"

ষষ্ঠতঃ,—নানা কারণে নেড়া হরিদাসকে

দুর্ব্বল মানবমাত্রেই ভয় করিত। যাঁহার ভয়ে সদা ভীত, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অনেক সময় ভালবাসিতে এবং ভক্তি করিতে হয়। হরিদাস কোন্ দিন আমাকে কি ফেরে ফেলিবেন,—এই ভয়ে আমাকে তাঁহার সহিত সতত আলাপ করিতে হয়। হরিদাসকে দেখিলেই ভাব-গদ্গদ-স্বরে বলিতে হয়,—"দে-মহাশয়! ভাল আছেন ত? আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত? আপনার হরিসভা কেমন চলিতেছে?" বিবাহে হরিদাসকে বরকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তা করিতে হয়, নহিলে তিনি যে, বিবাহে ভাঙ্গচালি দিবেন। বিশেষতঃ এ রোগটী তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। অন্যের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে হরিদাস ভাণ্ডারী হন। নহিলে তিনি রাষ্ট্র করিয়া দিবেন,—"ঘৃতে গো-শূকর-চর্ব্বি ভেজাল আছে। কোন ব্রাহ্মণের এই শ্রাদ্ধবাড়ী লুচি খাওয়া উচিত নহে।" সাধারণ লোকে যখন দেখিত, হরিদাস গ্রামস্থ সকল ভদ্রলোকের এইরূপ সম্মানের পাত্র,—এইরূপ কর্ত্তা বলিয়া পরিগৃহীত,—তখন তাহারা হরিদাসকে সমাজের

উচ্চ আসনে স্থান না দিবে কেন? হরিদাসকে ভক্তি না করিবে কেন?

শেষ কথা এই,—হরিদাস ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী। বোকা লোকের সংখ্যা সংসারে অনেক। বিশেষতঃ হরিনামে হিন্দুর প্রাণ সহজেই গলিয়া উঠে। হরিদাস যখন উত্তম সুর-সংযোগে নাচিয়া নাচিয়া "একবার হরি বল ভাই"—উচ্চারণ করিতেন, তখন জনসাধারণ তাঁহাকে সাধুপুরুষ বলিয়া ঠিক্ করিত। তাঁহার নাচিবার কায়দা কসরৎ অদ্ভুত রকম ছিল। সেই নব-নর্ত্তনভঙ্গী বর্ণনীয় নহে,—কেবল দর্শনীয়। ইদানীং আজ ছয় মাস হইতে তিনি দশা পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল কারণে হরিদাস সম্প্রতি দশ খানা গ্রামে পূজনীয় হইয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাঘ মাস। প্রাতঃকাল। হরিদাস হরিসভায় বসিয়া হরিনাম করিতেছেন। এমন সময় একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। হরিদাস তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"আসুন আসুন, ভট্টচাজ মহাশয়! আজ আমার সুপ্রভাত।—প্রণাম হই,—বসুন!" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপবেশন করিলে, হরিদাস তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া আপন মাথায় দিলেন। বলিলেন,—"আপনার মত পুণ্যবান্ লোকের দর্শন, অনেক সৌভাগ্যে ঘটে। আপনার কুশল ত?"

ব্রাহ্মণ। এক বৎসর হইল, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—আপনি ত সবই জানেন।

হরিদাস। আপনার ছেলেটী রত্নবিশেষ ছিল,—২৫ বৎসর বয়সের অধিক হয় নাই,—এই বয়সেই তার হরিপ্রেম জন্মিয়াছিল। আহা! আপনার একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে আমি তিন দিন খাই নাই। (ক্রন্দনের সুর)।

ব্রাহ্মণ। সকলি শ্রীহরির ইচ্ছা। আমি ৺কাশীধামে বাস করিব মনে করিয়াছি। আমার সহধর্ম্মিণীর তাহাই ইচ্ছা।

হরিদাস। অতি উত্তম সঙ্কল্প। সাধু! সাধু! —দয়াল প্রভু! কোথায় হে!

ব্রাহ্মণ। বিশেষ একটু উপকার প্রত্যাশায় আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিলেই আমার কাশীবাসটী হয়।

হরিদাস। আমি আপনার দাসানুদাস, চরণের রেণু। আমাকে যা আপনি বলিবেন, তাই আমি করিব। প্রাণ দিয়া আমি আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতে প্রস্তুত। বলুন,—বলুন,—আপনার কি দরকার? হরি হে!—রক্ষা কর!

ব্রাহ্মণ। আমার বাড়ী-ঘর বেচিয়া, ব্রহ্মোত্তর জমী-আদি বেচিয়া, কিছু কম দুই হাজার টাকা যোগাড় করিয়াছি;—সেই টাকাটী আপনার কাছে গচ্ছিতস্বরূপ রাখিব মনে করিয়াছি। ১৮০০৲ আঠারো শত টাকা আপনার নিকট থাকিবে,—আমি ১৫০৲ দেড় শত টাকা লইয়া

কাশী যাইব। আপনি মাসিক ১০৲ দশ টাকা করিয়া আমাকে ডাকে ৺কাশীধামে পাঠাইবেন।

হরিদাস। (চমকিয়া উঠিয়া) ওরে! বাপরে! কি সর্ব্বনাশ! আমি অন্যের টাকা স্পর্শ করি না;—আপনাকে আমি বরং নগদ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি; কিন্তু অন্যের টাকা আমি স্পর্শ করিব না। আপনি কাশীতে এই সমস্ত টাকাই লইয়া যান না কেন?—তাহাতে ক্ষতি কি?—শ্রীগৌরাঙ্গ হে! স্থান দাও!

ব্রাহ্মণ। আমি ৺কাশীতে নূতন যাইতেছি,—তথায় কোন পরিচিত ব্যক্তি নাই। কোথায় এত টাকা রাখিব? যদি কোন গতিকে টাকাগুলি খোয়া যায়, তাহা হইলে আমার ৺কাশীবাস ঘুচিয়া যাইবে। আপনি এ দেশের প্রধান,—আপনার নিকট এ টাকাগুলি রাখিয়া যাইতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

হরিদাস। দেখুন, আমি একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পরের টাকা ছুঁইব না। টাকা-কড়ি খারাপ জিনিষ। আমি আপনার জন্য প্রাণ

দিতে পারি,—কিন্তু আপনার ১৮০০৲ টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারি না। শ্রীরাধে! শ্রীরাধে! শ্রীরাধে!

ব্রাহ্মণ। আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। আপনি আর আমার ৺কাশী-বাসের প্রতিবন্ধক হইবেন না।

হরিদাস। আপনি ব্রাহ্মণ, ভগবান্ শ্রীহরির অংশ। আপনার কথা লঙ্ঘন করিই বা কেমন করিয়া? কিন্তু এদিকে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা,—পরের পয়সা ছুঁইব না। আপনি আমাকে বড় বিপদে ফেলিলেন দেখিতেছি। ব্রজবল্লভ—দীনবন্ধু হে!

ব্রাহ্মণ। সে যাই হোক,—আমাকে কিন্তু রক্ষা করিতে হইবে।

হরিদাস। তাই ভাবিতেছি,—কি করি?—শ্রীরাধারমণ! তুমি কোথায়?

ব্রাহ্মণ। দেখুন,—এ গ্রামে লোহার সিন্দুক আর কাহারো নাই। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার সহধর্ম্মিণী ঐ ১৮০০৲

টাকা লইয়া লোহার সিন্দুকে রাখিয়া দিন; আর আবশ্যকমত মাসে মাসে ১০৲ টাকা করিয়া তিনিই বাহির করিয়া দিবেন।

হরিদাস। সে অনুমতিই বা আমি কেমন করিয়া দিব? স্ত্রী যে আমার অর্দ্ধ অঙ্গ। স্ত্রী সে টাকা স্পর্শ করিলে, আমার অর্দ্ধ অঙ্গের সে টাকা স্পর্শ করা হইবে। তা'হ'লেই যে, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। দেখুন—আপনি ব্রাহ্মণ,—সাক্ষাৎ শ্রীহরির মূর্ত্তি! আমাদের জন্ম, আপনার মত লোকের সেবার জন্য। আপনার কি এই সামান্য অনুরোধটী আমি রক্ষা করিতে পারিতাম না? কিন্তু টাকাকে আমি বড় ভয় করি। আর আপনিই বা কি বিশ্বাসে আমার নিকট ঐ টাকা গচ্ছিত রাখিতেছেন? আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি,—আমি অধম,—আমি আপনার দাস হইবারও যোগ্য নহি। হরি হে! শ্রীচরণের ছায়া দাও!

ব্রাহ্মণ। দেখিতেছি—আমার অদৃষ্টে ৺কাশী-বাস নাই। পালেদের দোকানে টাকা রাখিতে

গেলাম; তাহারা বলিল, আমাদের চালা ঘর এবং কাঠের সিন্দুক, অগ্নি-ভয় আছে, চুরি-ডাকাতি আছে। এক্ষণে আপনি যদি টাকা না রাখেন, তবে আমি যাই কোথা?

হরিদাস। আচ্ছা, আজ আমি রাত্রে চিন্তা করি, সহধর্ম্মিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাল আপনাকে উত্তর দিব। এমন বিপদে আমি কখনও পড়ি নাই। শ্রীহরি রক্ষা কর!—রাধাকৃষ্ণ। গৌর গৌর!

ব্রাহ্মণ আজকার মত বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দৌড়! দৌড়! গেল রে! গেল রে! সর্ব্বনাশ হলো!

ব্যাপার কি?—হয়, ঘরে আগুন,—নয়, ডাকাতি।

রাত্রি দেড়টা। ভ্যাবাচাকা খাইয়া, লোকসকল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কি যে ঘটিয়াছে, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিতেছে না। ঘটনা-স্থান কোথায়, তাহাও কেহ জানে না। অথচ গ্রামমধ্যে এক ভারি গোল উঠিয়াছে। অনেক গৃহস্থ,—সদর দরজায় আচ্ছা করিয়া খিল দিয়া বসিয়া রহিল। অনেক নিরীহ লোক কাঁপিতে লাগিল। যে সকল লোক "হৈ চৈ" ভালবাসে, মজা-দেখা ভালবাসে,—যাহাদের ভয় কম, যাহারা কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ,—তাহারাই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও হাতে লাঠী, কাহারও হাতে কলসী; কেহ বা শুধু-হাতে ধাবমান।

একজন লাঠী-হাতে-পুরুষ,—একজন কলসী-ধারীকে জিজ্ঞাসিল,—"ভাই। তুমি কোথায় যাইতেছ?—তোমার হাতে কলসী কেন?"

কলসীধারী। ভাই। তুমিই বা কোথায় যাইতেছ? তোমার হাতেই বা লাঠী কেন?

লাঠীধারী। কোথা যাইতেছি, তা ঠিক জানি না। যে দিকে সকলে যাইতেছে, সেই দিকেই যাইতেছি। ডাকাতি মনে করিয়া লাঠী লইয়াছি।

কলসীধারী। আমিও প্রায় তাই। যে দিকে সকলে যাইতেছে, সেই দিকে যাইতেছি। তবে ডাকাতির বদলে আমি,—ঘরে আগুন,—মনে করিয়াছি; তাই লাঠীর বদলে, আমি জল তুলিবার কলসী আনিয়াছি।

যে ব্যক্তি শুধু-হাতে যাইতেছিল, সে বলিল,—"উহা ঘরে আগুন নহে, ডাকাতিও নহে,—উহা খুন।"

৩য় ব্যক্তি কহিল,—"উহা সর্পাঘাত।"

৪র্থ ব্যক্তি। উহা কাঁকড়াবিছার কামড়।

ম ব্যক্তি। ও সব কিছুই নহে,—ও-পাড়ায় ষাঁড়ের লড়াই হইতেছে।

স্থির-মীমাংসা কিছুরই হইল না। সকলে উৎসুক হইয়া ও-পাড়ার দিকে ছুটিল।
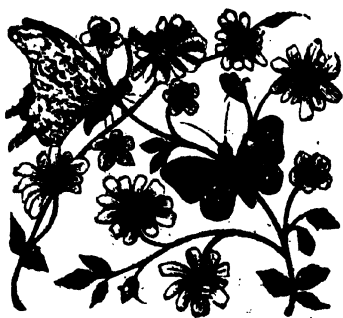
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঘটনাস্থলে গিয়া সকলে দেখিল,—বহুলোক সমবেত। কিন্তু তথায় কি যে ঘটিয়াছে, তাহা অনেকে সহজে বুঝিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রি,—কলকল হলহল ধ্বনি উঠিয়াছে। বিষম গোলযোগ। কে যে কি বলিতেছে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। কেহ বলিতেছে,—"হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে,—একবারে দু-ফাঁক!—ঠিক যেন তরমুজ ফাঁসিয়ে চলে গেছে!"

২য় ব্যক্তি। ওঃ রক্ত কি?—রক্তে একবারে ঢেউ খেলাচ্ছে!

৩য় ব্যক্তি। পঁচিশ কলসী রক্ত-স্রাব হ'য়েছে—রক্তে এক বিঘা জমীতে এক হাঁটু কাদা হ'য়েছে।

৪র্থ ব্যক্তি। বাঁচিবার কোন আশা নাই, চোখে ঘোলা পড়ে আসচে। তিনি মড়ার মত নির্জীব হ'য়ে পড়ে আছেন। নিশ্বাস বহিছে কি না সন্দেহ!

৫ম ব্যক্তি। জ্ঞান অল্প এখনও আছে; মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথাও কহিতেছেন।

৬ষ্ঠ ব্যক্তি। না না—তিনি অজ্ঞান হ'য়ে—বাক্‌রোধ হ'য়ে পড়ে আছেন।

৭ম ব্যক্তি। আহা! এমন মানুষটী আর জন্মাবে না। পরের দুঃখ দেখলেই তাঁর প্রাণটী কেঁদে উঠতো।

৮ম ব্যক্তি। দেশের একটা ইন্দ্রপাত হ'য়ে গেল।

কি যে ঘটিয়াছে, তাহা কেহ বলিবে না,—সকলেই কেবল ঐরূপ হা-হুতাশ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেও, কেহ প্রশ্নের উত্তর দিবে না,—অন্য বাজে কথা কহিয়া বিরক্ত করিবে। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর,—"কি হ'য়েছে, মশাই?" তিনি অমনি উত্তর দিবেন, "যা হ'বার নয়, তাই হ'য়েছে,—মাথামুণ্ড সে কথা আর কি বলবো! রক্তের নদী বহিতেছে!—এতক্ষণ তিনি আর নাই।"

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভিড় ঠেলিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, —একটী লোক মড়ার মত হইয়া শুইয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে একখানি কাপড় ঢাকা,—মুখটী একটু খোলা আছে। কাপড়খানিতে রক্ত মাখানো। আরও দুইটী লোক রক্তাক্ত কলেবরে অন্য স্থানে অদূরে শায়িত।

"যত টাকা খরচ হয়, আপত্তি নাই,—এখনি দুই জন ভাল ডাক্তার নিয়ে এসো।"—একজন দর্শক এইরূপ বলিতেছেন। সেই কাপড়-ঢাকা মড়ার-মত ব্যক্তিটী ধীরে ধীরে অঙ্গুলি নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, —"তুলসীতলার মাটী নিয়ে এসে আমার মুখে দাও,—আর সেই মাটীর গুঁড়া দিয়া, আমার দেহের সর্ব্বস্থানে 'রাধাকৃষ্ণ গৌর-গৌর'—লিখ; আর শ্রীহরির চরণামৃত আমার মুখে এবং মাথায় দাও। আমার শ্রীহরি থাকিতে,—আমার শ্রীগৌর থাকিতে, আমি অন্য ডাক্তার ডাকিব! দেখিবে,

শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমায় আমার কাটা ঘা এখনি বেমালুম যোড়া লাগিবে।”

ভাল করিয়া উঁকি মারিয়া, প্রদীপের ক্ষীণালোকে তাঁহার মুখটী দেখিলাম,—ওহো! ইনি যে, আমাদের সেই নেড়া হরিদাস!—মড়ার মত হইয়া পড়িয়া আছেন।

নেড়া হরিদাস বলিতেছেন,—“আমার কথা কহিবার শক্তি নাই,—শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে; চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখিতেছি;—এই সময় খোল বাজাইয়া সকলে আমার চারিদিক বেড়িয়া, নাচিয়া নাচিয়া, হরি-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ কর। যদি আমাকে শ্রীহরি টানিয়া লন, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমার অদৃষ্টে সে সুখ আছে কি? হরি! পার কর!”

এই যে সেই ব্রাহ্মণটীও—যিনি ১৮০০৲ টাকা গচ্ছিত রাখিতে গিয়াছিলেন,—ঐ যে তিনিও নেড়া হরিদাসের শিয়রে বসিয়া আছেন! ব্রাহ্মণ মাঝে মাঝে কাঁদিতেছেন,—আর বলিতেছেন,—“অগো, আমার জন্যই এই সর্ব্বনাশ হ’লো।”

নেড়া হরিদাস বলিতেছেন,—"দেখুন, ঠাকুর-মহাশয়! আপনি শোক করিবেন না। এই উপলক্ষে যদি আমার মৃত্যু ঘটে,—তাহা হইলে, আমার অপেক্ষা ভাগ্যবান্ পুরুষ আর কে আছে? তরবারির আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছি,—অদ্য ইহাই আমার সুখ। আপনি আপনার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দিন, আর একটী তুলসী গাছ আনিয়া আমার মাথার নিকট রাখুন। ওঃ! আর কথা কহিতে পারিতেছি না—বাক্‌রোধ হইয়া আসিয়াছে। দীনবন্ধু হে!—শ্রীনন্দনন্দন হে!—ভবনদী পার কর হে!"

দেখিতে দেখিতে বহু-বাবাজী একত্র হইল। নৃত্য এবং গান ভয়ঙ্কর ভাবে আরম্ভ হইল। হঠাৎ রঙ্গভূমির সমস্ত আলোক নিবিল। আবার আলোক জ্বালা হইল। সে আলোকও সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া গেল। ঘোর অন্ধকার। কিন্তু হরি-সঙ্কীর্ত্তন সমভাবেই চলিতে লাগিল। ভক্তগণ ভিন্ন,—অন্য সকলে অন্ধকার-ভয়ে ভীত হইয়া, তথা হইতে পলাইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

কি যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। যিনি না বুঝিয়াছেন, তিনি শুনুন। যে দিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নেড়া হরিদাসের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিতে যান, সেই দিন রাত্রে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে ডাকাত পড়ে। ডাকাতগণমধ্যে কেহ কালী মাখিয়াছে, কেহ মুখস পরিয়াছে, কেহ বা কৃত্রিম দাড়ি-গোঁপ করিয়াছে। তাহারা মুখে ভীষণ শব্দ করিতেছে,—"তেরে-রে-রে-রেরেরে!" —কেহ কপাট-দরজা ভাঙ্গিতেছে, কেহ পাঁচীর ডিঙ্গাইতেছে, কেহ লাঠী খেলাইতেছে। নেড়া হরিদাস চিরদিন পরহিতৈষী! আহা! গরীব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে ডাকাত পড়িয়াছে, শুনিয়া তাঁহার কোমল প্রাণ অমনি কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দুই জন ভৃত্য এবং কয়েক জন বলশালী বাবাজী লইয়া, আপনার কোমল প্রাণের মায়া না করিয়া, ডাকাত ধরিতে গেলেন। ডাকাত-দলের

সহিত, তাঁহার দলের লোকের খানিক যুদ্ধ হইল। ক্রমে বেশী লোক জমিতেছে দেখিয়া, ডাকাতগণ পলাইয়া গেল। কিন্তু ফিরিয়া যাইবার সময়, ডাকাতগণ নেড়া হরিদাসের বামবাহুমূলে এমন এক তলোয়ারের চোট মারিয়া গেল যে, তিনি রুধিরাক্ত-দেহ হইয়া, ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। এই সময় তাঁহার দুই জন ভৃত্যও কিঞ্চিৎ আঘাত পাইয়াছিল। (এইরূপ গল্প গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়াছিল।) তারপর জনতা,—ডাক্তার ডাকিবার কথা,—নেড়া হরিদাসের তৎপ্রতি নিষেধ,—শ্রীহরির চরণামৃত পান,—সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ, ঘোর অন্ধকার, দর্শক-দলের পলায়ন,—ইত্যাদি আরও অনেকরূপ ঘটনা ঘটে!

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রামে আজ মহা হুলস্থূল কাণ্ড। হরি-ধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ। ভক্তগণের ভীষণ নৃত্যে গ্রাম টলটল কম্পমান। অদ্য এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। কলিকালে এমনটী কেহ দেখে নাই। হরি-স্থানের মাটী আনিয়া, হরিদাসের হাতের কর্ত্তিত অংশে দিবামাত্র, অমনি তাহা যোড়া লাগিয়া গেল। তরবারির আঘাতে হাড় পনের আনা কাটিয়াছিল। কিন্তু মৃত্তিকা স্পর্শ-মাত্র সেই প্রায়-দ্বিখণ্ড হাড় তৎক্ষণাৎ একখণ্ড হইল। ক্রমশঃ মাংস যোড়া লাগিয়া, ক্ষতস্থানটী বেমালুম হইয়া গেল। আজ এই কথাই সর্ব্বত্র প্রচার।

ঐ দেখ, শত শত লোক হরিদাসকে ঘিরিয়া আছে। একজন জিজ্ঞাসিতেছেন,—"প্রভু! কেমন করিয়া হাড় যোড়া লাগিল? আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।"

হরিদাস। ও কিছু নহে, কিছু নহে, সকলি শ্রীহরির ইচ্ছা। ভাই! তুমি একবার বাহু তুলে হরি বল, সংসারের পাপতাপ তোমার সমস্ত দূর হইবে। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ হে! দীনজনে দয়া কর!

এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিল। সে বলিল, "প্রভু! আপনার শ্রীচরণের একটু ধূলি নিতে আমি এসেছি। ও চরণের একটু রজ পেলেই আমার জন্ম সার্থক হবে। শুনিলাম,—কল্য রাত্রে আপনি মরিয়া গিয়াছিলেন,—যমদূত আপনাকে নিতে এসেছিল,—কিন্তু শ্রীহরির কৃপায় বিষ্ণুদূত এসে আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়া গেল। আপনি মানুষ নন,—দেবতা।"

নেড়া হরিদাস। আমি কীটের অধম। আমি তৃণ অপেক্ষা লঘু।

এমন সময় একজন ভক্ত আসিয়া বলিল,—প্রভু এখন জপে বসিবেন। সাড়ে চারি ঘণ্টা কাল জপ হইবে। অথবা প্রভুর চিত্ত যদি

অধিক তন্ময়. হইয়া পড়ে; তাহা হইলে, সমস্ত রাত্রি সাড়ে আঠার ঘণ্টা কাল জপ চলিতে পারে। এখন সকলে ঘরে যান। আপনারা হয় অদ্য বৈকালে,—না হয় কল্য প্রাতে আসিবেন।

নেড়া হরিদাস জপ করিতে গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জপ-গৃহে অদ্য আর কেহই নাই,—আছেন কেবল সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও নেড়াহরিদাস। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"গত কল্য রাত্রে আপনি রক্ষা না করিলে আমি ধনে-প্রাণে মারা যাইতাম।"

হরিদাস। ও কথা বলিতে নাই। আমি শ্রীহরির আদেশে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি মাত্র।

ব্রাহ্মণ। আমাকে ডাকাতের হাত থেকে আপনি উদ্ধার করেছেন, এখন এই টাকার হাত থেকে রক্ষা করুন। এই টাকার লোভেই আমার ঘরে কাল ডাকাত পড়েছিল,—আজ আমি এ টাকা রাখিব কোথা?

এই কথা বলিয়া সেই ১৮৫০৲ টাকার দুইটী তোড়া,—ব্রাহ্মণ,—হরিদাসের সম্মুখে রাখিলেন।

হরিদাস। টাকার তোড়া দুইটী আমার সম্মুখে রাখিবেন না,—সরাইয়া একপাশে রাখুন; —কারণ, টাকা বা টাকাপূর্ণ কোন জিনিস্‌, —আমি চোখেও দেখিব না,—ইহাই মনে

করিয়াছি। অর্থই ঐ সংসারে যত অনর্থের মূল। শ্রীহরি! তুমি কোথা?

ব্রাহ্মণ শশব্যস্তে টাকার তোড়া দুইটী অন্য স্থানে,—হরিদাসের চক্ষুর অগোচরে রাখিয়া দিলেন।

হরিদাস। দেখুন, ঠাকুর-মহাশয়! আমার শরীরের কেমন কম্পন হইতেছে। টাকা দেখিলেই আমার এইরূপ কম্পন-বিকার উপস্থিত হয়। শ্রীরাধারমণ! তুমি আমাকে তুলে লও।

ব্রাহ্মণ। তবে আমার দশা কি হইবে? আমি এখন যাই কোথা? (ব্রাহ্মণের ক্রন্দন)।

হরিদাস। আমি আপনার জন্য এক উপায় স্থির করেছি। আমার স্ত্রী ত এ টাকা স্পর্শ করিবে না। তবে আমার এক বিধবা শ্যালিকা আছেন,—তিনি এক পক্ষে যেমন খুব বুদ্ধিমতী, অপর পক্ষে তিনি তেমনি সাধ্বীসতী। আবার তিনি ওদিকে বহুগুণবতী। লোহার সিন্দুকের চাবিকাটিটী আমি এখন তাঁহারই জেম্মায় রাখিয়াছি।—দয়াল শ্যাম! একটু দয়া কর।

ব্রাহ্মণ। তবে তিনিই কেন এই টাকাগুলি লইয়া, আপনার সিন্দুকে রাখিয়া দিন্ না।

হরিদাস। তাই আমি ভাব্‌ছি। আমার শ্যালিকাকে সম্প্রতি আমি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, পরমা বৈষ্ণবী করিয়া তুলিয়াছি। আচ্ছা, আপনার সাক্ষাতে তাঁহাকে ডাকিয়া এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি না কেন?—আপনি তাহার পিতৃতুল্য।

আহ্বানমাত্র শ্যালিকা আসিলেন। মুখে মৃদুমন্দ হাসি। বয়স ২৩ বৎসরের অধিক হইবে কি? একটু আড়ঘোমটা টানিয়া, নাকি-মিহি সুরে নেড়া হরিদাসকে শ্যালিকা জিজ্ঞাসিলেন,—"কর্ত্তা, আমায় কেন ডাক্‌লেন?"

এই কথা বলিয়া, শ্যালিকা ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণ। (মনে মনে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক) মা, আমি তোমার পিতৃতুল্য। মা, তুমি যদি আমায় রক্ষা কর,—

হরিদাস। উনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী! দয়ার

আধারস্বরূপা। আমি উঁহার দয়াময়ী শ্রীমতী ললিতা নাম রাখিয়াছি। দেখ ললিতে! আমার একটী কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। তুমি জান, আমি অন্যের টাকা ছুঁই না; টাকা দেখিতেও ভাল বাসি না। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশী যাচ্চেন। তুমি যদি দয়া করে, এই টাকা-গুলি সিন্দুকে রেখে দাও, আর মাসে মাসে সিন্দুক খুলে ১০টী টাকা বাহির ক'রে ডাকে যদি ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দাও, তাহ'লে এই ব্রাহ্মণের কাশীবাসটী হয়।

শ্যালিকা। আমি স্ত্রীলোক, আমি এত কাজ পারবো কি? বিশেষতঃ আপনার উপ-দেশে আমাকে প্রত্যহ এখন ৫১ হাজার একটী হরিনাম করিতে হয়।

হরিদাস। আমার শত অনুরোধ, আমার সহস্র অনুরোধ;—এ কাজটীও তোমাকে করতেই হবে; নহিলে তোমার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রটবে।

শ্যালিকা। (মৃদু হাসিয়া) আপনার কথা

ত কখন লঙ্ঘন করি নাই।—আপনি যা বল্‌চেন তাই কর্‌বো।

হরিদাস। (ব্রাহ্মণের প্রতি) দেখুন, ঠাকুর-মোশাই! আমার নিকট আপনাকে একটী প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইতে হইবে।

ব্রাহ্মণ। কি প্রতিজ্ঞা?

হরিদাস। সে আর কিছুই নয়,—এই আপনি যে, আমার ঘরে টাকা রাখিবেন, এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। দেশে চোর-ডাকাতের বড় ভয় হয়েচে। কি জানি, যদি আমার ঘরে আবার ডাকাত পড়ে, এই ভাবনা। এমন কি, আপনি শ্রীধাম যাত্রা-কালে গ্রামের ৪।৫ জন ভদ্রলোককে বলিয়া যাইবেন, আমি দুই হাজার টাকা সঙ্গে করিয়া ৺কাশীধামে লইয়া যাইতেছি।

ব্রাহ্মণ। আমার ঘোরতর বিপদ্ কাল উপ-স্থিত। এক্ষণে আপনি যে সদুপায় অবলম্বন করিতে বলিবেন, তাহাই আমি করিব। চারি. পাঁচ জন কেন, আমি গ্রামের পঞ্চাশ জন

লোককে বলিয়া যাইব, আমি এই সমস্ত টাকা লইয়া ৺কাশীধাম যাইতেছি।

হরিদাস। শ্রীবৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীমতী রাধা-রাণীর সকলি ইচ্ছা! শ্রীরাধানাথ! এ সময় তুমি কোথায় গেলে? শ্রীরাধে! শ্রীরাধে!

শ্যালিকা-হস্তে ১৮৫০৲ টাকা অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে জপ-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শুভ দিনে শুভ ক্ষণে ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক হৃষ্টচিত্তে ৺কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

হরিতলার মাটীতে ছিন্ন বাহু যুক্ত হইল;—নেড়া হরিদাসের পসার ৬৪ গুণ বাড়িল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সানন্দে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক ৺কাশীবাস করিলেন।—এদিকে গ্রাম মধ্যে উত্তরোত্তর হরিদাসের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার হরিনামের ঝুলিটী আরও লম্বা হইল। মালাগাছটী আরও মোটা হইল। গাত্রে হরিনাম এবং গৌরনামের ছাব কিছু বেশী বেশী দেখা দিল। এক-লক্ষ-এক,—হরিনাম না করিয়া, তিনি জল গ্রহণ করেন না,—ইহাও গ্রামময় রাষ্ট্র হইল।

এক দিন খুব ভোরে দেখি,—হরিদাস ঝাড়ু লইয়া স্বয়ং পথ পরিষ্কার করিতেছেন, এবং বৃক্ষ-পতিত গলিত পত্র-সমূহ জড় করিয়া, এক পার্শ্বে রাখিতেছেন। একজন জিজ্ঞাসিল,—"দে-মহাশয়! এ কি?" তিনি অমনি উত্তর দিলেন,—"ও কিছু নয়,—এ দিকে আপনারা চক্ষু দিবেন না।" আর এক দিন দেখি,—হরিদাস কাণে তূলা দিয়া কাণকে বন্ধ করিয়া, ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন! "দে-মহাশয়!

কি হইয়াছে?” জিজ্ঞাসিলে, তিনি এইরূপ উত্তর দিলেন, “এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না,”—এই কথা বলিয়াই তিনি দুই হাত দিয়া, কাণ দুইটী দৃঢ়তররূপে চাপিয়া ধরিলেন। হরিদাসের সহচর বলিলেন, “প্রভুকে আপনি আর কষ্ট দিবেন না! প্রভুর মন বড় চঞ্চল হইয়াছে; আজ তাঁহার হরি-নামে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে; অদ্যকার বিষয় জানিবার জন্য যদি আপনার বড়ই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমার সঙ্গে আড়ালে আসুন; আমি গোপনে সে কথা আপনাকে বলিব। আড়ালে গিয়া সহচর বলিলেন, “ও-পাড়ায় আজ কালী-পূজা হবে, ছাগ-বলি হবে; ঢাক-ঢোল বাজিবে। পাছে সেই পাঁঠা-কাটার বাজানার শব্দটী প্রভুর কাণে আসিয়া ঢোকে, তাই প্রভু আজ সমস্ত দিন কাণে তূলা দিয়া আছেন। প্রভু এখন আর ‘কালী-নাম’, ‘ছাগ-নাম’ উচ্চারণ করেন না,—তাই তিনি আপনার কথায় স্বয়ং উত্তর দিতে পারেন নাই।”

তৃতীয় দিন দেখি, প্রভু হরিদাস, গঙ্গার ঘাটে দাঁতন-কাঠী, ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া নেকড়া কুড়াইয়া, তীরে রাখিতেছেন। তিনি গঙ্গার ঘাটে একটুও ময়লা রাখিতে দিতেছেন না। গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার হইলে প্রভু স্নান করিয়া, "গৌর-গৌর রাধাকৃষ্ণ" বলিতে-বলিতে ঘরে আসিলেন।

চতুর্থ দিন, হরিদাস অঙ্গে ছাই মাখিয়া কৌপীন পরিয়া, পথে পথে দৌড়িয়া বেড়াইতে-ছেন, আর মুখে বলিতেছেন, "আমার হরি কৈ? আমার হরি কৈ?" ভক্তবৃন্দ দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "প্রভু, প্রেমে পাগল হইয়াছেন!"

পঞ্চম দিন, হরিদাস ঘোমটা দিয়া শ্রীমদ্ভা-গবতের কথকতা শুনিতেছেন। মুখে ঘোমটা কেন? একজন ভক্ত উত্তর দিল, "প্রভু রমণীর, মুখ এবং টাকার মুখ আর দেখিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এখানে অনেকগুলি স্ত্রীলোক চিকের আড়ালে আছেন, পাছে

চিকের ফাঁক দিয়াও, তাঁহাদের অবয়বের কিঞ্চিৎ আবছায়া দেখা যায়, সেই জন্য প্রভু আপন মুখটী ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। মুখ ঢাকিবার দ্বিতীয় কারণ এই, এখানে কথককে টাকা পেলা দেওয়া হইতেছে, সে টাকাই বা তিনি দেখিবেন কেমন করিয়া?”

এইরূপ দিনে দিনে নেড়া হরিদাসের নানা লীলা গ্রামবাসিগণ দেখিতে লাগিল,—এবং তাঁহার প্রতি সকলের ভক্তি বাড়িতে লাগিল।

পাগল বামা গান ধরিল,—

বৈষ্ণব চিনিতে নাহি,
দেবের শকতি।
বৈষ্ণব চিনিতে পারে,
কাটোয়ার দু-এক মাগী তাঁতি॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহাতীর্থ বারাণসীতে উপনীত হইয়া, ক্ষুদ্র একটী বাসা ভাড়া লইলেন; ভক্তিভরে বাবা বিশ্বনাথ এবং মা অন্নপূর্ণার পূজা করিতে লাগিলেন। মনের সুখে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এইরূপে এক মাস গত হইল। দ্বিতীয় মাসে তিনি নেড়া হরিদাসের কুশল সমাচার জানিবার জন্য, তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। সে পত্রের উত্তর আসিল না। তৃতীয় মাসে পুনরায় হরিদাসের নামে পত্র প্রেরিত হইল। এক মাস কাল ধরিয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এ পত্রেরও উত্তর অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তথাচ উত্তর আসিল না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তৃতীয় পত্রে লিখিলেন,—"দুইখানি পত্র লিখিয়াছি; কোন উত্তর পাই নাই,—সেজন্য বড়ই চিন্তিত আছি। আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল সংবাদ পাইবার জন্য, বাবা বিশ্বনাথের নিকট সতত

প্রার্থনা করিতেছি। আর এ দিকে আমার টাকা প্রায় ফুরাইয়াছে। শীঘ্র দশ টাকা পাঠাইতে বলিবেন। এখানে মাসিক পনর টাকা না হইলে চলিবে না,—অতএব প্রতি মাসে পনর টাকা পাঠাইবার কথা বলিয়া দিবেন।”

যখন এই তৃতীয় পত্রেরও উত্তর আসিল না, তখন ব্রাহ্মণের মুখ শুকাইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন,—“তবে কি হরিদাস জীবিত নাই? তাঁহার শ্যালিকাও কি ইহ-লোক ত্যাগ করিয়াছেন? অথবা, ডাকঘরে আমার পত্র মারা যাইতেছে না ত? পত্র কি হরিদাসের হস্তগত হয় নাই?—” এইরূপ ভাবিয়া, ব্রাহ্মণ রেজষ্টারি করিয়া, হরিদাসকে একখানি পত্র লিখিলেন। রসিদ আসিলে বুঝা গেল, হরিদাসের নাম বকলম দিয়া সহি করিয়া, কে একজন সেই পত্র লইয়াছে। তাহার নামও পড়া যায় না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আরও সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। এ দিকে টাকা ফুরাইয়াছে; কষ্টও খুব বাড়িল। কখন ভিক্ষা করিয়া, কখন

"ছত্রে" আহার করিয়া, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দিন কাটিতে লাগিল। যে ঘরে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই ঘরের ভাড়া এক মাস বাকি পড়িয়াছিল। বাড়ীওয়ালা সেই বাড়ি-ভাড়ার জন্য, ব্রাহ্মণকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিল; শেষে সে, ব্রাহ্মণকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। এক দিন সে ব্রাহ্মণকে আটক করিয়া রোদে বসাইয়া রাখিল,—আর বলিল,—"যদি টাকাই ছিল না, —তবে বাড়ী ভাড়া লওয়া কেন? গ্রাম থেকে এই টাকা আস্‌চে,—এই টাকা আস্‌চে বলে, —আমাকে এত দম্ দেওয়া কেন? জুয়াচুরী করিতে কি জায়গা পাও নাই? বিটল বামুন! —আজ্ তোকে কান মল্‌তে-মল্‌তে, এই সহর ঘুরিয়ে আনবো।" ব্রাহ্মণ কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না,—কেবল নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। বাড়ীওয়ালা তখন বলিল,—কাঁদলে চল্‌বে না! অমন মায়া-কান্না আমি ঢের দেখেচি। টাকা দেবে ত দাও, নহিলে, এখনি বে ইজ্জত হবে।"

ব্রাহ্মণ তথাচ নিরুত্তর,—ব্রাহ্মণের চোখ দিয়া অবিরলধারায় অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। বাড়ীওয়ালা তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, ব্রাহ্মণকে বলিল,—"আচ্ছা, টাকা এখন না থাকে,—শীঘ্র যোগাড় করিয়া দাও,—আর দুইটী দিন মধ্যে টাকা না পাইলে, আমি তোমাকে এই কাশী সহর মধ্যে বে-ইজ্জত করিব।"

ব্রাহ্মণ সে দিন নিষ্কৃতি পাইয়া, দশাশ্বমেধের ঘাটে আসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"করি কি? যাই কোথা?—এমন একটী পয়সা নাই যে, দেশে ফিরিয়া যাই! দেশে ফিরিয়াই বা কি করিব? সেখানে ত আমার কিছুই নাই! ঘর-ভিটাও নাই! আর সত্য সত্যই যদি হরিদাসের মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমার দেশে দাঁড়াইবার স্থান কোথাও দেখি না! কিন্তু ৺কাশীধামে আমি তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। আমি মহাপাপী,—তাই বাবা বিশ্বনাথ আমাকে কাশী হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন! তিনি এই অধমকে কাশীতে থাকিতে দিবেন

কেন? কাশীধামে মুদী, গোয়ালা, ধোবা, প্রভৃতি অনেকেই আমার নিকট হইতে কিছু কিছু পাইবে। তাহাদের তাগাদা আর সহ্য হয় না। ইহা ব্যতীত, বাড়ীওয়ালা ত আমাকে দু-বেলা গালাগালি দেয়, মারিতে আসে! আমি করি কি? বাবা বিশ্বনাথ! মা গঙ্গা! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল?" ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"হরিদাস যে, নিশ্চয় মরিয়াছেন, তাহারই বা ঠিক কি? রেজেষ্টরি করিয়া, তাঁহাকে যে, পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা অন্যে সহি করিয়া লইয়াছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া যে, হরিদাসের মৃত্যু হইয়াছে,—ইহার ত নিশ্চয় প্রমাণ হইল না। হয়ত তিনি পীড়িত আছেন,—তাই নিজে সহি করিতে পারেন নাই। অথবা তিনি সদাই হরিনামে মগ্ন থাকেন, বিষয়-কর্ম্ম কিছুই দেখেন না,—তাই অন্যে তাঁহার পত্র গ্রহণ করে। গ্রামের অন্য কোন ব্যক্তিকে আমি পত্র লিখিয়া

দেখি না কেন?—তাহার উত্তর পাইলে ত, সব বুঝা যাইবে!”

দুইটী পয়সা ভিক্ষা করিয়া, কাগজ ভিক্ষা করিয়া,—ব্রাহ্মণ, কোন পরিচিত ব্যক্তিকে গ্রামে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রের উত্তর আসিল,—“হরিদাস জীবিত আছেন,—তিনি সর্ব্বদাই শ্রীহরির ধ্যান করেন।”

এই পত্র পাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাণ পাইলেন। বুঝিলেন, হরিদাস শ্রীহরিময়-প্রাণ হইয়াছেন বলিয়া, আমার পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, আমি দেশে যাইব। দেশে গেলেই আমি টাকা পাইব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রেলভাড়া নাই, হাঁটিয়া যাইবার শক্তি-নাই,—ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া দেশে যাইবেন! এক সুবিধা ঘটিল। কতকগুলি নৌকা মাল বোঝাই লইয়া বঙ্গদেশ হইতে ৺কাশীধামে আসিয়াছিল। ফিরিয়া যাইবার সময় একখানি নৌকায়,—ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী,—কোন বৃদ্ধ হিন্দু মাঝির যত্নে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ,—মাঝিকে আত্মবিবরণ সমস্তই খুলিয়া বলিয়াছিলেন। মাঝি দেশে পৌছিলেই, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে টাকা পাইবার আশায়, ব্রাহ্মণকে নৌকায় এক মাস কাল খোরাকির জন্য পাঁচ টাকা দিল; ভাড়া চুক্তি হইল দশ টাকা।

নৌকা,—বঙ্গদেশে আসিয়া পৌছিল। যে গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস, সেই গ্রামের প্রায় তিন পোয়া পথ দূরে,—গঙ্গাতীরস্থ অন্য এক গ্রামের নিকট,—বৃদ্ধ মাঝি গঙ্গায় নৌকা নোঙ্গর করিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে নৌকায় রাখিয়া,—আপন

গ্রামে দ্রুতপদে নেড়া হরিদাসের নিকট গমন করিলেন। পথে ভদ্রলোক দেখিলেই, ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন,—"দে-মহাশয়! ভাল আছেন ত?" সকলেই বলেন,—"হাঁ, তিনি বেশ আছেন।" নেড়া হরিদাস সত্য সত্যই জীবিত আছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আনন্দের আর অবধি রহিল না! দূর হইতে নেড়া হরিদাসের বাটী দেখিতে পাইলেন;—পুলকে ব্রাহ্মণের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কলিযুগের সেই পরোপকার-ব্রতধারী পরম ধার্ম্মিক হরিদাসের নাম তখন যতই তিনি স্মরণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়-কমল আহ্লাদে উৎফুল্ল হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ এত শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া আসিতেছেন যে, বুকে তাঁহার হাঁপ ধরিতে লাগিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি হরিদাসের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, হরিদাস বহু পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া, গলায়-ঝুলান হরিনামের ঝুলির ভিতর দক্ষিণ হস্ত ন্যস্ত করিয়া, বসিয়া

আছেন। ব্রাহ্মণ, হরিদাসের নিকটবর্ত্তী হইয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন,—"দে-মহাশয়! ভাল আছেন ত? আপনার সমস্ত কুশল ত?" হরিদাস একবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি চাহিয়া, চক্ষু অবনত করিলেন,—যেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিলেন না।

কাঁপিতে কাঁপিতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিলেন,—"দে-মহাশয়! আমি ৺ কাশীধাম হইতে আসিয়াছি,—আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি; —আমার স্ত্রী নৌকায় বসিয়া আছেন;—আমার সেই গচ্ছিত টাকা হইতে পনের টাকা এখন দিন,"—

সাধু হরিদাস ঢুলু-ঢুলু নেত্রে সতেজে ব্রাহ্মণের প্রতি চাহিয়া, একটু মিঠে-কড়া বাজখাঁই স্বরে যেন অতীব বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"টাকা কি?"—

ব্রাহ্মণের দেহ কদলী-পত্রের ন্যায় দুলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আবার বলিলেন,—"সেই গচ্ছিত টাকা! সেই যে,—দুই তোড়া টাকা,"—

হরিদাস। টাকা?—টাকা?—সে কি কথা? আমার নিকট টাকা?—কি? এ ব্রাহ্মণ পাগল নাকি? হরি হে! তোমার শ্রীচরণে আমার মতি রেখো হে!

এইবার ব্রাহ্মণের চক্ষে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল। পৃথিবীর রঙ হলুদবর্ণ হইল। ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া ব্রাহ্মণ শুইয়া পড়িলেন! ব্রাহ্মণের অঙ্গ স্থির হইল! চক্ষু মুদ্রিত হইল! ব্রাহ্মণ ঘুমাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সংজ্ঞাহীন হইলেন। নেড়া হরিদাস,—ভক্ত-বৃন্দকে বলিয়া উঠিলেন,—চাহিয়া দেখিতেছ কি? শীঘ্র খোল-করতাল আনিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ কর। ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করিয়া,—ঘুরিয়া ঘুরিয়া,—নাচিয়া নাচিয়া কেবল সেই দয়াল প্রভু শ্রীহরির নাম গান কর।" আদেশ-মাত্র খোল-করতাল, গায়কদল এবং নর্ত্তকদল আসিয়া পৌঁছিল;—গান আরম্ভ হইল। স্বয়ং হরিদাসও আজ গাহিতে ও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তথাচ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সচেতন হইলেন না।

এক জন দর্শক বলিলেন,—"দেখিতেছেন না!—ব্রাহ্মণ মৃতপ্রায় হইয়াছেন! উঁহার চোখে মুখে ও মাথায় একটু জল দিন এবং বাতাস করুন।"

হরিদাস হাসিয়া বলিলেন,—"হরি নামের কাছে কি,—জল? হরিনাম,—সুধারস। হরি-

নামামৃত-পানে মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইয়া থাকে ;—ব্রাহ্মণ ত অর্দ্ধমৃত।”

দর্শক। এইরূপ ভাবে আর কিছুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন করিলেই, মূর্চ্ছিত ব্রাহ্মণের প্রাণটী বাহির হইয়া যাইবে। আপনারা ক্ষান্ত হউন, স্থির হউন, ভিড় কমাইয়া দিন, গোলযোগ বন্ধ করুন। আর খানিক এইরূপ হরিনাম করিলেই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবেন।

হরিদাস। তুমি ত বড় নির্ব্বোধ দেখিতেছি! এখনও তোমাতে হরিপ্রেম জন্মায় নাই। ভক্তবৃন্দ,—কে আছ,—শীঘ্র এই দিশাহারা দর্শকটীকে হরিপ্রেম শিখাও ; হরিপ্রেমের কোলাকুলি করিয়া, ইহাকে উদ্ধার কর।

ভীমাকৃতি চারি জন ভক্ত আসিয়া, দর্শকটীকে দীর্ঘ দীর্ঘ বাহু-লতা দ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং হরিপ্রেম শিখাইতে শিখাইতে ত্রিশূন্যে তুলিয়া লইয়া চলিল। দর্শকটী, —“ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও” বলিয়া, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। ভক্তবৃন্দ কহিল,

—হরিপ্রেম শিখিতে গেলে,—"প্রথমে একটু কষ্ট আছে।"

দর্শকটী,—'উহু উহু! গেলাম গেলাম' করিয়া উঠিল।

ভক্তবৃন্দ। প্রথম প্রথম হরিপ্রেম শিক্ষা করিতে হইলে, ঐরূপ বুকে পিঠে কিছু কিছু আঘাত লাগিয়া থাকে। তুমি চুপ করিয়া চল;—যত অধিক কথা কহিবে, তত অধিক লাগিবে।

দর্শক হতভম্ব। ভয়ে আর সে কথা কহিতেও পারে না। সেই ভীমাকৃতি ভক্তবৃন্দ তাহাকে কোথায় যে লইয়া যাইতেছে, তাহাও সে জানে না। দর্শকটী হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

দূরস্থিত গবাক্ষবিহীন অন্ধকারময় একটী ঘরে দর্শককে তাহারা রাখিল এবং চাবি দিয়া চলিয়া গেল। যাত্রাকালে বলিল—"এই ঘরে চব্বিশ ঘণ্টাকাল তুমি অনাহারে মনে মনে হরিনাম জপ কর,—কল্য যথাসময়ে প্রভু

আসিয়া তোমাকে মন্ত্র দিবেন। এই ঘরে বসিয়া যদি কথা কও বা চেঁচাও, তবে তখনই তোমার মৃত্যু ঘটিবে জানিবে। হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে, প্রথমে যাহা কিছু কষ্ট, শেষে কেবলই হাসি।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মানুষ সহজে মরে না। মানুষের প্রাণ বড় কঠিন। ব্রাহ্মণ বাঁচিয়া উঠিলেন। হরিদাস বলিলেন,—"হরিনামের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! দেখ দেখ,—কেমন নামের গুণে এই মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইল। ব্রাহ্মণকে এখন একটু দূরে লইয়া যাও, এবং শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ইহার সম্মুখে পাঠ কর,—ব্রাহ্মণের দেহে বল-সঞ্চার হউক।"

ব্রাহ্মণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"দে-মহাশয়! আমায় আর যন্ত্রণা দিবেন না,—আমার গা ঝিম-ঝিম করিতেছে,—আমি দুই দিন এক রকম অনাহারে আছি।"

হরিদাস। সেই জন্যই ত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পাঠের বন্দোবস্ত করিলাম। কোন চিন্তা নাই। এখন কেবল হরিচরণে তোমার মতি রাখ।

ব্রাহ্মণ। (কাতরকণ্ঠে) বলেন কি মশায়? আমার স্ত্রী নৌকায় বসিয়া আছেন; পনের

টাকা লইয়া মাঝিকে দিলে, তবে আমার স্ত্রীকে আনিতে পারিব। আমি আর কিছুই চাই না,—আমাকে কেবল পনেরটী টাকা আপনি ভিক্ষা দিন্।

হরিদাস। সকলে মজা দেখ—এই ব্রাহ্মণ প্রথমে আসিয়া আমার নিকট বলেন যে—"আমি আপনার নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়া-ছিলাম—এখন সেই ব্রাহ্মণই বলিতেছেন,—"আমাকে টাকা ভিক্ষা দিন্।" হরি হে দীন-বন্ধো! পাপী জনের উদ্ধার কর।

প্রধান পারিষদ। প্রভু! এই সমস্তই কলি-মাহাত্ম্য। এই ব্রাহ্মণের বাড়ী ডাকাত পড়িয়াছিল,—আপনি ইহাকে উদ্ধার করেন। সেই ব্রাহ্মণ কিনা আজ আপনার উপর গচ্ছিত টাকার উপর-চাপ দিতেছে। হরি হে! এ যাত্রা রক্ষা কর!

দ্বিতীয় পারিষদ। এই দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকে এখনি জেলে দেওয়া উচিত। শ্যামচাঁদ হে! আমাকেও টেনে লও।

জেলখানার কথা শুনিয়া,—ব্রাহ্মণ ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইল। তিনি অতি মৃদুস্বরে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যোড় হাতে হরিদাসকে কহিলেন,—"দেখুন, দে-মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন,—আমি কিছুই চাহি না,—এ গরীব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করুন,—রক্ষা করুন।"

দে মহাশয়। (মুচকে হাসিয়া) ব্যাপার দেখিলেন ত? এই ব্রাহ্মণ প্রথমে আসিয়া গচ্ছিত টাকার দাবি করিয়াছিলেন; তার পর টাকা ভিক্ষা চাহিলেন;—এখন আবার বলিতেছেন,—কিছুই চাহি না। শ্রীহরি হে! আমায় শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া চল,—এ পাপ দেশে আর থাকিতে ইচ্ছা নাই।

প্রথম পারিষদ। প্রভো! এই পাপী ব্রাহ্মণকে একটু রাধা-প্রেম শিখাইলে হয় না?

ব্রাহ্মণ। (যোড়হাতে) দেখুন! আমি দুই দিন খাই নাই; আমার প্রতি দয়া করুন।

আমাকে আর কিছু বলিবেন না। আমি চোখে যেন সরিষাফুল দেখিতেছি।

হরিদাস। আচ্ছা, আপনাকে আমি কয়েকটী প্রশ্ন করিব। আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলুন যে, সত্য বই কখন মিথ্যা বলিবেন না। যা জিজ্ঞাসা করিব,—তাহারই উত্তর দিতে হইবে, আবল-তাবল কথা বলিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মণ। এ জীবনে আমি সত্য বই কখন মিথ্যা বলিয়াছি কিনা মনে নাই। আমি সত্য কথাই কহিব, মিথ্যা বলিব না।

হরিদাস। আচ্ছা বেশ! অতি উত্তম কথা। এই বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলুন,—আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে আপনি কোন বাজে কথা কহিবেন না; কেবল প্রশ্নের উত্তরটী মাত্র ঠিক দিবেন।

ব্রাহ্মণ (ভীতভাবে) তাহাই বলিব।

হরিদাস। আপনার বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছিল কি না?

ব্রাহ্মণ। আমি ৺কাশীধাম যাইবার পূর্ব্বে, একদিন রাত্রিকালে,—

হরিদাস। উঁ-হুঁ-হুঁ!—অত কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। ডাকাতী হইয়াছিল কি না, তাহার হাঁ কি না উত্তর দিন্। আপনি সত্য-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না।

ব্রাহ্মণ। হাঁ আমার বাড়ী ডাকাতী হইয়াছিল।

হরিদাস। আমি সে দিন আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম কিনা?

ব্রাহ্মণ। হাঁ, আপনিই রক্ষা করিয়াছিলেন।

হরিদাস। আমার হাতে তলোয়ারের চোট লাগিয়াছিল কিনা?

ব্রাহ্মণ। হাঁ, চোট লাগিয়াছিল।

হরিদাস। হাত হইতে রক্ত পড়িয়া, মাটীর উপর চাপ চাপ রক্ত বসিয়াছিল কিনা!

ব্রাহ্মণ। হাঁ বসিয়াছিল।

হরিদাস। আমি আপনার টাকা স্পর্শ করিয়াছিলাম কিনা?

ব্রাহ্মণ। না,—টাকা স্পর্শ করেন নাই। তবে,——

হরিদাস। সত্য-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না। —আমার প্রশ্নের কেবল উত্তর দিন্। আচ্ছা —আমি আপনার টাকা দেখিয়াছিলাম কিনা?

ব্রাহ্মণ। না,—টাকা আপনি দেখেন নাই।

হরিদাস। আচ্ছা,—আপনার সমস্ত টাকা সঙ্গে লইয়া, আপনি ৺কাশীধামে যাত্রা করিতে-ছেন,—একথা গ্রামস্থ কাহাকেও বলিয়াছিলেন কি না?

ব্রাহ্মণ। হাঁ,—বলিয়াছিলাম।

হরিদাস। গ্রামের কতগুলি লোককে এ কথা বলিয়াছিলেন?

ব্রাহ্মণ। কুড়ি-পঁচিশ জন লোককে ঐ কথা বলিয়াছিলাম।

হরিদাস। সকলে শুনিলেন ত,—ব্রাহ্মণ আপন মুখে কি কথা ব্যক্ত করিলেন! হরি হে! পার কর! দয়াল প্রভু হে! দীন জনে রক্ষা কর।

ব্রাহ্মণ আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না;—কেবলমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দে-মহাশয়! আমাকে ছাড়িয়া দিন,—এ দরিদ্রের প্রতি দয়া করুন।"

হরিদাস। এ অবস্থায় আমি আপনাকে ছাড়িতে পারি না। আপনার দেহে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। আপনাকে চৈতন্য-ভাগবতের মধুর কথা শুনিতে হইবে।

"হরিনাম বিনে আর
কি ধন আছে সংসারে!—
বল্ মাধাই মধুর স্বরে!"

একবার এই গানটী আপনি আমার সঙ্গে গান্ দেখি।

ব্রাহ্মণ। (সজলনয়নে) আমার স্ত্রীকে মাঝিরা নৌকায় আটক করিয়া রাখিয়াছে। আপনি আমায় ছেড়ে দিন। আমি বড় গরীব,—আমাকে লইয়া আর টানাটানি করিবেন না।

হরিদাস। আপনার এই পার্থিব অকিঞ্চিৎকর

কথা আমি শুনিতে চাহি না। আপনাকে আমি স্বর্গীয় চৈতন্যভাগবতের কথারূপ অমৃত পান করাইয়া তবে ছাড়িব। হরি হে! উদ্ধার কর।

ব্রাহ্মণ যত,—"ছেড়ে দিন,—ছেড়ে দিন," —বলেন, হরিদাস তত "চৈতন্য-ভাগবতের কথা-রূপ অমৃত-রস পান করুন,—অমৃত-রস পান করুন,"—বলিতে থাকেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গার ধারে দিব্য দ্বিতল বাড়িটী। বৈকালে দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া, গঙ্গার পানে চাহিয়া থাকিলে, স্বর্গ-সুখ-সম্ভোগ হয়। অট্টালিকাটী প্রকাণ্ড। মেরামত বোধ হয়, অনেক দিন হয় নাই। বাহিরের সাদা চূণকাম কতকটা কাল হইয়াছে। খড়খড়ির পাখী দুই চারিটা ভাঙ্গিয়াছে। পুরাণত্ব হেতু বাড়িটীর প্রকাণ্ডত্ব যেন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বারে দুই জন দ্বারবান্ উপবিষ্ট। ইহা ব্যতীত দাস আছে, দাসী আছে,—তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী আছেন,—সোহাগিনী সহচরী আছেন,—ক্ষীর-সর-নবনীত-বণ্টন-কারিণী গরবিণী গোয়ালিনী আছেন,—ফুল-মালা-বিলায়িনী মনোমোহিনী মালিনী-মাসী আছেন;—আর আছেন,—সেই মহিলাকুল-মন-মজায়িনী মহামহোপাধ্যায়-উপাধিধারিণী লবঙ্গ-মঞ্জরী নাপিতিনী। আছেন সবই, নাই কেবল একটী,—অথবা কিছুই নাই। নীলাকাশে কোটী

কোটী নক্ষত্র,—নাই কেবল চন্দ্র! ব্যঞ্জন অসংখ্য—নাই কেবল ভাত! হাতে ফেরাই অনেক,—নাই কেবল রঙ!

এত বড় বাড়ী; কিন্তু পুরুষ-কর্ত্তা কেহই নাই। অট্টালিকার একমাত্র অধিকারিণী একটী মহিলা। তাঁহার স্বামী নাই, শ্বশুর-শাশুড়ী নাই,—তাঁহার ভাসুর-দেবর-সন্তান-সন্ততি কেহই নাই,—কিছুই নাই। তাঁহার পিতা-মাতা-খুড়া-জেঠা, পিশি-মাসী কেহই নাই। তাঁহার একটী ভগিনীপতিও নাই। তিনি একাকিনী।

রমণী এখন দিবারজনী একাকিনী থাকেন। দ্বিতলের বারান্দায় স্প্রীংএর গদি-আঁটা সোফায় বসিয়া, রমণী একাকিনী,—পৌর্ণমাসী নিশীথে, কল-কল-বাহিনী ভাগীরথীর শোভা নিরীক্ষণ করেন। রমণী কখন বা গঙ্গা পানে চাহিয়া, তানপূরায় তান লাগাইয়া, স্বয়ং যেন শ্রীরাধা সাজিয়া, বিরহিণীর ন্যায় একাকিনী গান করেন; কখন বা শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া, বসন্ত-বায়ুর সহিত স্বর-লহরী মিশাইয়া, শ্রীরাধাকে বলিতে থাকেন,—

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং।
ত্বমসি মম ভব-জলধি—রত্নং।"

রমণী কখন একাকিনী হাসিতে থাকেন; কখনও বা নয়নজলে ধরাতলকে অভিষিক্ত করেন; কখন বা ধ্যান-মগ্না যোগিনীর ন্যায় আপন মনে নীরবে বসিয়া কত কি ভাবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এই মহীয়সী মহিলাটী কে? কোন্ জাতি? বয়স কত? করেনই বা কি? এই মহিলাটীর নাম শ্রীমতী বৃন্দা। বয়স বিয়াল্লিস বৎসর। রাগ করিবেন না, দুঃখিত হইবেন না,—বয়স তাঁহার ৪২ বৎসরই বটে। নায়িকার বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর হইলে, রসভঙ্গ হয়,—অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে দোষও কিছু ঘটে। কিন্তু উপায় ত নাই!

নায়িকা কোন্ জাতি?—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, তন্তুবায় অথবা সুবর্ণবণিক্,—তাহার কিছুই বলিব না। যদি বলি, তিনি সুবর্ণবণিক্, তাহা হইলে সুবর্ণ-বণিক্-সম্প্রদায় আমার উপর রাগ করিবেন। যে জাতিরই নাম করিব, সেই জাতিই আমার উপর খড়্গাহস্ত হইয়া বলিবেন,—এরূপ স্ত্রীলোক আমাদের জাতির মধ্যে নাই এবং হইতেও পারে না, সুতরাং চুপই আচ্ছা।

নায়িকা যে জাতিই হউন, রংটী তাঁহার দুধে-আলতায় গোলা। নবমল্লিকার সহিত যেন গোলাপ মিলিত হইয়া, এই নব-বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

দুর্ভাবনা দূর করিবার জন্য একটী কথা বলিয়া রাখি,—বয়স তাঁহার (গণনায়) বিয়াল্লিস বৎসর হইলেও, দর্শনে কিন্তু আটাশের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণের নিকট শ্রীমতী বৃন্দা চব্বিশ কি ছাব্বিশ বৎসর-বয়স্কা বলিয়া অনুমিত হইতেন। রসময় বাবু বলেন,—আমি বাল্যকাল হইতে বৃন্দাকে একই রকম দেখিতেছি,—জোয়ার-ভাটা নাই, সেই একই রকম থমথমে ভাব।

এইবারকার কথাটী একটু গোপনীয়,—বলিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছে। কিন্তু সেই গোপনীয় কথাটী শুনিবার জন্য যে সকল নর-নারী একান্ত অধীর হইয়াছেন, তাঁহারা আর একটু নিকটে আসুন, কাণে-কাণে বলিব। কথাটী এই,—"শ্রীমতী বৃন্দার সম্পত্তি-রক্ষার

নিমিত্ত একজন কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে দেওয়ানজী বলিত। তিনি সেই রমণীর স্থাবর, অস্থাবর—চেতন, অচেতন এবং উদ্ভিদ—যাবতীয় পদার্থের অতি যত্ন-সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। জড়জগৎ এবং জীবজগৎ ক্রমশঃ দেওয়ানজীর করায়ত্তে আসিল। ক্রমশঃ শ্রীমতী বৃন্দার ভবনে—সদরে এবং অন্দরে তাঁহার অবাধ গতি হইল। কালক্রমে সৌহার্দ্দ এত বৃদ্ধি পাইল,—যে, বৃন্দার সিন্দু-কের চাবিকাটীটী পর্য্যন্ত দেওয়ানজীর হাতে আসিল। অন্তিমে উভয়ের মধ্যে এই ভাবটী দাঁড়াইল;—বৃন্দার মাথা ধরিলে, দেওয়ানজী তাঁহার শিয়রে বসিয়া থাকিতেন। দুষ্ট লোকে বলিত, বৃন্দার মাথা দেওয়ানজী টিপিয়া দিতেন। বৃন্দা হাই তুলিলে, দেওয়ানজী টুসি মারিতেন। দেওয়ানজী খাইতে বসিলে, বৃন্দা —'আর একটু খাও, আর একটু খাও' বলিয়া অনুরোধ করিতেন।

মন্দ ব্যক্তি সকল দেশেই আছে। কুলোকে

কহিত, দেওয়ানজী রাত্রে অন্দরে শয়ন করেন। কেহ দেখে নাই—প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেহ পায় নাই, অথচ ঐ কথা বলিতে কেহ ছাড়িত না। গ্রামের একদল কুলোক বৃন্দাকে ক্রমশঃ জাতিতে ঠেলিল।”

উল্লিখিত গোপনীয় কথাটী নির্দ্দিষ্ট নর-নারীগণ কাণে কাণে শুনিলেন ত! জন-সাধারণ এক্ষণে প্রকাশ্যতঃ অবশিষ্ট কথাগুলি শুনুন। যাঁহার অর্থ আছে, তিনি সহজে জাতিচ্যুত হন না। জাতিচ্যুতা শ্রীবৃন্দার ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল! তিনি রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি গৃহে মহাসমারোহে স্থাপন করিলেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন প্রায় পাঁচ সহস্র ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব পাকা-ফলারে রসনার তৃপ্তিসাধন করেন। পরদিন হইতে প্রত্যহ দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ, রাধাকৃষ্ণের ভোগ ভোজন করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেকে এক টাকা করিয়া দক্ষিণা পাইতে লাগিলেন। (কালে সে দক্ষিণা ।০ আনা

হইয়া আসিয়াছিল।) রাস, দোল, ঝুলান—এই সকল পর্ব্ব উপলক্ষে বৃন্দা সহস্র সহস্র লোক খাওয়াইতেন।

বৃন্দা বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে অকাতরে অর্থদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন ব্রাহ্মণ, কন্যা-দায়গ্রস্ত;—বৃন্দা তাঁহাকে এক শত টাকা দিলেন। ডিক্রীজারীতে কাহারও ঘরভিটা নীলামে উঠিয়াছে, বৃন্দা নীলামের টাকা দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার ভক্তি এতদূর বৃদ্ধি হইল যে,—যে কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীতে আসিয়া, একটী বা দুইটী শ্লোক আওড়াইলেই,—অমনি তিনি পাঁচ টাকা পাইতেন। বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইলে, আইবুড়ভাতের কাপড়ে এবং নগদে বৃন্দা এক শত টাকা দিতেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইলে, বৃন্দার দানশক্তির ইয়ত্তা থাকিত না।

এই সময় শ্রীমতী বৃন্দার সহিত শ্রীযুক্ত নেড়া-হরিদাসের সদ্ভাব হয়। বৃন্দার ধর্ম্ম-কর্ম্ম

এবং দান-বিভাগে, হরিদাস একজন প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন। কিয়দ্দিনানন্তর, হরিদাসের প্রস্তাবে,—দেওয়ানজীর অনুমোদনে,— ইচ্ছাময়ী শ্রীবৃন্দা, বৈষ্ণবী নামে অভিহিতা হইলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার নাম হইল শ্রীমতী বৃন্দা। আগে তাঁহার নাম ছিল উজ্জ্বলা।

একোনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দার বুদ্ধির ধার ক্ষুরের মত। নেড়া-হরিদাসের বয়স বৃন্দার অপেক্ষা অধিক হইলেও, বৃন্দা তাঁহাকে ঠাকুর-পো বলিয়া ডাকিতেন। প্রথম যে দিন বৃন্দা, নেড়াকে, "ঠাকুর-পো" সম্বোধন করেন,—সেই দিন নেড়া আহ্লাদে গলিয়া গিয়া, বৃন্দাকে বলেন,—"কোন চিন্তা নাই; যদিও এই গ্রাম হইতে আমাদের গ্রাম এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী, তথাচ একটা কাকের দ্বারায় আমাকে সংবাদ পাঠাইলে, আমি রাত-দুপুরে আসিব। আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।" এক ঠাকুর-পো-সম্বোধনে এত অধিক ফল ফলিল, দেখিয়া, বৃন্দা সদাই নেড়াকে অতীব মধুরকণ্ঠে মিহি লুম-ঝিঝিটে ডাকিতেন "ঠাকুর-পো!—অ-ঠাকুর পো!" নেড়া হরিদাস ভাবে গদ-গদ হইয়া উত্তর দিতেন,—"বড় বৌ! অ-বড় বৌ!—কি ব'লছেন।"

এত অধিক অর্থ-দান,—নেড়া-হরিদাস এবং

দেওয়ানজীর এত অধিক চেষ্টা,—তথাচ সে অঞ্চলে এক শ্রেণীর লোক ভিন্ন আর কেহই বৃন্দাকে লইয়া সমাজে চলিল না। তবে মতী বৃন্দার দল বলিত;—"বৃন্দার বাড়ীতে সকলেই পাত পাড়ে,—ভাত খায়। কোন্ ব্রাহ্মণ না বৃন্দার দান গ্রহণ করেন?"

বৃন্দার এইরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম উপলক্ষে, নেড়া-হরিদাস, বৃন্দার সহিত, সদ্ভাব কিঞ্চিৎ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হরিদাস প্রথম প্রথম বৃন্দাকে যেরূপ অর্থ দান করিতে বলেন, বৃন্দা সেইরূপই করেন। দান-গৃহীতার সহিত হরিদাসের আধা-আধি ভাগ আছে বুঝিতে পারিয়াও, দানে কখন তিনি বিমুখ হইতেন না। হরিদাস স্ব-গ্রামে যে হরি-সভার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীমতী বৃন্দার অর্থে।

নেড়া-হরিদাস ক্রমশঃ মনে করিলেন, বৃন্দা তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি প্রথম হইতেই এইরূপ ভালবাসা

খুঁজিতেছিলেন। সন্ধ্যার পর শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরতি শেষ হইলে, দ্বিতলের সেই বারান্দায় শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গান হইত। ওস্তাদ আসিয়া, শ্রীমতী বৃন্দাকে গান শিখাইত। ওস্তাদের গান শেষ হইলে, বৃন্দা স্বয়ং গান আরম্ভ করিতেন। সে গানে দেওয়ানজী এবং নেড়া-হরিদাস যোগ দিতেন। মান, মাথুর, বিরহ, সখী-সংবাদ সকল রকম গানই চলিত। কোন কোন দিন দেওয়ানজী অসুস্থতা নিবন্ধন সে গানে যোগ দিতে পারিতেন না। নেড়া-হরিদাস একাই থাকিত।

একদিন রাত্রি নয়টা বাজিল; দেওয়ানজী অসুস্থতা হেতু অনুপস্থিত। ওস্তাদ উঠিয়া গেল। হরিদাস কিন্তু উঠিলেন না। দশটা বাজিল, তথাচ হরিদাস উঠিলেন না। শ্রীমতী বৃন্দা বলিলেন,—"ঠাকুর-পো! অদ্য গান থাকুক, আমার মাথা ধরিয়াছে।"

হরিদাস। বড়-বৌ! বল কি? তোমার মাথা ধরেছে! অ্যাঁ,—পাখা করিব কি?

বৃন্দা। না, ঠাকুর-পো। পাখা করিতে হইবে না, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে।

হরিদাস। তবে এঁ-এঁ,—আস্তে আস্তে মাথাটা একবার টিপিয়া দিব কি?

বৃন্দা। না, ঠাকুর-পো! তোমার কষ্ট হ'বে!

হরিদাস। (হাসিয়া) আমার কষ্ট হবে না; তবে আমাদের হাত খুব কড়া কিনা —তোমারই মাথার কষ্ট হবে।

বৃন্দা। সেকি ঠাকুর-পো! আমি তা বলিতেছি না। আচ্ছা, আজ থাক্। ঠাকুর-পো! তুমি কাল খুব ভোরে এস। রাত্রি হইয়াছে; আমি শুইগে; ঘুমাইলেই মাথা ছাড়িয়া দিবে।

হরিদাস। হাঁ-হাঁ, তা-বৈ-কি! তা-বৈ-কি! আপনার একটু সুনিদ্রা হইলেই, মাথা ছাড়িয়া দিবে।

হরিদাস যেন "ন-যযৌ ন-তস্থৌ" ভাবে,— কত কি ভাবিতে ভাবিতে, চটি-জুতা-জোড়াটী

পায়ে দিয়া, প্রস্থান করিলেন। দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া, তিনি আবার ফিরিলেন। ফিরিয়া বৃন্দাকে বলিলেন—“বড়-বৌ! তুমি আমাকে খুব ভোরে আসিতে বলিলে; ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে আসিব কি? যে সময় গাছ-পালায় একটু আধটু রাত থাকে, সে সময় আসিব কি?”

বৃন্দা। (মুচকি হাসিয়া) রাত থাকিতে আসিতে হইবে না,—প্রভাতে আসিলেই চলিবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব রাত্রির কথানুসারে নেড়া-হরিদাস প্রত্যূষে শ্রীবৃন্দার বাটীতে পৌছিলেন। অদ্য যেমন আগমন, তেমনি তৎক্ষণাৎ বিসর্জ্জন। দ্বারস্থিত দ্বারবান্, নেড়া-হরিদাসকে শ্রীবৃন্দার বাটী ঢুকিতে দিল না। দ্বারবান্ অপমান করিয়া, নেড়া-হরিদাসকে তাড়ায় নাই;—মধুর-স্বরে যোড়হাতে কেবল বলিয়াছিল,—"মা-জীর অসুখ; গৃহে কাহারও যাইতে নিষেধ। আপনি অদ্য ফিরিয়া যান।"

হরিদাস। ওরে, না রে বাপু!—না,—সে কথা নয়! বড়-বৌকে বল্‌গে যা, যে, দে-মশায় এসেছেন।

দ্বারবান্। (জোড় হাতে) আজ্ঞে, সেখানে আমার যাইতে নিষেধ।

হরিদাস। তবে বাটীর ঝিকে দিয়ে না হয় বলিয়া পাঠাও।

দ্বারবান্। আজ্ঞে, বলিয়া পাঠাইতে নিষেধ।

হরিদাস। আরে! তোমার সে সব কিছু ভয় নাই, তুমি বলগে যে, আমি এসেছি।

দ্বারবান্। হুজুর! আমার প্রতি এসব কথা বলিতে একবারে নিষেধ আছে। মাপ করিবেন।

নেড়া-হরিদাস তখন উপায় না দেখিয়া, ফটক হইতে চেঁচাইতে আরম্ভ করিলেন,—"অ বড়-বৌ, বড়-বৌ!—তোমার ঠাকুর-পো এসেছে।"

দ্বারবান্। (মধুরস্বরে) হুজুর! চেঁচাইতেও নিষেধ; আপনি চেঁচাইবেন না।

এইবার হরিদাস একটু থতমত খাইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে,—"বটে বটে,—এমন ধারা কাণ্ড!" —বলিতে বলিতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাশী যাইবার পাঁচ বৎসর পুর্ব্বে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। হরিদাস যেদিন শ্রীমতী বৃন্দার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, সেইদিন হইতে তিনি শ্রীমতী বৃন্দার নানারূপ কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করিলেন। হরিদাসের ক্রোধ এতই জন্মিল যে, বৃন্দাকে তিনি যদি নখাগ্রে ছিন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কোন অস্ত্রের আবশ্যক হয় না। বৃন্দার কিন্তু ভাব অন্যরূপ হইল। তিনি হরিদাসের কোনরূপ অপ্রশংসা বা নিন্দা করিলেন না। ব্যক্তিবিশেষের নিকট তিনি তাঁহার সুখ্যাতিও আরম্ভ করিলেন। একজন বিষকুম্ভ পয়োমুখ, অন্যজন পয়ঃকুম্ভ বিষমুখ। একজন মিছরির ছুরি, অন্য জন বিষ-মাখান মিছরি। এক বৎসর কাল এইরূপেই গত হইল। এক পক্ষে নিন্দার কথা যত বৃদ্ধি পাইল, অন্য পক্ষে প্রশংসার কথাও তত

বাড়িতে লাগিল। শ্রীমতী বৃন্দা তাঁহাকে প্রশংসা করেন,—এই কথা বহুলোকের নিকট বহুবার শুনিয়া, একদিন নেড়া-হরিদাস ভাবিতে লাগিলেন, "একি হইল? তবে কি বৃন্দা আমার উপর রাগ করেন নাই? সেদিন যে আমি বৃন্দার গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলাম, তাহাতে কি বৃন্দার কোন দোষ ছিল না?—বৃন্দার অজ্ঞাতে কি এ ঘটনা ঘটিয়াছিল? কেবল দরোয়ানের দোষেই কি ঐরূপ হইয়াছিল? আমি যে বৃন্দার এত মন্দের চেষ্টা করিতেছি, বৃন্দা ত কৈ আমার কোনরূপ মন্দের চেষ্টা করেন নাই! বৃন্দা বোধ হয় মনে মনে আমায় ভাল বাসেন। আচ্ছা, তিনি ভালই যদি আমায় বাসেন, তবে কেন এত দিন আমায় ডাকিয়া পাঠান নাই? বোধ হয়, ভয়ে ডাকিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার সতত কুৎসা করিতেছি, তিনি কোন্ সাহসে আমাকে ডাকিবেন বলুন দেখি? ভয়ই বটে! বৃন্দা এ দিকে লোক ভাল।"

এইরূপ এবং অন্যরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিয়া হরিদাস, শ্রীমতী বৃন্দার কুৎসা-কাহিনী কিঞ্চিৎ কমাইতে লাগিলেন। প্রথম দুই বৎসর শ্রীমতী বৃন্দা হরিসভায় চাঁদা পাঠাইলে, নেড়া-হরিদাস তখনই ফিরাইয়া দিয়া বলেন, "বারাঙ্গনার টাকা আমি গ্রহণ করি না।" তৃতীয় বৎসর শ্রীমতী বৃন্দার সেই চাঁদা, হৃষ্ট-চিত্তে হরিদাস গ্রহণ করিলেন। বলিলেন,—"বৃন্দা দোষে-গুণে মানুষ। দোষ কিঞ্চিৎ হয়ত আছে; কিন্তু তাঁহার গুণও অনেক। তিনি গুণবতী।"

চতুর্থ বৎসরে তাঁহার হরি-সঙ্কীর্ত্তনের দল লইয়া নেড়া-হরিদাস, শ্রীমতী বৃন্দার বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হন। অনেকক্ষণ সেখানে নাচ গান করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল,—বৃন্দা পূর্ব্ব-কালের ন্যায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন এবং গৃহাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির নিকটে সঙ্কীর্ত্তন করিতে বলিবেন। সঙ্কীর্ত্তন-কালে বৃন্দাকে দেখিবার জন্য, নেড়া-হরিদাস,

বৃন্দার দ্বিতলের বারান্দা পানে অনেকবার উঁকি মারিয়া চাহিয়াছিলেন। কিন্তু একটী বারও বৃন্দাকে তিনি দেখিতে পাইলেন না,—এবং সেদিন বৃন্দাও তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন না। ভগ্নমনে শুষ্কমুখে হরিদাস সঙ্কীর্ত্তনের দল লইয়া, ফিরিয়া গৃহে গেলেন,—যাত্রাকালে ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কি বৃন্দা আমায় ভালবাসেন না? ভালবাসার লক্ষণ কৈ? উঁহুঁ! তা-নয়! এমনটাই কি হবে? তিনি একেবারেই আমাকে ভাল বাসিবেন না? তা নয়। কেবল আমার ভয়েই বোধ হয়, তিনি বারান্দায়ও বাহির হইতে পারেন নাই এবং আমাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিতেও সক্ষম হন নাই। তাই বটে—ভয়ই বটে। তিনি অতি ভীরুস্বভাবা অবলা কি না?"

পঞ্চম বৎসরে হরিদাস শ্রীমতী বৃন্দার প্রশংসা প্রকাশ্যতঃ আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাস্নানের সোজা পথ ছাড়িয়া, বাঁকা পথ দিয়া, হরিদাস গঙ্গাস্নান আরম্ভ করিলেন। সোজা

পথ দিয়া আপন গৃহ হইতে গঙ্গা দেড় পোয়া পথের অধিক নহে। বাঁকা পথ দিয়া গঙ্গাস্নান করিতে হইলে প্রায় এক ক্রোশ পথ হাঁটিতে হয়। এদিকে কিন্তু এই বাঁকা পথ দিয়া, গঙ্গাস্নান করিতে গেলে, হরিদাসকে শ্রীমতী বৃন্দার বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। সুতরাং হরিদাসের বাঁকা পথটী, সোজা পথ হইয়াছিল। যদি কেহ জিজ্ঞাসিত,—"দে-মহাশয়! বাড়ীর নিকট গঙ্গা থাকিতে এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গ্রামান্তরে গিয়া গঙ্গাস্নান করেন কেন?" দে-মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিতেন, "কি-বলিতে পারি!" একজন পারিষদ তখন বলিত,—"ঐ পথের ধারে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটী জাগ্রত। অশ্বত্থবৃক্ষ,—নারায়ণ। ঐ বৃক্ষের তলায় প্রত্যহ প্রভু স্বয়ং জল সেচন করেন। এই কার্য্যের জন্য প্রভুকে একদিন স্বপ্ন হইয়াছিল। ইহা অতি গূঢ় কথা, আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে একটী বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। যেখানে অধিক প্রীতি, সেই খানেই মান-মাথুর-বিচ্ছেদ-বিরহ। পাঠক জানেন,—মধ্যে মধ্যে মধুর-মধুর ঝগড়া-ঝড় না উঠিলে,—প্রীতির বাহার খুলে না। পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্কই বাহার,—পূর্ণ-প্রীতির ঝগড়াই বাহার! সুতরাং একদা,—দেওয়ানজী-বৃন্দার পূর্ণ--প্রীতি--কালে, ঝগড়া-ঝড় উঠিয়াছিল। দেওয়ানজী বলেন; এ সংসার ত্যাগ করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইব,—গেরুয়া-বসন পরিব। বৃন্দা বলেন, আমিও তপস্বিনী হইব, জটাবল্কল পরিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিব। দেওয়ানজী বলেন, হিমালয়ের গিরিগুহায় বসিয়া আমি জপ করিয়া এ ভোগ-দেহ ক্ষয় করিব। শ্রীমতী বৃন্দা বলেন, আমি কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গে উঠিয়া যোগ-সাধনপূর্ব্বক, উইঢিপি হইয়া মরিব। ঝগড়া-ঝড় বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমশঃ যখন কমিতে আরম্ভ করিল,

তখন দেওয়ানজী-বৃন্দায় এক রফা-বন্দোবস্ত হইল। দেওয়ানজী তীর্থ-ভ্রমণ তিন মাসের জন্য করিবেন স্থির হইল। যাত্রাকালে দেও-য়ানজী, বৃন্দার মাথায় হাত দিয়া দিব্য করেন —"প্রত্যহ আমি, তীর্থক্ষেত্র হইতে একখানি করিয়া পত্র তোমায় লিখিব;—এবং তিন মাসের অধিক বিদেশে থাকিব না।"

দেওয়ানজীর তীর্থভ্রমণে প্রায় দুই মাস কাল উত্তীর্ণ হইল। যথানিয়মে প্রত্যহ তিনি বৃন্দাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। এক শ্রীবৃন্দা-বনেই তাঁহার দেড় মাসের অধিক সময় অতি-বাহিত হয়। বৃন্দাবন হইতে পুষ্কর, নৈমিষা-রণ্য, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি জ্বালামুখী তীর্থে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে একখানি পত্র আসিয়াছিল; কিন্তু জ্বালামুখী পৌঁছান সংবাদ শ্রীবৃন্দা আর পান নাই। ক্রমশঃ এইরূপ রাষ্ট্র হইল,—"দেও-য়ানজী সন্ন্যাসী হইয়াছেন।" কেহ বলিল, —"দেওয়ানজী মরিয়াছেন।" কেহ বলিল,—

"দেওয়ানজী পাগল হইয়া বেড়াইতেছেন।" চারি দিকে এই কথা যেদিন হইতে রাষ্ট্র হইল, সেই দিন হইতেই নেড়া-হরিদাস ঐ বাঁকা পথ দিয়া গঙ্গাস্নান যাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় তিন মাস কাল এইরূপ বাঁকা পথ দিয়া হরিদাস গঙ্গাস্নান করিলেন। শ্রীবৃন্দার বাড়ীর সম্মুখে কত কত বার মধুর-কণ্ঠে হরিনাম করিলেন, তথাপি শ্রীবৃন্দা তাহার পানে চাহিয়া দেখিলেন না।

নেড়া-হরিদাস আবার ভাবিলেন,—"ভয়ই বটে, তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু এ ভয় ভাঙ্গে কিসে? আচ্ছা, আমি না-হয় প্রথমে এক দিন হরি-সভা হইতে শ্রীমতী বৃন্দার বাটীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভোগের জন্য ঘৃত, ময়দা, দধি, সন্দেস, পাঠাইয়া দিই না কেন? যদি বৃন্দা গ্রহণ করেন, বুঝিব আমার উপর তাঁহার ভালবাসা সমভাবেই আছে এবং এই-রূপে ক্রমশঃ তাঁহার ভয়ও ভাঙ্গিতে পারে। যদি গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বুঝিব,

বৃন্দা নষ্টা এবং পাপিষ্ঠা। বৃন্দার ইহকালও নাই,—পরকালও নাই।”

ঘি, ময়দা এবং দধি সন্দেস শ্রীমতী বৃন্দার গৃহে প্রেরিত হইল। বৃন্দা তাহা গ্রহণ করিলেন। এক টাকা করিয়া বিদায় পাইয়া লোকজন এবং বাহকগণ প্রত্যাগত হইলে, নেড়া-হরিদাস, সমভিব্যাহারী প্রধান পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তিনি হৃষ্টচিত্তে দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন ত?”

পারিষদ। হাঁ, তিনি প্রথমতঃ বড়ই আহ্লাদ করিলেন।

হরিদাস। মুখে কিছু বলিয়া দিলেন কি?

পারিষদ। শেষে কেমন যেন তাঁহার চোখ ছল্-ছল্ করিতে লাগিল। তখন তিনি মুখে এই কথাটী কেবল বলিলেন,—এতদিনের পর ঠাকুর-পোর আমাকে মনে পড়িল কি?

হরিদাস ভাবিলেন,—শ্রীবৃন্দার আমার প্রতি ভালবাসা ঠিকই আছে। তবে স্ত্রী জাতি, বুদ্ধি কিঞ্চিৎ কম কিনা,—তাই এত দিন ভয়ে

আমার সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে পারেন নাই। আচ্ছা, যখন ঠিকই হইল, তিনি আমায় ভালবাসেন, তখন আমি নিজেই এক দিন কেন তাঁহার কাছে যাই না?

নেড়া-হরিদাস শ্রীমতী বৃন্দার গৃহগমনার্থ কেবল পঞ্জিকা দেখিয়া, শুভদিন শুভক্ষণ এবং মাহেন্দ্রযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ডাকাইয়া, গণৎকার আনাইয়া যে কালে তিনি শুভমুহূর্ত্ত নির্ণয়ের নিমিত্ত বিব্রত ছিলেন, সেই সময়ের কয়েক দিন পরেই, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশী হইতে টাকা প্রাপ্তির আশায় হরিদাসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ হরিদাসের নিকট কিরূপ খয়ে-বন্ধনে পতিত হইয়াছিলেন, তাহাও পাঠক বিদিত আছেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণের থয়ে-বন্ধন খসিল কিরূপে? ব্রাহ্মণের সম্মুখে যেমন চৈতন্য-ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইল, ব্রাহ্মণ অমনি গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ক্রন্দনের সেই বিপরীত সাগর-কল্লোলবৎ শব্দে চৈতন্য-ভাগবত পাঠ যেন ডুবিয়া লয় প্রাপ্ত হইল। হরিদাস বলিলেন,—"এ ব্রাহ্মণ মহাপাপী, শ্রীভাগবতের কথা এ ব্যক্তি আপন কাণে যাইতে দিবে না, তাই এমন করিতেছে। জগাই-মাধাইও মহাপাপী ছিল! কিন্তু হরিনামের গুণে তাহারা তরিয়া যায়। যাহা হউক, এ ব্যক্তিকে এখন কিছুক্ষণের জন্য ছাড়িয়া দাও,—সন্ধ্যার পর ইহাকে ধরিয়া আনিয়া পুনরায় হরিনাম-সুধারস পান করাইবে।" নিষ্কৃতি পাইয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িলেন। "ওরে বাপ্‌রে—মেরে ফেল্‌লে রে,—তোরা আয় রে,—দেখ্‌সে রে!" ব্রাহ্মণের নিকট অনেক লোক যড় হইল। ক্রন্দনের কারণ ব্রাহ্মণ যাহাকে বলেন, প্রায়

কেহই তাহা বিশ্বাস করে না। অনেকে এই-রূপ বলিল,—"তাও কি কখন হয়? যে হরিদাস যাচিয়া যাচিয়া পরের উপকার করিয়া বেড়ান, সেই হরিদাস কি কখন ব্রহ্ম-হত্যার চেষ্টা পাইতে পারেন? না, তিনি কোন ব্রাহ্মণের অর্থ অপাহরণ করিয়া নিজে লইতে পারেন?" কেহ বা ঐ কথার অনু-মোদনপূর্ব্বক কহিল, "হরিদাস সাধু, তিনি আপন প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ডাকাত-দলের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়া, নিজে আহত হইয়া, এই ব্রাহ্মণকে দুর্ব্বৃত্ত ডাকাত-দলের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন,—সেই হরিদাস কি কখন এই ব্রাহ্মণের প্রাণে আঘাত করিতে পারেন?" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—"এই ব্রাহ্মণই ভণ্ড এবং মিথ্যা-বাদী। কাশী যাইবার সময়, এই ব্রাহ্মণ আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি আমার সমস্ত টাকা লইয়া কাশী যাইতেছি। আজ কি-না সেই ব্রাহ্মণ সাধু হরিদাসকে গিয়া বলিল,—সে টাকা

আমি কাশী লইয়া যাই নাই, তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলাম,—আমার সে টাকা দাও।' ওঃ ঘোর কলি উপস্থিত! হাঁগো বামুন ঠাকুর। কাশী যাইবার সময় তুমি আমাকে ঐ কথা বলিয়াছিলে কি না,—বল না? এখন চুপ করে রইলে কেন? বল বল, ঠিক কথা বল।"

ব্রাহ্মণ হাপুস-নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিলেন, "ওগো! তখন আমি এত বুঝিতে পারি নাই গো! তাই আমি সে কথা বলিয়াছিলাম। আমার অদৃষ্টে এমন ঘটিবে তা জানি না।" ব্রাহ্মণ-মুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই এক বাক্যে বলিল,— "তুমি জুয়াচোর, তুমি প্রবঞ্চক, তুমি বদমাইস। বুড়-বয়সে এত নষ্টামী কখন দেখি নাই!" ব্রাহ্মণ যত অধিক কাঁদেন, লোকে ততই বলে, "ইহা মায়া কান্না।" কেহ কেহ বলে,— "এই ব্রাহ্মণ থিয়েটারে ঢুকিলে ক্রন্দনের অভিনয় বেশ করিতে পারিত।"

এইরূপ উৎপীড়িত, অবমানিত এবং লাঞ্ছিত হইয়া, ব্রাহ্মণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। ক্ষুৎ-পিপাসাশ্রমাতুর ব্রাহ্মণ, শ্রীমতী বৃন্দার বাটীর সম্মুখে যে জাগ্রত অশ্বত্থ বৃক্ষটী ছিল,—যে অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় জল দিবার জন্য নেড়া-হরিদাসকে স্বপ্ন হইয়াছিল,—সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশে উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক তথায় তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিল। একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠিল। শ্রীমতী বৃন্দা দ্বিতলের বারান্দা হইতে অনি-মিষলোচনে ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন;—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, একজন কর্ম্ম-চারীকে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত তথায় পাঠাই-লেন। কর্ম্মচারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গাছের গোড়ায় বসিয়া কাঁদিতেছে। কোন কথা জিজ্ঞাসিলে,—উত্তর দেয় না, কেবলই কাঁদে।" বৃন্দা কহিলেন, "সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এখানে লইয়া আইস।"

কর্ম্মচারী, ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া

কহিল,—"আপনি আমার সঙ্গে আসুন, মা-ঠাকরুণ আপনাকে ডাকিতেছেন। দুইবার এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি বড় গরীব, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি মরিতে বসিয়াছি।"

কর্ম্মচারী। ঠাকুর! তোমার কোন চিন্তা নাই,—মা-ঠাক্‌রুণ যখন ডেকেছেন, তখন নিশ্চয়ই তোমার ভাল হইবে।

ব্রাহ্মণ। রক্ষা করুন! আমার আর ভাল করিয়া কাহারও কাজ নাই। ভগবান্ আমাকে মারিতেছেন,—মানুষে রক্ষা করিবে কেমন করিয়া?

কর্ম্মচারী। এত কথায় কাজ নাই,—মা-ঠাক্‌রুণ তোমায় যখন ডেকেছেন, তখন তোমার যাইতেই হইবে।

ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন,—"এ আবার এক নূতন বিপদ্ দেখিতেছি। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে যদি না যাই, তাহা হইলে হয়ত জোর করিয়া লইয়া যাইবে।

আমি ত বিপদ্‌-সাগরে পড়িয়াই আছি। সাগরে পড়িয়া শিশিরে আমার ভয় কি?" (প্রকাশ্যে কর্ম্মচারীর প্রতি) আচ্ছা, চলুন তবে যাই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শ্রীমতী বৃন্দার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধিমতী বৃন্দা, সরল-স্বভাব, দীন-ভাবাপন্ন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়া মধুর-বচনে কহিলেন,—"তুমি আমার পিতৃতুল্য, আমি তোমার কন্যা। বলুন, আপনার কি হইয়াছে?"

ব্রাহ্মণ কোন কথাই কন না,—কেবল কাঁদিতে থাকেন। বৃন্দা অতিশয় কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন, বলিলেন,—"বলুন, কি হইয়াছে! বলুন, আমি আপনার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিব।"

ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,—"মা! আমার বড়ই ভয় করিতেছে।"

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরুদ্ধ হইল,—আর তিনি কথা কহিতে পারিলেন না,—

তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ঝর্‌-ঝর্‌ জল পড়িতে লাগিল।

বৃন্দা। বাবা! আর কাঁদিবেন না। বলুন আপনার কি হইয়াছে? আপনার এই কন্যা হইতে যদি কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা এই কন্যা প্রাণ-পণে করিবে।

ব্রাহ্মণ তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলেন। বৃন্দা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"ওঃ কি ভয়ঙ্কর পিশাচ! কি নিষ্ঠুর নর-ঘাতক! দেখুন বাবা! আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি এই পঁচিশটী টাকা আপনাকে দিতেছি, আপনি শীঘ্র লইয়া যাউন। আপনার স্ত্রীকে উদ্ধার করুন,—স্নানাহার করুন,—আর আমার এই বাটীর অন্ততঃ এক ক্রোশ দূরে একটী বাসা স্থির করিয়া তথায় অবস্থিতি করুন। আপনার সহিত যে, আমার পরিচয় হইয়াছে বা এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও কাহাকেও বলিবেন না। আমি যে আপনাকে এই ২৫৲ টাকা দিলাম, তাহাও

কাহাকেও বলিয়া কাজ নাই। বিশেষতঃ হরিদাস এ কথার বিন্দু-বিসর্গও যেন জানিতে না পারে। আর একটী কথা এই,—ইহার পর আমি যাহা বলিব,—তাহাই আপনাকে শুনিতে হইবে। আপনি যদি আমার কথা মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার গচ্ছিত টাকা হরিদাসের নিকট হইতে উদ্ধার হইবে। মহা অজগর আপনার অর্থ গ্রাস করিয়াছে, তাহার মুখের গ্রাস বাহির করা বড় সোজা নহে। হরিদাস আপনার গায়ের রক্ত আধ সের দিতে পারে; কিন্তু একটী পয়সাও কাহাকেও দিতে সক্ষম নহে। যাহা হউক, এবার আমি আপনার টাকা আদায় করিয়া দিব। কিন্তু দেখিবেন,—কোন কথা যেন প্রকাশ না হয়,—সমস্তই গোপন রাখিবেন। টাকা আদায়ের ভাবনা কি?

ব্রাহ্মণ। মা, সে কাজ করিয়া কাজ নাই। সে যে বাঘ,—মা! সে তোমাকে খাইয়া ফেলিবে।

বৃন্দা। (হাসিয়া) বাবা! সে ভয় নাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কেবল আপনাকে আমি যাহা যাহা বলিলাম, সেই মত ঠিক কার্য্য করুন। আমি না ডাকিলে আমার নিকট আসিবেন না। এ ত্রিসীমায় এখন আপনার আসিয়া কাজ নাই। কোথায় আপনি বাসা করিলেন, তাহার কিছুই যেন হরিদাস জানিতে না পারে। হরিদাস যেন মনে করে যে, আপনি এ দেশ ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ আর কোন কথা না কহিয়া,—"দুর্জ্জয় বাঘ কিরূপে বধ হইবে"—ইহাই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বেশ একটী মজা হইল। এদিকে হরিদাস, শ্রীমতী বৃন্দার সহিত দেখা করিবার জন্য লালায়িত। ওদিকে বৃন্দা, হরিদাসের সাক্ষাৎ-লাভের জন্য বিব্রত। উভয়েই একান্ত অধীর;—কিন্তু কি উপায়ে যে, পরস্পরের-সন্দর্শন হয়, তাহা কেহ সহজে ঠিক করিতে পারিতে-ছেন না। উভয়েই সশরীরে বর্ত্তমান, উভয়ের গৃহ নিকটবর্ত্তী, উভয়ের ইচ্ছা বলবতী, উভয়েই মিলনপ্রার্থী,—অথচ পরস্পরের প্রথম সাক্ষাৎ কিরূপে হইবে!—হায় রে! কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল! ঠিক যেন নায়ক-নায়িকার ভাব হইয়া দাঁড়াইল!

নেড়া হরিদাস ভাবিতে লাগিলেন,—"শুভ দিন ত স্থির হইল। এখন কিরূপে কিভাবে শ্রীমতী বৃন্দার নিকট যাই? একা যাইব,—না সংকীর্ত্তনের দলশুদ্ধ যাইব! গোপনে যাইব,—না, প্রকাশ্যভাবে যাইব? দরোয়ান যদি

শ্রীমতীর বাটীতে আমাকে ঢুকিতে না দেয়, তখন কি করিব? আচ্ছা, পূর্ব্বাহ্নে একজন লোক পাঠাইব কি? পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইব,—না, সেই লোক গিয়া, আমার দেখা করিবার কথা মুখে বলিবে? এমন বিশ্বাসী লোক কে? প্রধান পারিষদকে পাঠাইব কি? কি করি,—হায়! কি করি?”

নেড়া হরিদাস কেমন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—“হঠাৎ আমারি নিজের যাওয়া ভাল নহে। যদিই শ্রীমতী অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন,—তখন কি হইবে? দেওয়ানজী যখন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তখন আমার আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে,—শুভস্য শীঘ্রং। যাইতেই হইবে,—মহা সুযোগ উপস্থিত! কালবিলম্ব করিলে ক্ষতি আছে। কালই যাইব। যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে। আমি একাই যাইব। সৎ-সাহস না থাকিলে, কোন শুভ কাজই সম্পন্ন হয় না। শ্রীমতী যদি আমার কোনরূপ অপমান করেন,

তাহা গায়ে মাখিব না,—ধীরে ধীরে একাই চলিয়া আসিব,—লোক-জানা-জানি হইবে না।”

কিছুক্ষণ আকাশ-পানে চাহিয়া নেড়া হরিদাস আবার ভাবিতে লাগিলেন,—“একা যাওয়া উচিত নহে। সে অতি শক্ত জায়গা। বোধ হয় বৃন্দা অতীব কঠিন-প্রাণা; নহিলে এতদিন আমার খোঁজ লইতেন। আমি তাঁহাকে ক্ষীর-সন্দেস-ঘি-ময়দা পাঠাইলাম; তিনি ত কৈ আমার কোন সংবাদ লইলেন না। সত্য সত্যই কি বৃন্দার প্রাণ অতি কঠিন! কোমলাঙ্গীর হৃদয়-কমলে বিধাতা এমন কঠিন বস্তুর সৃষ্টি করিলেন কেন? না,—না,—তা-নয়! বৃন্দা,—রমণী। রমণীসুলভ লজ্জা আসিয়া, বৃন্দার বাক্‌রোধ করিয়াছে। বৃন্দার বুক ফাটিতেছে; কিন্তু মুখ ফুটিতেছে না। বৃন্দার মুখ ফুটে-ফুটে হইতেছে;—আর সেই লজ্জা আসিয়া, সব নষ্ট করিয়া দিতেছে। হা শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যদি নারী সৃষ্টি করিলে, তবে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা সৃষ্টি করিলে

কেন? লজ্জাটাকে বাদ দিয়া, নারী-সৃষ্টির শক্তি কি তোমার নাই? তবে কি তুমি সর্ব্বশক্তিময় নও? তাই বটে,—বৃন্দা অতীব লজ্জা-শীলা! ভয় কি! আমি বৃন্দার নিকট নিশ্চয় যাইব। কালই যাইব।”

নেড়া হরিদাসের ভাবনার আদি অন্ত নাই। শেষে এইরূপ স্থির হইল;—“আমি পত্রও লিখিব না,—লোকও পাঠাইব না,—একাও যাইব না। একটু সতর্ক হইয়া কাজ করাই ভাল। সংকীর্ত্তনদল লইয়া যাইব। শ্রীমতীর বাটীর সম্মুখে আমি দশা পাইব। দশা কিছুতেই সহজে ভাঙ্গিব না। তখন প্রধান পারিষদ, শ্রীমতী বৃন্দাকে বলিয়া পাঠাইবে,—প্রভু হরিদাসের দশা হইয়াছে, কিছুতেই প্রভু আর নরলোকে আসিতেছেন না,—আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সম্মুখে প্রভুর দেহকে লইয়া গিয়া, একবার হরিনাম শুনাইব,—মনে করিয়াছি। বৃন্দা যদি আমাকে এই সূত্রে তাঁহার বাড়ীর ভিতর

যাইতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে বুঝিব,—বৃন্দার আমার উপর এখনও ভালবাসা আছে। একবার বৃন্দার ঘরে ঢুকিতে পারিলে,—বৃন্দার সহিত কথা কহিবার সুবিধা পাইলে,—আমি নিশ্চয়ই বৃন্দাকে বশ করিতে পারিব। এই যুক্তিই ভাল।” নেড়া হরিদাসের মন এতক্ষণে কতকটা সুস্থির হইল।
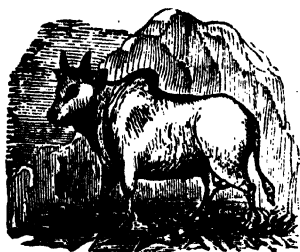
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমতী বৃন্দাও ভাবনা-সাগরে ভাসমানা। তাঁহার এইরূপ চিন্তা হইল,—"বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আমি অভয় দিয়াছি;—বলিয়াছি, নেড়া হরিদাসের নিকট হইতে নিশ্চয়ই তোমার গচ্ছিত টাকা আদায় করিয়া দিব। কিন্তু হরিদাস ত সহজ লোক নহে। এ সংসারে তাম্রখণ্ড এবং রজতখণ্ড ভিন্ন, সে আর কিছুই চিনে না এবং বুঝে না। একটা পয়সার জন্য সে, লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে। পয়সাই তাহার মা-বাপ এবং স্ত্রী-ভগিনী। তাহার এই যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, তৎসমস্তই পয়সার নিমিত্ত। তাহার হরি-সভাটী পয়সা-রোজগারের দোকান। তাহার শ্রীকৃষ্ণ, পয়সা-রোজগারের যন্ত্রবিশেষ। তাহার হরিনাম-জপ, পয়সা-রোজগারের মন্ত্রবিশেষ। এ হেন হরিদাসের নিকট হইতে আমি কেমন করিয়া ব্রাহ্মণের সেই গচ্ছিত,—কিছু কম দুই সহস্র টাকা আদায় করিব?"

“রূপের মোহে ভুলাইলে কি কার্য্যোদ্ধার হইবে না? রূপের মোহে হয় ত, সে ভুলিতে পারে;—কিন্তু তাহাতে যে গচ্ছিত টাকার উদ্ধার হইবে, তাহা ত কিছুতেই বোধ হয় না। নেড়াকে পার্শ্বে বসাইয়া, মৃদুমন্দ হাসিয়া-হাসিয়া, মধুর আলাপে বশ করিতে পারি সত্য,—নেড়া আমার জন্য অনেকটা ভুলিয়া থাকিবে সত্য; কিন্তু যাই পয়সার কথা উঠিবে, অমনি তাহার চমক ভাঙ্গিবে। যে ব্যক্তি পয়সার জন্য—জগৎ-সর্ব্বস্ব ভুলিয়া আছে,—ভগবানকে ভুলিয়া আছে,—তাহার নিকট হইতে কেমন করিয়া পয়সা আদায় করিব?

“নেড়ার সহিত এখন দেখাই বা হয় কেমন করিয়া? সে আমার সহিত দেখা করিবার জন্য, ইতিপূর্ব্বে কত চেষ্টা করিয়াছিল,—কত কৌশল-জাল পাতিয়াছিল, কিন্তু তখন আমি তাহাকে আমল-দখল দিই নাই। সেই পাপিষ্ঠের মুখ দেখিতে আমার ঘৃণা হয়; সেই জন্যই আমি তাহাকে আমার বাটীতে আসিতে

দিই নাই,—কিন্তু এখন কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। শঠের সহিত শঠতা করিলে কোন দোষ নাই; কিন্তু কোন্ কৌশলে,—কিরূপ শঠতায়,—নেড়া হরিদাসকে পরাজয় করিব? সে যে, বড়ই ধূর্ত্ত। সহজে ত সে ফাঁদে পা দিবে না!

"নেড়া আমার নিকট আসিলে, আমার হাব-ভাবে ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে সে ভুলিবে বটে —কিন্তু সে ভুলিবে কিসের জন্য;—আমাকে ভুলাইবার জন্যই ভুলিবে। তাহার ধারণা,— তাহার মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এ সংসারে আর কেহই নাই। আমার চালের উপর সে চাল চালিবার চেষ্টা করিবে। আমাকেই ভুলাইয়া সে আমার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতে আসিতেছে। আমার গৃহে তাহার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য, —আমার নিকট হইতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করা। দ্বিতীয় শাখা-উদ্দেশ্য,—আমার প্রীতি লাভ করা। নেড়ার প্রীতিতে আমি ভুলিয়া থাকিব, আর নেড়া আমার অতুল সম্পত্তির

মালিক হইয়া, আমার রাশি রাশি অর্থ লুণ্ঠন করিবে,—এই উদ্দেশ্যেই তো নেড়া আমার নিকট আসিতে চাহে! এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই বলিয়াই, সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার কুৎসা করিয়া ভুবন ভরাইয়াছিল। তাই ভাবিতেছি, নেড়ার নিকট হইতে আমি অর্থ আদায় করিব কেমন করিয়া? সে আসিতেছে,—আমার নিকট অর্থ লইতে; আমি তাহাকে ডাকিতেছি,—তাহার নিকট অর্থ চাহিতে। এই বিরোধভাবাপন্ন উভয় বিষয়ের সামঞ্জস্য বা সুমীমাংসা করিব কেমন করিয়া?

"আচ্ছা, আমি যদি নেড়ার সহিত প্রথমতঃ মৌখিক খুব প্রীতি করি, এবং সেই প্রীতির মৌখিক পাকাপাকির পর যদি নেড়াকে বলি, —'ঠাকুর-পো! আমায় দুহাজার টাকা ধার দিতে পার?' তাহা হইলে, নেড়া সহজে কি তৎক্ষণাৎ আমাকে ঐ টাকা ধার দিবে? তাহার মনে তখন কেমন একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইবে। সে ভাবিবে, 'শ্রীমতী বৃন্দার

বার্ষিক আয় ত্রিশ হাজার টাকা। নগদ টাকাও অনেক আছে। সেই বৃন্দা আমার নিকট টাকা ধার চাহিতেছে,—অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় মানে আছে।' হয়ত, এই কথা লইয়াই আমাদের পরস্পরের চটাচটী হইতে পারে;—চটাচটী করিয়া, যদি নেঁড়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে টাকা আদায়ের আর কোনই উপায় থাকিবে না। আরও এক কথা,—নেড়া টাকা ধার দিতে যদিই রাজি হয়, তাহা হইলে আমার স্বাক্ষরিত হ্যাণ্ড-নোট ভিন্ন সে টাকা দিবে না। হ্যাণ্ড-নোট দিয়া টাকা লইলে ফল কি হইবে?

"এত ঝঞ্ঝটে আর যাইতে পারি না। আমি স্ত্রীলোক; আমার বয়সও হইয়াছে; এত মায়া-জাল পাতিয়া, এত ঘোর-প্যাচের ভিতর যাইতেও আর ইচ্ছা করি না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে,—আমি না হয় দুই হাজার টাকা নিজেই দিব।"

এই ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, শেষে

শ্রীমতী বৃন্দা মনে মনে কহিলেন,—"না, তাহা হইবে না! প্রথমতঃ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—টাকা নেড়া হরিদাসের নিকট হইতে নিশ্চয়ই আদায় করিয়া দিব।

"আমি নিজে যদি দিই, তাহা হইলে আমার প্রতিজ্ঞা রহিল কৈ? দ্বিতীয় কথা এই,—আমি যদি টাকা আদায় করিতে না পারি, তাহা হইলে ত নেড়ার কাছে আমার পরাজয় স্বীকার করা হইল,—এরূপ অবস্থায় আমার মরণই ভাল! তৃতীয় কথা এই,—নেড়া আমার পরম শত্রু। আমার মন্দ যত দূর করিতে হয়, সে করিয়াছে এবং করিতেছে। সেই শত্রুকে আমি শিক্ষা দিতে পারিলাম না,—ইহা কি কম দুঃখ! আমাকে ধিক্!

"না, তা হইবে না। নেড়ার নিকট হইতে আদায় করিয়া, নেড়াকে দিয়াই ঐ টাকা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হাতে হাতে দেওয়াইব। আমার নাম শ্রীমতী বৃন্দা। এই টাকা, যদি উদ্ধার করিতে না পারি, তবে বৃন্দা নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক,

আমার এই সমস্ত সম্পত্তি,—নেড়া হরিদাসকে দান করিয়া,—আমি নেড়ার দাসী হইয়া চির-কাল থাকিব।

"এখন হরিদাসের সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। সে যদি আমার বাটীতে আসে, তাহা হইলে সব লেঠাই চুকিয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ সে আমার বাটীতে আসিবে কেন? আমি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইব কি? না,—সে কাজ ভাল হইবে না। আমি ডাকিলে, হরিদাসের লেজ ফুলিয়া মোটা হইবে। তাহার গুমার বাড়িবে। প্রকাশ্যভাবে তাহাকে ডাকা হইবে না। আমি তাহাকে ডাকিব না, অথচ সে আমার নিকটে আসিবে,—আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে,—এমন ঘটনাটী কিসে ঘটে?"

উপায় কি? শ্রীমতী বৃন্দার ভাবনার আদিও নাই,—অন্তও নাই,—মধ্যও নাই। তিনি ক্রমশঃ ভাবনা-সাগরে ডুব দিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের হরি-সভায় "সাজ-সাজ" সাড়া পড়িয়া গেল। চারি দিকে রাষ্ট্র হইল,—প্রভু-হরিদাসের মহা-সঙ্কীর্ত্তনে অভিলাষ জন্মিয়াছে। নানা দিক্ হইতে বড় বড় বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কোন কোন বাবাজী লম্বোদর,—কাহারও আজানুলম্বিত বাহু,—কাহারও দেহ তাল-তরুর ন্যায় দীর্ঘ। কেহ কুঞ্চিত-কেশ, কাহারও কৌপীন-মাত্র বেশ,—কেহ বা চ্যাপ্‌টা-নাসা, কেহ বা গোল-চক্ষু। কোন বাবাজী লঘু, কোন বাবাজী গুরু; কেহ বা হ্রস্ব, কেহ বা দীর্ঘ; কেহ বা অনুনাসিক, কেহ বা চন্দ্রবিন্দু। এইরূপ পাঁচ শত বাবাজী একত্র হইয়া যখন নাচিতে আরম্ভ করিল, এবং সেই সঙ্গে একত্র ষোল-খানা খোল বাজিতে লাগিল, তখন ভূকম্পের ন্যায় ধরাধাম যেন অবিরাম টল-টল কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

প্রভু হরিদাস আজ উত্তম বসনে সজ্জিত হইলেন। উৎকৃষ্ট মিহি গরদের কস্কা-পেড়ে সেই যোড়টী,—তাঁহার ভক্তগণ,—আজ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পরাইয়া দিল। হরিদাসের শ্রীমুখের শোভা হয়,—অথচ স্বধর্ম্ম রক্ষা হয়,—এরূপ ভাবে তাহারা তাঁহার মুখখানিকে পুষ্প ও তিলকাদি মৃত্তিকায় সুসজ্জিত করিতে লাগিল। নেড়ার গলদেশে অর্দ্ধ-ফুটন্ত বেল-ফুলের মালা বিলম্বিত হইল। বাহুমূলে ফুলের বাজু, ফুলের তাগা নিবদ্ধ হইল। হাতে ফুলের বালা শোভা পাইল। এইরূপে সুশোভিত হইয়া, প্রভু হরিদাস, সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, তাঁহার সেই স্বভাব-সিদ্ধ ভঙ্গীপূর্ব্বক নাচিতে আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিক তিনি একজন ভাল নাচিয়ে ছিলেন। হেলিয়া-দুলিয়া, বাঁকিয়া-চুরিয়া,—কৃত্রিম ভাবে বিভোর হইয়া, তিনি এমনি উৎকৃষ্টভাবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন যে, দর্শকবৃন্দ অদ্য তাঁহারে সেই নাচ দেখিয়াই স্থির করিল যে, ইনি

একজন মহা সাধু পুরুষ,—জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন,—মায়ায় মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন।

এইরূপ নাচিতে নাচিতে,—গাহিতে গাহিতে—সেই সঙ্কীর্ত্তন-দল শ্রীমতী বৃন্দার বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল! এই বার ভয়ঙ্কর ভাবে নাচ-গান আরম্ভ হইল। বড় বড় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক,—বৃহদাকার বাবাজীগণ, নাচিয়া নাচিয়া বৃন্দার দ্বারের সম্মুখস্থ মাটী যেন ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল!

দ্বিতলের বারান্দায় উঠিয়া, বৃন্দা অনিমিষ-লোচনে সেই ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—"এ-কি! নাচ এবং গান এ উভয়েরই আজ নূতন ভাব দেখিতেছি। এই সঙ্কীর্ত্তন-দলের এত সতেজ নাচ, এত সরস গান আর ত কখন দেখি নাই এবং শুনিও নাই! এত অধিকক্ষণ ধরিয়া সঙ্কীর্ত্তনও ত আমার বাড়ীর সম্মুখে কখনও হয় নাই। নেড়া হরিদাস মতলব ছাড়া কোন

কাজ করে না। বোধ হয়, কোনরূপ অভিসন্ধি ইহার আছে। আমার সহিত দেখা করিবার জন্য হরিদাস কি ইচ্ছুক হইয়াছে? আমি তাহাকে ডাকিব, এই প্রত্যাশায় কি সে এতক্ষণ ধরিয়া গান করিতেছে? হইলেও হইতে পারে! আমি কিন্তু তাহাকে ডাকিব না। হরিদাস ইচ্ছা করিলে আমার বাটীতে ত আসিতে পারে! এতই বা তাহার ভয় কি? হরিদাস দই-সন্দেস পাঠাইতেছে,—চাঁদার টাকা লইতেছে,—তবে নিজের আসিতে এতই বা ভয় কি? সে যাহা হউক, আমি তাহাকে কিন্তু ডাকিতেছি না।"

বৃন্দার বাটীর সম্মুখে জনতা এত হইয়াছিল যে, প্রথমতঃ বৃন্দা সেই খর্ব্বকায় নেড়া হরিদাসকে স্বচক্ষে দেখিতে পান নাই; তবে বুঝিয়াছিলেন, অদ্যকার প্রধান নর্ত্তক এবং গায়ক,—সেই নেড়া ভিন্ন আর কেহই নহে! নেড়ার সেই মূর্ত্তি স্পষ্টরূপ দেখিবার জন্য তাঁহার সাধ হইল। এ দিকে নেড়াও

ভিড়ের ভিতর থাকিয়া বারান্দাটীও ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, বৃন্দাকে দেখা ত দূরের কথা!—নেড়া যতই নাচুন, আর যতই গান করুন, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্যীভূত পদার্থ—সেই বারান্দা এবং বৃন্দা। প্রকৃত কার্য্যে,—উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া, হরিদাস প্রধান পার্শ্বচরকে কি একটী ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত-মাত্র সেই পার্শ্বচর এক ঘোষণা করিল—'সকলে তফাৎ যাও। সকলে তফাৎ যাও। প্রভুর ভাবাবেশ হইয়াছে; ইনি একবার স্বয়ং একাকী নাচিবেন,—গাহিবেন।' দর্শকবৃন্দ সরিয়া দাঁড়াইল; পথ পরিষ্কার হইল; বারান্দার সহিত হরিদাসের চক্ষু একত্র মিলিল। তখন প্রভু বারান্দার দিকে চক্ষু রাখিয়া হর-নেত্র হইয়া, নাচিতে নাচিতে কেবল পিছু হাঁটিতে লাগিলেন; আবার সেইরূপ নাচিতে নাচিতে বারান্দার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নয়নযুগলের তারা দুইটী কিন্তু সেই বারান্দার উপর স্থাপিত রহিল।

মাথায় কলসীর উপর কলসী,—তার উপর কলসী রাখিয়া,—সভামধ্যে নর্ত্তকীর নাচ দেখিয়াছ কি? নর্ত্তকী কত অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছে,—হেলিতেছে,—দুলিতেছে,—উঠিতেছে,—পড়িতেছে,—ঘুরিতেছে,—তথাচ সেই কলসীগুলি মাথা হইতে পড়িতেছে না। নর্ত্তকীর দৃষ্টি কেবল সেই কলসীগুলির উপর। হরিদাসের অবস্থা আজ ঠিক সেইরূপ। হরিদাস আজ কত নাচিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণের নাম লইয়া কত তত্ত্ব-কথা-পূর্ণ গান করিতেছেন,—এ সমস্তই তাঁহার বাহ্য আড়ম্বর; অন্তর্দৃষ্টিটী কেবল সেই বারান্দার উপর।

হরিদাস বারান্দাটী দেখিতে পাইলেন,—কিন্তু বৃন্দাকে দেখিতে পাইলেন না। নিধুনিকুঞ্জবন হরিদাসের নয়ন-পথের নিকট আসিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নাই। পৌর্ণমাসী নিশীথে নির্ম্মল নীলাকাশ,—হরিদাসের করতলগত হইল,—কিন্তু শরচ্চন্দ্র নাই।

নেড়া হরিদাস,—দর্শক-দল সরাইয়া দিয়া,

বারান্দার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার যেমন উদ্‌যোগ করিলেন, শ্রীমতী বৃন্দাও তৎক্ষণাৎ অমনি ঈষৎ অন্তরালে গিয়া, দাঁড়াইলেন; অন্তরালে থাকিয়া তিনি হরিদাসকে দেখিতে লাগিলেন; হরিদাস কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বৃন্দা,—হরিদাসের সেই অপ-রূপ রূপ দেখিয়া, মনে মনে হাসিতে লাগিলেন,—"এ যে দেখিতেছি! প্রভুটী আজ বর সেজে এসেছেন! শ্রী-অঙ্গে ফুলের আজ এত বাহার কেন? কাপড়ের শোভাও ত কম নহে। বারান্দার দিকে প্রভুর এত ঘন ঘন চাহনিই বা কেন? যেরূপ গতিক দেখিতেছি, ডাকিলেই তিনি এখনই আসিয়া পড়িবেন! ডাকিব কি? না, ডাকা হবে না! দেখি না, —শেষ পর্য্যন্ত কি হয়!"

নেড়া হরিদাস, নাচিয়া নাচিয়া, গাহিয়া গাহিয়া, যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, ক্রমশঃ যখন শ্রীমতী-বৃন্দা-দর্শনের আশা তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হইল, তখন তিনি, দশা পাইবার

উদ্যোগ এবং যত্ন করিতে লাগিলেন। রাস্তার যে অংশে ইট-পাটকেল নাই, কুল্লুই-কাঁকর নাই,—যে অংশটী অপেক্ষাকৃত সমতল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার জন্য হরিদাস সেই অংশটী ঠিক করিয়া রাখিলেন। তার পর তিনি তদুপরি ধড়াস করিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। দূরদর্শিনী শ্রীমতী বৃন্দা অন্তরাল হইতে দেখিলেন,—মূর্চ্ছার নিমিত্ত পড়িবার কালে, হরিদাস ভূমে দুই হাত সংলগ্নপূর্ব্বক, আপনার দেহ-ভার রক্ষা করিয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিলেন। পতন-কৌশল দেখিয়া,—বৃন্দা তত আশ্চর্য্যান্বিত হন নাই; কারণ, তিনি বহুদর্শিনী এবং বহুগুণশালিনী রমণী। দশাপ্রাপ্তি-হেতু পতনকালে কিরূপে যে ভূপতিত হইতে হয়, তাহার বিজ্ঞানটুকু বৃন্দা বহুপূর্ব্বেই শিখিয়াছিলেন। "দশা পরীক্ষার নিমিত্ত শুল পোড়াইয়া, লাল টকটকে করিয়া, গায়ে ছেঁকা দিবার যদি প্রথা থাকিত, তাহা হইলে কি মজাই না হইত! লক্ষ ভক্তের মধ্যে একটী ভক্তেরও দশা-প্রাপ্তি

হইত কিনা সন্দেহ!”—শ্রীমতী বৃন্দা ঐরূপ ভাবেন,—আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসেন।

শ্রীমতী বৃন্দা আরও ভাবিতে লাগিলেন,—“এত দিনের পর আজ হঠাৎ আমার বাটীর সম্মুখে নেড়া হরিদাসকে দশা পাইল কেন? অবশ্যই ইহার কোন অভিসন্ধি আছে। বোধ হয়, আমার বাটীতে প্রবেশ করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে; তাই বুঝি নেড়া এই-রূপ মাথা কোটাকুটী করিতেছে! দশা ভঙ্গের পর আমি হরিদাসকে ডাকিতে পাঠাইব কি? না, ডাকা হইবে না! ডাকায় দোষ আছে।”

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের দশাপ্রাপ্তি মাত্র ষোলখানি খোল এককালে বাজিয়া উঠিল এবং প্রায় এক হাজার কণ্ঠ,—এককালে হরিধ্বনি আরম্ভ করিল। প্রধান পারিষদ,—প্রভুর পদপ্রান্তে বসিয়া, শ্রী-অঙ্গে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। যত-টুকু সময়ের মধ্যে প্রভুর সাধারণতঃ দশা-ভঙ্গের নিয়ম ছিল, সে সময়টুকু অতীত হইয়া, আরও অনেকটুকু সময় অতীত হইল; তথাচ অদ্য প্রভুর দশা ভাঙ্গিল না।

প্রধান পারিষদ, সকলকে বলিল,—"প্রভুর দেহ কেমন ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে। প্রভুর প্রাণ বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী কোন জাগ্রত রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির সম্মুখে শীঘ্র প্রভুর দেহ স্থাপন না করিলে, প্রভুর দেহ আর সজীব হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না। কাল-বিলম্ব করা উচিত নয়। প্রাণের অভাব-হেতু দেহ যদি একবার পচিতে আরম্ভ করে,

তাহা হইলে সে প্রাণ বৈকুণ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিলেও, পচা দেহে আর প্রবেশ করিবে না। অতএব শীঘ্র প্রভুকে নিকটস্থ জাগ্রত রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির নিকট লইয়া চল।"

ভক্তবৃন্দ শ্রীমতী বৃন্দার ভবন দেখাইয়া, সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"এই যে নিকটেই রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি রহিয়াছেন।"

প্রধান পারিষদ সকলকে কহিল,—"হাঁ হাঁ বটে বটে; তোমরা একটু থাম, আমি একবার গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইয়া আসি। তার পর এ দেহকে তথায় লইয়া যাইব।"

গৃহ প্রবেশমাত্র,—অনুমতি চাহিবামাত্র,—সুশিক্ষিতা গৃহদাসীর দ্বারা, গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী বৃন্দা তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। ধরাধরি করিয়া, ভক্তবৃন্দ প্রভুর দেহটিকে শ্রীমতী বৃন্দার গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিল। আজ পাঁচ বৎসর কাল, যে গৃহ-প্রবেশ-রূপ-সুখ, হরিদাস প্রাপ্ত হন নাই, যে সুখ পাইবার জন্য হরিদাস এত দিন অধীর হইয়া বেড়াইতে-

ছিলেন, আজ অজ্ঞানেই হউক, আর সজ্ঞানেই হউক, সে মহাসুখ প্রাপ্ত হইয়া, হরিদাস যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির নিকট দেহ স্থাপিত হইল। ভক্তবৃন্দ বিকট ধ্বনিতে সঙ্গীত আরম্ভ করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয় হইয়াছে। বৃন্দা আপন অট্টালিকা-গৃহের চতুর্দ্দিকে আজ সম্পূর্ণ-রূপে আলোক জ্বালিতে আদেশ করিলেন। সদরে, অন্দরে,—গৃহের সর্ব্বস্থানে অমনি ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলিয়া উঠিল। ভবন আলোকমালায় হাসিতে লাগিল।

বৃন্দা তখন আপন বেশ-ভূষায় মনোযোগ দিলেন। দুইটী নবীনা সহচরী, বৃন্দার বেশ-বিন্যাস করিতে আসিল। বিধবা রমণী;—৪২ বৎসর বয়স;—তাঁহার আবার বেশ-ভুষা কি রকম? দেখুন না কেন, রকমটা কি! বিধবা কখন পাড়ওয়ালা কাপড় পরেন না। বিধবা বৃন্দা,—রাঙ্গাপেড়ে, কালাপেড়ে,—কোন রকম পাড়ওয়ালা কাপড়ই পরিলেন না। কিন্তু তিনি যাহা পরিলেন, তাহা পেড়ে কাপড়ের পিতা-মহ। খুব মিহি ঢাকাই মসলিন কাপড় দিয়া বৃন্দা আপন স্ত্রী-মুর্ত্তি ঢাকিলেন। এই রূপ

কিংবদন্তী,—সেই মিহি মসলিন্ থান কাপড়-খানির দাম বত্রিশ টাকা সাড়ে বার আনা।

তার পর, বৈষ্ণবী শ্রীবৃন্দা বিচিত্র রঙে-রঞ্জিত কিংখাপের কাঁচলি কসিয়া আঁটিলেন। তার পর, তিনি ফুটন্ত এবং আধ-ফুটন্ত ফুল-মালায় এবং ফুলের তোড়ায় ভূষিত হইলেন। মাথায় ফুলের মালা, গলায় ফুলের মালা, বক্ষে ফুলের মালা, বাহুদ্বয়ে ফুলের মালা, কর্ণ-যুগলে ফুলের তোড়া, কাঁকালে ফুলের চন্দ্র-হার,—ক্রমশঃ শ্রীমতী বৃন্দা ফুলময়ী হইয়া উঠিলেন। আতর, গোলাপ, অটো, বোকে প্রভৃতি সৌরভময় সামগ্রী আনিয়া, সুহাসিনী সহচরীদ্বয় শ্রীমতী বৃন্দার শ্রী-অঙ্গে লেপন করিয়া দিলেন। দক্ষিণ হস্তে একখানি গজদন্ত নির্ম্মিত সূক্ষ্ম পাখা এবং বাম হস্তে একখানি ফরাসী-দেশজাত রমণীমোহন রুমাল ধারণ করিয়া, শ্রীমতী বৃন্দা গৃহাভ্যন্তর হইতে বহি-র্গত হইলেন।

দুষ্ট সমালোচকগণের বিদিতার্থ একটী কথা

বলিয়া রাখা ভাল। এই যে ফুলমালা,—এই যে গন্ধদ্রব্য,—এই যে পাখা,—এই যে রুমাল —বর্ষীয়সী বিধবা বৃন্দা ধারণ করিয়াছেন কেন? শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার জন্য এ সমস্তই সংগৃহীত এবং তাঁহাদেরই নামে উৎসর্গীকৃত। দেবসেবার পর ভক্ত কি প্রসাদ পাইবেন না? প্রসাদে ভক্তেরই একমাত্র অধিকার। তাই অধিকারিণী বৃন্দা আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করিয়াছেন।

সুসজ্জিত দাসী-বৃন্দ,—বৃন্দার সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক ধরিয়া, পথ দেখাইয়া, তাঁহাকে ধীরে ধীরে লইয়া চলিল। সোহাগিনী সহচরীদ্বয় ধবল চামর লইয়া বৃন্দার পার্শ্বে এবং পশ্চাতে রহিল। প্রফুল্ল মুখ-চন্দ্রের আভায়,—বিবিধ বর্ণের ফুলদলের আভায়,—উজ্জ্বল আলোক-রশ্মির আভায়, বৃন্দা ঝলবতীর ন্যায় ঝল-ঝল করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী যেন অপূর্ব্ব রূপ-রাশি লইয়া, অর্জ্জুনকে ছলিতে চলিলেন।

আজ এখন বৃন্দার বয়স কত বলুন

দেখি? তাঁহার ৪২ বৎসর বয়স শুনিয়া, তখন ত রাগ করিয়াছিলেন! যদি চক্ষু থাকে, আজ একবার বৃন্দাকে ভাল করিয়া দেখুন। ঐ দেখুন,—গোলাপের আভাযুক্ত বৃন্দার গণ্ড-স্থলদ্বয় সেই উজ্জ্বল দীপালোকে কেমন ঝক্-ঝক্ করিতেছে! তাঁহার সেই পদ্ম-পলাশবৎ নয়ন দুইটী আজ যেন অনুরাগভরে কেমন আকর্ণ বিস্তৃত হইয়াছে! আর ঐ দেখুন,—কঠোর কাঁচলী-কসনে পীনোন্নত পয়োধর-যুগল,—ফুলমালার আবরণে, কিরূপ মহীয়ান্, বরীয়ান্ এবং গরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে! আর তাঁহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চামর-বিনিন্দিত কাদম্বিনী-তুল্য আলু-লায়িত কেশ-কলাপে,—গোলাপ-বক-চম্পক,—যাঁতি-যূথি-মল্লিকা-মালতী প্রভৃতি ফুলমালার শোভন সম্মিলন,—শ্রীমতী বৃন্দাকে ফুল-দলবাসিনী ফুলরাণী করিয়া তুলিয়াছে!

বলুন! এইবার বৃন্দার বয়স কত? কাঁকালি হেলাইয়া, নিতম্ব দোলাইয়া, বক্ষ কাঁপাইয়া, তালে-তালে পা ফেলিয়া, বৃন্দা ঐ গজেন্দ্র-

গমনে চলিয়াছেন;—বলুন দেখি, আজ বৃন্দার বয়স কত! বৃন্দার কথায় সুধা-বৃষ্টি হইতেছে; হাসিতে জ্যোৎস্না ফুটিতেছে; নয়নে খঞ্জন খেলিতেছে;—বলুন দেখি, আজ বৃন্দার বয়স কত? অদ্যকার বয়স আমি বলিয়া দিব না; আপনারাই বলুন—আজ বৃন্দার বয়স কত?
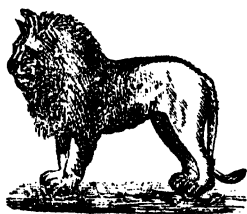
একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"মা-ঠাকুরুণ উপরিতল হইতে নীচেয় নামিতেছেন"—ইত্যাকার ধ্বনিতে,—নিম্নতলে এক মহা-গোল উঠিল! দর্শকবৃন্দ এবং অধিকাংশ ভক্তবৃন্দ মা-ঠাকুরুণের আগমন-বার্ত্তা পাইয়া, তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিল। কেবল সেই প্রধান পারিষদ এবং কয়েকটী বাছাই-করা ভক্ত,—দশাপ্রাপ্ত হরিদাসের নিকট রহিল।

বৃন্দা নিকটবর্ত্তিনী হইতেছেন বুঝিতে পারিয়া,—অচেতন নেড়া হরিদাস ঈষৎ অঙ্গ মোড়া দিলেন এবং একটী হাই তুলিলেন। আবার তিনি যা তাই,—পূর্ব্ববৎ অচেতন।—যেন মড়ার মত হইয়া পড়িয়া রহিলেন!

বৃন্দা,—সাধু হরিদাসের শিয়রে উপবেশন-পূর্ব্বক তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন; এবং সাধুর মুখটী সেই রমণী-মোহন রুমাল দিয়া মুছাইয়া দিলেন।

হরিদাসের অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; দেহ কণ্টকিত হইল এবং থর-থর কাঁপিতে লাগিল;—নিশ্বাস ঘন-ঘন পড়িতে লাগিল।

প্রধান পারিষদ বলিয়া উঠিল,—"প্রভুর প্রাণ বুঝি পুনরায় দেহে আসিতেছে!"

হরিদাস স্থির করিলেন,—এতশীঘ্র এবং সহজে দেহে প্রাণটী আনা উচিত নয়। আবার তিনি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন। অদ্যকার এই প্রথম দশা-প্রাপ্তি-কালে, তিনি কতকটা নিশ্বাস বন্ধ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু আবশ্যকমত ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানিয়াছিলেন এবং ফেলিয়াছিলেন। এখন সম্মুখে চতুরা শ্রীমতী বৃন্দা। নিশ্বাস ফেলিলে, পাছে তিনি জানিতে পারেন, সেই ভয়ে হরিদাস একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। হরিদাসের কষ্ট হইতে লাগিল।

এদিকে হরিদাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বৃন্দা,—প্রধান পারিষদের সহিত গল্প আরম্ভ

করিলেন। বৃন্দা জিজ্ঞাসিলেন,—"দশা-ভঙ্গের পর প্রভুর কি আহার হইয়া থাকে।"

পারিষদ। কিছুই না—কিছুই না। সে অতি সামান্য। যৎকিঞ্চিৎ,—কিছুই নয়।

বৃন্দা। শরীর ধারণের নিমিত্ত কিছু খাওয়া ত দরকার। মিছরির সরবতের বন্দো-বস্ত করিয়া রাখিব কি?

পারিষদ। না, না,—সরবতকে তিনি বিলা-সের বস্তু বলিয়া মনে করেন।

বৃন্দা। তবে তিনি কি খান? তিনি ঘোল ভাল বাসিতেন নয়?

পারিষদ। ঘোল খাইবার ইহা অবসর নহে। এখন,—এই একটু গরম দুধ হইলেই হইবে।

বৃন্দা প্রধানা সহচরীকে কহিলেন,—"দেখ! একটু গরম দুধের বন্দোবস্ত করিয়া রাখ।"

প্রধান পারিষদ অমনি বলিয়া উঠিল,—"এ দুধের একটু তারতম্য আছে। থাক্! দুধের বন্দোবস্ত আর করিতে হইবে না।"

বৃন্দা। বল,—বল,—কি রকম দুধের আবশ্যক! প্রভুর সেবা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।

পারিষদ। কৃষ্ণবর্ণ গাভীর খাঁটী দুগ্ধ ভিন্ন প্রভুর সেবা হয় না; দুগ্ধটুকু একটু ঘন চাই। প্রভু আহার করিবেন অতি অল্প; তবে ⁄৫ সের দুধ জ্বাল দিয়া মারিয়া,—দুই সের অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। তাহার উপর, আধ আঙ্গুল পুরু,—যৎকিঞ্চিৎ একটু সর পড়া চাই! প্রভু কিছুই খাইবেন না,—কণিকামাত্র গ্রহণ করিবেন। তবে চাই ঐ রকম।

এ দিকে ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে,—ওদিকে নিশ্বাস বন্ধ-হেতু হরিদাসের পেট ফুলিতে আরম্ভ করিল। দম্ বুঝি এইবার আটকাইল। "উঃ মরিলাম,—গেলাম,—আর যে পারি না,"—এই কথা মনে মনে বলিয়া,—হরিদাস এক-মুখ এবং এক-নাক নিশ্বাস,—হুস্-হুস্ শব্দে শ্রীবৃন্দার বুকে মুখে নাকে চোখে ঢালিয়া দিলেন।

বৃদ্ধ হরিদাসের মুখ-বায়ুর দুর্গন্ধে শ্রীমতী বৃন্দা,—ভ্রূ এবং নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইলেন। প্রধান পারিষদ বলিয়া উঠিল,—"প্রভু প্রাণ পাইয়াছেন, প্রভু প্রাণ পাইয়াছেন; আর চিন্তা নাই।" শ্রীমতী বৃন্দাও সঙ্গে সঙ্গে অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"এই বেলা তবে খোলখানা শীঘ্র বাজাইয়া দাও;—আর বিলম্ব কেন? সকলে উঠিয়া রাধাকৃষ্ণের নাম কর।"

হরিদাসের আর একটু অচেতন হইয়া থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এ দিকের গতিক দেখিয়া, তিনি সচেতন হইতে বাধ্য হইলেন। সচেতন হইয়াই তিনি উঠিয়া মুখ কিঞ্চিৎ হেঁট করিয়া বসিলেন। শ্রীমতী বৃন্দার আদেশে সহচরীগণ,—শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভোগের জন্য প্রস্তুত ঘনাবর্ত্ত প্রায় /৫ সের স-সর দুগ্ধ হরিদাসের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। হরিদাস প্রথমে—"খাইতে নাই,—খাইব না,"—এইরূপ বক্তৃতা অল্পক্ষণ মাত্র করিয়া, সেই দুধে মুখ

ডুবাইলেন। প্রথম পারিষদ দুই হস্তে বাটী ধরিয়া রহিল। দুধ যখন অর্দ্ধেক পার হইয়াছে,—হরিদাস মুখ তুলিবার উপক্রম করিতেছেন,—তখন প্রধান পারিষদ কহিল,—“প্রভু! এখনও কণিকামাত্র হয় নাই, আর একটু দুধ উদরস্থ করুন।” ভক্তের কথা এড়াইতে না পারিয়া, প্রভু আবার দুধে মুখ বসাইলেন; বার আনা ভাগ দুধ নিঃশেষ হইয়াছে দেখিয়া, প্রধান পারিষদ বলিল,—“প্রভু! হইয়াছে।”

প্রভু তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন,—“এইবার তোমরা প্রসাদ ভক্ষণ কর।”

পারিষদ খুব উঁচু করিয়া বাটীটী তুলিয়া লইয়া, আপন মুখের নিকট ধরিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ বলিয়া উঠিল,—“আমরাও ভক্ত; প্রসাদের সমান অধিকারী।” এই বলিয়া সেই বাটীর নিকট সকলেই মুখ আনয়ন করিল।

বৃন্দা পাছে ভুক্ত দুগ্ধের অবশিষ্টাংশ দেখিতে পান,—সেই জন্য প্রধান পারিষদ দুগ্ধের বাটীটী উঁচু করিয়া তুলিয়া লইয়াছিল।

রাত্রি আট্‌টা বাজিল। অন্যান্য ভক্তবৃন্দ,—হরিদাসের আদেশে গৃহে গমন করিল। রহিল কেবল,—প্রধান পারিষদ ;—আর এ পক্ষে রহিলেন,—সহচরীদ্বয়-সহ শ্রীমতী বৃন্দা।

বৃন্দা-হরিদাসে,—প্রকৃতি-পুরুষে,—এইবার কথোপকথন আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দা, (স্বহস্তে পাখা লইয়া হরিদাসকে বাতাস করিতে করিতে) মধুর স্বরে কহিলেন,—"ঠাকুর-পো!·· তোমার দেহের আজ অতি কষ্ট হইয়াছে। দ্বিতলের বারান্দায় বেশ বাতাস দিতেছে; সেইখানে যাবে কি?"

এই মধু-মাখা কথা শুনিয়া, হরিদাস, যেন বাক্‌শক্তিহীন হইলেন,—উত্তর দিতে পারিলেন না। উত্তর দিবার অক্ষমতার কারণ এই,—হরিদাস তখন আত্মহারা হইয়াছিলেন! বসন্ত-বাহার সুরে সেই "ঠাকুরপো" সম্বোধন শুনিয়া, হরিদাসের হৃদয় কিছুক্ষণের জন্য ভাব-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি কি ভ্রান্ত! আমি কি মুর্খ! এতদিন সত্য সত্যই অন্ধ হইয়াছিলাম। বৃন্দার হৃদয়-কমলে ভাল-বাসার এরূপ প্রগাঢ় মধু যে, এত অধিক সঞ্চিত ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই! আমি যাহা সন্দেহ

করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইয়াছে। ভয় এবং লজ্জা বশতই শ্রীমতী বৃন্দার মুখ-পদ্ম এত দিন বিকশিত হইতে পারে নাই। পূর্ব্বে যদি সঠিক এই ভাব বুঝিতাম,—তাহা হইলে বৃন্দার সহিত বহুপূর্ব্বে আমার সদ্ভাব সংঘটিত হইত! তাই ভাবিতেছি,—আমি কি ভ্রান্ত! এখন দেখিতেছি, বৃন্দা আমাকে সত্য সত্যই ভালবাসে। নহিলে তিনি দশা-প্রাপ্তিকালে, স্বহস্তে রুমাল দিয়া, আমার মুখটী মুছাইয়া দিবেন কেন? আমি ত তখন অচেতন ছিলাম,—বৃন্দা তাহা জানিয়াও,—ভালবাসার প্রতিদান উপেক্ষা করিয়াও,—নিষ্কাম ভাবে আমার মুখটী মুছাইয়া দিয়াছিলেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার বাহ্য-ভালবাসা হইত,—যদি লোক-দেখান ভালবাসা হইত,—যদি স্বার্থময় ভালবাসা হইত,—তাহা হইলে, আমার সেই চৈতন্য-লোপের অবস্থায়, বৃন্দা কখনই আমার সেই মুখটী মুছাইয়া দিতেন না। আরও দেখুন না কেন? বৃন্দার

নিকট সহচরীদ্বয় দণ্ডায়মানা। তাহাদিগকে বাতাস করিতে না দিয়া, তিনি স্বয়ংই পাখা ধরিয়া, আমাকে বাতাস করিতেছেন। ইহা কি স্বর্গীয় পবিত্র ভালবাসার চিহ্ন নহে?” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, হরিদাস ক্রমশঃ ভাবনা-সাগরে ডুব দিলেন।

উত্তর দিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া,—পুনরায় শ্রীমতী বৃন্দা সেইরূপ বসন্ত-বাহার সুরে খাদে বলিলেন,—“ঠাকুর-পো! কথা কহিতেছ না কেন—রাগ ক’রেছ কি?”

বৃন্দার পুনঃ এই অমৃতের ধারাময়ী কথা শুনিয়া,—হরিদাসের অধিকতর বাক্‌রোধ হইল। ফুল-ধনু দ্বারা সম্মোহন অস্ত্রে প্রাণবধের কথা কখন শুনিয়াছ কি? ফুলরাণী বৃন্দার ভুরু-ফুলধনু-যোজিত এক একটী ফুলময় বাক্যবাণ,—হরিদাসের হৃদয়ে যেমন বিঁধিতে লাগিল, অমনি হরিদাস ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। হরিদাস উত্তর দিবেন কি? তাঁহার সংজ্ঞা যে ক্রমশঃ লোপ পাইতে আরম্ভ করিল।

বিকার-অবস্থায় অর্দ্ধ-অচেতন-কালে—রোগীকে ডাক্তার "কেমন আছ" "কেমন আছ," এই কথা বারম্বার জিজ্ঞাসিলে, রোগী সেই বিকার-ঘুমের ঘোরে যেরূপ বিকৃতস্বরে "অ্যাঁ—অ্যাঁ—ভাল আছি" উত্তর দেয়, হরিদাস এবার শ্রীমতী বৃন্দাকে সেইরূপ উত্তর দিলেন,—"অ্যাঁ—অ্যাঁ—রাগ করি নাই—অ্যাঁ!"

প্রধান পারিষদ,—প্রভুর এইরূপ অসংলগ্ন উত্তর অথবা উত্তরাভাব দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"আহা! প্রভুর মন-ভৃঙ্গ এখনও দেখিতেছি, সেই রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-মধু পান করিতেছেন। এখনও এক একবার প্রভুর আত্মাটী বৈকুণ্ঠে যাইতেছেন, এবং বৈকুণ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। দশাপ্রাপ্তির পর পুনর্জ্জীবন-লাভ-কালে প্রভুর এইরূপই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। প্রভু গো! এ দাসের প্রতি দয়া করিয়া,—কিছু দিন এই পৃথিবীতে থাকুন। শ্রীহরির পাদপদ্মে এত শীঘ্র লীন হইবেন না।"

হরিদাসের ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। বৃন্দার বাক্য-বাণের প্রথম আঘাতে তিনি জর্জ্জরিত-দেহ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ক্রমশঃ তিনি সামলাইয়া লইলেন। আঘাত প্রথম যত লাগে, তার পর তত লাগে না। অথচ আঘাত একই।

হরিদাস, বৃন্দাকে কহিলেন,—"বড়-বৌ! কি জান্‌লে—মন আমার এ পৃথিবীতে নাই।"

পারিষদ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) প্রভু গো! আপনি যদি এ পৃথিবীতে না থাকেন, তবে আমি কোথায় থাকিব?

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! তুমি ভাই! প্রকৃত সাধু পুরুষ।

হরিদাস আবার অজ্ঞান।

প্রথমতঃ ঠাকুর-পো-রূপ পবিত্র ঐশিক অস্ত্রে বৃন্দা হরিদাসকে অচেতন করিয়াছিলেন। হরিদাসের চেতনালাভের ঈষৎ আশা হইয়াছে দেখিয়া, তার পর, বৃন্দা "রাগ করিয়াছ কি?"

—রূপ পাশুপত-অস্ত্র পরিত্যাগ করেন। তাহাতেও তত ফলোদয় হইবে না, বুঝিয়া,—এই "ভাই"-সম্বোধনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র বৃন্দা, হরিদাসের উপর ছাড়িয়া দিলেন। ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। এইবার চরম প্রীতিরসে ডুবিয়া হরিদাসের দম আটকাইল; সংজ্ঞা লোপ পাইল।

প্রধান পারিষদ বলিয়া উঠিল,—"প্রভুর প্রাণ আবার বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন।"

বৃন্দা। তা ত যাবেই! উনি কি মানুষ? উনি যে দেবতা! ঠাকুর-পোকে একবার হরি-সঙ্কীর্ত্তন শুনাও। হরিনামের গুণে যদি তিনি আবার জাগিয়া উঠেন।

বৃন্দার আদেশ-অনুসারে, সেই প্রধান পারিষদ একেলা খোল খানি বাজাইয়া, গান আরম্ভ করিল। বৃন্দা নীরব হইয়া রহিলেন। নাম-সংকীর্ত্তন থামিবার যেমন উপক্রম হয়, বৃন্দা অমনি বলিয়া উঠেন,—"আর একটী গান ধর।" এইরূপ তিনটী গান শেষ হইলে হরি-

দাসের বিকার কাটিয়া গেল; তিনি উঠিয়া বসিলেন; বৃন্দার সহিত কথা কহিতে সক্ষম হইলেন।

বুদ্ধিমতী বৃন্দা এইবার বুঝিলেন,—ঠিকই হইয়াছে;—তবে কোপ কিছু বেশী বসিতেছে,—উপস্থিত হাল্কা-হাল্কা আল্‌গা কোপ বসানই উচিত। বৃন্দা এবার ঠাকুর-পো সম্বোধন বাদ দিয়া কহিলেন,—"বোধ হয়, তোমার কষ্ট হইয়াছে, দ্বিতলের বারেন্দায় এস।"

হরিদাস। আমার কষ্ট কি? আমার সম্মুখে শ্রীরাধার যুগলমূর্ত্তি রহিয়াছেন,—আমি উঁহাদের পাদপদ্ম দেখিতেছি,—আর অমনি প্রেমে পুলকিত হইতেছি; আমার আনন্দ দশ গুণ বাড়িতেছে!

বৃন্দা। তুমিই সাধু পুরুষ; আমরা মিথ্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তুমি মানুষ নও,—দেবতা।

হরিদাস। আমাকে এমন কথা বলিও না! আমি ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র,—আমার এখনও

চক্ষু, নাসা, কর্ণ, অধর, দন্ত, জিহ্বা সমস্তই রহিয়াছে। আমার দেহে এখনও রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি সমস্তই রহিয়াছে। বড়-বৌ! আমাকে দেবতা বলিও না।

টুপ্ করিয়া কি যেন একটা পতনের শব্দ হইল। হরিদাস চাহিয়া দেখিলেন, সেই নবীনা সহচরী-দ্বয়ের হস্ত হইতে চামর-দ্বয় খসিয়া পড়িয়াছে। সহচরী-দ্বয় পশ্চাৎমুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং কি একটা অব্যক্ত নিনাদ করিতেছে। বৃন্দা তাহাদের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"পোড়া-কপালীদের হাসী একটা রোগ! সুধু সুধু এত হাসি কিসের?"—এই কথা বলিয়াই তিনি নিজে একটু হাসিয়া ফেলিলেন।

হরিদাস। উহারা বালিকা। হাসিবে বৈ কি? হরি-পাদপদ্মে মতি দাও।

বৃন্দা। তবে তুমি এই খানেই থাকিবে কি?

হরিদাস। এ যুগলমূর্ত্তির সম্মুখে আমি

আজ সমস্ত রাত থাকিয়া, জপ করিব,—মানস করিয়াছি।

সমস্ত রাত্রি থাকার কথা শুনিয়া, বৃন্দার ভয় হইল। বৃন্দা কহিলেন,—"রাত্রি এক প্রহর পরে দেবালয়ের দরজা বন্ধ হয়।"

হরিদাস। আচ্ছা, তবে আমি ঘরে গিয়া না হয়,—জপ করিব।

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! কাল সন্ধ্যার সময় একবার এস। এ দুঃখিনী বড়-বৌকে তোমার মনে থাক্‌বে তো?

হরিদাস। (জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া) শ্রীরাধা-কৃষ্ণ! শ্রীরাধাকৃষ্ণ!—তোমাকে আমি ভুলিয়া থাকিব? গোবিন্দ বল মনঃ! তোমার ঘরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদের পাদপদ্মে আমার মনটী পড়িয়াই আছে। আমার দেহ এ বাটী ছাড়া হইলেও, মনটী কখনও এ বাটী ছাড়া হইতে পারে না।

এই কথা বলিয়া হরিদাস ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বৃন্দা দুইটী সহচরীর কাণ

মলিয়া দিয়া,, বলিলেন,—"ফের যদি এ সময়ে হাস্‌বি, তাহা হইলে তোদিকে চাবুক লাগাব।"

অল্পক্ষণ পরে হরিদাস প্রত্যাগমন করিলেন, —বৃন্দাকে বলিলেন,—"বড়-বৌ! একটা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। দেওয়ানজী মহাশয়ের সংবাদ কি? তাঁহার কি অসুখ হইয়াছিল নয়?"

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! সে অনেক গূঢ় কথা। ঐ জন্যই ত কাল তোমাকে আসিতে বলিতেছি। তোমাকে কাল অতি গোপনে সকল কথা বলিব।

হরিদাস। আমি কাল ঠিক্ সন্ধ্যার সময় আসিব।

এই কথা বলিয়া নেড়া হরিদাস দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

বৃন্দা, দ্বিতলের বারান্দায় উঠিলেন। ভাগীরথীর জল-কণা-পূর্ণ সুখময় সমীরণ সেবন করিতে করিতে হারমোনিয়মের সুরের সহিত্ বৃন্দা গান ধরিলেন,—

"সখি! আমায় ধর ধর!
উরু-নিতম্ব-হৃদি-পয়োধর-ভারে—
ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি।
ছিলাম অন্য মনে, বেণু-রব শুনে,
কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে!
উহু মরি মরি!—বাজিছে চরণে,—
নব নব কুশাঙ্কুর!
ঘোরা তিমিরা রজনী, সজনি!
কোথায় না জানি শ্যাম-গুণমণি!
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী,—
কাল হইল মোর!—"
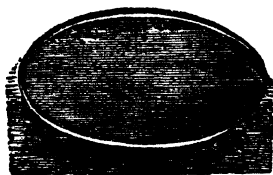
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে সন্ধ্যার পর হরিদাস,—হরিনাম করিতে করিতে শ্রীবৃন্দার বাটীতে দ্বিতলের বারান্দায় উপনীত হইলেন। আজ হরিদাসের বড় বিমর্ষ-ভাব। মুখটীকে কেমন তিনি শুষ্ক করিয়া রাখিয়াছেন। কেমন যেন গভীর শোক তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। হেঁট মুণ্ডে নীরবে তিনি হরিনামই করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী বৃন্দা হরিদাসের স্ফূর্ত্তিহীন মলিন মুখখানি দেখিয়া ভাবিলেন,—"এ আবার আজ নূতন ঢঙ দেখিতেছি।" মনে মনে হাসিয়া, প্রকাশ্যভাবে কহিলেন,—"ঠাকুর-পো! আজ তোমার এমন ম্লান মুখ দেখিতেছি কেন?"

হরিদাস,—হরিনাম করিতে করিতে ধীর-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন,—"বড়-বৌ! পথে আসিতে আসিতে আজ একটী দুঃসংবাদ শুনিয়া আসিয়াছি। সে অবধি মনটী যে

কিরূপ খারাপ হইয়াছে, তাহা বলিয়া কি জানাইব?”

বৃন্দা। কি কথা ঠাকুর-পো,—বল না?

হরিদাস। সে কথা বলিবার নহে, সে কথা স্মরণ করিলেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠে। আহা! তিনি একজন পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন,—তেমন লোকটী আর দেখিতে পাইব না।

হরিনাম করিতে করিতে হরিদাস উত্তরীয় বসন দ্বারা মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! তোমার কান্না দেখিয়া আমার কান্না পাইতেছে। বল ঠাকুর-পো! কি হইয়াছে।

হরিদাস। বড়-বৌ! সে দুঃসংবাদের কথা আমি তোমাকে কেমন করিয়া বলিব? হা রাধারমণ! তুমি এই দুঃসংবাদ বড়-বৌকে দিবার জন্য আমাকে কি দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছ? হা! শ্রীনন্দের নন্দন! আমার ভাগ্য-লিপিতে কি এই লিখিয়াছিলে!

আমাকেই কি এই দুঃসংবাদটী শ্রীমতী বৃন্দাকে শুনাইতে হইবে? (উত্তরীয় বসন দ্বারা মুখ ঢাকিয়া পুনরায় ক্রন্দন)

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! তুমি কাতর হইও না। তোমার কাতরতা দেখিয়া, আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। ঠাকুর-পো! তুমি যদি শীঘ্র আমাকে ঐ কথাটী না বল, তাহা হইলে বুঝিব, তুমি আমাকে পর ভাবিতেছ। ঠাকুর-পো! আর কাঁদিও না, চুপ কর। তোমার কান্নাতে আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি।

হরিদাস। বড়-বৌ! সে কথা আর কি বলিব! আজ আস্‌তে আস্‌তে পথে শুনে এলাম, দেওয়ানজী আর এ সংসারে নাই! তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

এই কথা বলিয়াই, হরিদাস উচ্চরবে—হা হা করিয়া শ্রীমতী বৃন্দার উরুপ্রান্তে পতিত হইয়া, মূর্চ্ছিত হইলেন।

বুদ্ধিমতী শ্রীমতী বৃন্দা, মনে মনে হাসিয়া, "হায় কি হইল!"—"হায় কি হইল"—ইত্যাকার

ধ্বনি করিয়া, হরিদাসের মাথাটী আপনার উরুদেশে তুলিয়া লইলেন!

মূর্চ্ছিত হরিদাস মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"আমার অদৃষ্টে এ বয়সে যে, এত সুখ ছিল, তাহা আমি জানিতাম না। বুদ্ধিমান্ বলিয়া আমার অহঙ্কার ছিল। শ্রীমতী বৃন্দা যে আমাকে এত ভাল বাসে,—আমার সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইতে চায়, তাহা আমি এত দিন বুঝিতে পারি নাই। আমি কি মূর্খ!"

অল্প ক্ষণ বাতাস করিবার পর,—চোখে এবং মুখে অল্প পরিমাণে জল দিবার পর,—হরিদাসের মূর্চ্ছা এবার সহজেই ভাঙ্গিল। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর, হরিদাস জিহ্বা কাটিয়া যেন একটু সলজ্জভাবে বৃন্দার উরুদেশ হইতে মাথা তুলিয়া লইলেন,—বলিলেন,—"একি! তুমি এত কষ্ট করিতেছ কেন?" (ক্রন্দনের সুরে) "বড়-বৌ! এ সংসারে আমার আর থাকিতে ইচ্ছা নাই। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পাদপদ্মে মতিটী রেখে, এখন আমি মরিতে পারিলেই মঙ্গল।"

বৃন্দা। সে কি ঠাকুর-পো! অমন কথা তুমি মুখে এনো না। তুমিই আমার এখন একমাত্র রক্ষক।

এই "রক্ষক" কথাটী হরিদাসের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, কেবল মধু ঢালিতে লাগিল। হরিদাস কহিলেন,—"দেওয়ানজীর মৃত্যুর কথা শুনিয়া অবধি, আমাতে আর আমি নাই। তিনি অতি সাধু ব্যক্তি ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার এরূপ মৃত্যু ঘটিবে, তাহা ভাবি নাই। সকলই শ্রীহরির লীলা। রাধাবল্লভ হে! তুমি আমাকেও লইয়া চল।"

এই স্থলে দেওয়ানজী-সম্বন্ধিনী নানা কথা বলিয়া হরিদাস বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী বৃন্দাও বিলাপের এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, হরিদাসের বিলাপের সহিত আপন বিলাপের সম্যক্‌রূপে যোগদান করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে উভয়ের বিলাপ একত্র এক সঙ্গে একই সময়ে শেষ হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস। বড়-বৌ! কবে কিরূপে দুর্ঘটনা ঘটিল,—বলুন্ দেখি।

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! আজ দশ দিন হইল, আমি এই দুঃসংবাদ পাইয়াছি। কত কাঁদিলাম-কাটিলাম,—একবার ভাবিলাম, আমিও আর এ পাপ-সংসারে থাকিব না।

হরিদাস। তাও কি কখন হয়! রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি তুমি স্থাপন করিয়াছ,—ইহাদেরই সেবায় তুমি জীবন যাপন কর। আচ্ছা বড়-বৌ! কোথায় তাঁহার দেহ-ত্যাগ ঘটিল?

বৃন্দা। ৺শ্রীবৃন্দাবনে।

হরিদাস। কিরূপে তুমি জানিলে?

বৃন্দা। শেষ দুই মাস কাল দেওয়ানজী মহাশয়ের কোন সংবাদই পাই নাই,—আমার বড় ভাবনা হইল। আমি বৃন্দাবনের ব্রজবাসীকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিলেন,—"দেওয়ানজী এখান হইতে অন্যান্য তীর্থ-দর্শনের নিমিত্ত অনেক দিন হইল চলিয়া

গিয়াছেন। জ্বালামুখী পর্য্যন্ত তিনি যাইবেন বলিয়াছিলেন।" ব্রজবাসীর নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া আমি দেওয়ানজীর উদ্দেশে,—নানা তীর্থের পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট পত্র লিখিলাম। সদুত্তর কোন স্থান হইতেই পাইলাম না। নানারূপ ভাবিতেছি, এমন সময় দারুণ দুঃসংবাদ আসিল। শেষে বৃন্দাবনের ব্রজবাসীর নিকট হইতে যে পত্র পাইলাম, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে,—"আজ দুই দিন হইল, দেওয়ানজী মহাশয় এখানে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন,—অনেকরূপ চিকিৎসা করান হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।"

হরিদাস। পত্রখানি কি ডাকে রেজেষ্টারী করিয়া আসিয়াছিল?

বৃন্দা। না,—এই দু-পয়সার টিকিট দিয়া যেরূপ পত্র আসে, সেইরূপ আসিয়াছিল।

হরিদাস। পত্রখানি কাহার হাতের লেখা? কোন পরিচিত ব্যক্তির হাতের লেখা ত?

বৃন্দা। আমাদের ব্রজবাসীর যে মুহুরী বাঙ্গালায় পত্র লিখিয়া থাকে, এই পত্রখানি তাহারই হাতের লেখা। এই দেখুন না কেন, —সেই পত্রখানি।

ইঙ্গিতমাত্র তৎক্ষণাৎ গজদন্ত-নির্ম্মিত হীরক-খচিত একটী বাক্স আসিল। বৃন্দা বাক্স খুলিয়া, পত্রখানি নেড়া হরিদাসের হাতে দিল। হরিদাস নিবিষ্টচিত্তে পত্রখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। খামের উপর শিরোনামাটী দেখিলেন। তার পর টিকিটের উপর বৃন্দা-বন-নামাঙ্কিত ডাকঘরের শীল-মোহরটীও দেখি-লেন,—বলিলেন,—"তাই তো বটে!—অহঃ-হঃ! কি দুর্দ্দৈব!"

বৃন্দা। দেখ ঠাকুর-পো! আমি আর এসংসারে থাকিতে চাহি না। আমি প্রথমতঃ তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব। শেষে বৃন্দাবনবাসিনী হইব। এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা রহিল,—আর তুমি রহিলে;—তোমারই উপর ভাই! সমস্ত ভার থাকিল।

হরিদাস। বড়-বৌ! তুমি শোক করিও না। একটু স্থির হও। হঠাৎ এত উতলা হওয়া উচিত নহে।

বৃন্দা। না,—ঠাকুর-পো!—এ সংসারে আমার আর মন টিকিতেছে না। এই বিষয়ের পরামর্শের জন্য তোমাকে আজ এত জেদ করিয়া আসিতে বলিয়াছিলাম। তুমি কি আমার কথা শুনিবে না?

হরিদাস। আমি তোমার কথা শুনিব না,—ইহা কি কখন সম্ভব হয়? বড়-বৌ! তুমি বল আমাকে কি করিতে হইবে;—আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ দিয়া সে কার্য্য উদ্ধার করিব।

বৃন্দা। আমার এই জমিদারী এবং অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাকে লইতে হইবে!

হরিদাস। দেখ বড়-বৌ!—আমি আর এ সংসারের কোন ঝঞ্ঝাটে থাকিতে ইচ্ছা করি না,—যে কটা দিন বাঁচিব,—কেবল হরি নাম

করিয়া, সে কটা দিন কাটাইব,—ইহা মনে করিয়াছি।

বৃন্দা। তা হলে আমার দশা কি হইবে? তোমা ভিন্ন এদেশে উপযুক্ত লোক আর দেখিতে পাই না,—কার্য্যদক্ষ লোক পাইলেও, এমন ধার্ম্মিক লোক ত এদেশে আর নাই। আমি এইরূপ মতলব করিয়াছি,—এই সমস্ত বিষয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার জন্য, তোমার নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়া যাইব;—তুমি সেবায়ত নিযুক্ত হইবে। আমাকে জীবনধারণের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা দিলেই হইবে।

হরিদাস। এক শত কেন?—তুমি মাসিক পাঁচ শত টাকা লইবে।

বৃন্দা। না-না,—এত অধিক টাকায় আমার আবশ্যক নাই! তীর্থভ্রমণ জন্য এবং প্রাণধারণ জন্য এক শত টাকা মাসিক্ হইলেই, আমার যথেষ্ট হইবে!

হরিদাস। বিষয়ের সর্ব্ব রকমে আয় কত হইবে?

বৃন্দা। সর্ব্ব-রকমে বার্ষিক আয়,—৩২ হাজার টাকার কম নহে।

হরিদাস। নগদ টাকা কিছু আছে কি?

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! তোমাকে কিছুই গোপন করিব না,—নগদ কিছু কম সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আছে। ঠাকুর-পো! দেবসেবার জন্য এ সমস্তই আমি তোমার হাতে দিয়া যাইব।

হরিদাস। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) বড়-বৌ! অমন কথা আমাকে বলিও না,—আমি টাকা স্পর্শ করি না,—দর্শনও করি না। পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।

বৃন্দা। তবে আমার উপায় কি হইবে?

হরিদাস। এত তাড়াতাড়ি বৃন্দাবন যাইবার দরকার কি? বড়-বৌ! তোমার ত বয়স বেশী হয় নাই। দিনকতক এখানে থাকিয়া রাধা-কৃষ্ণের সেবা কর,—হরিপ্রেম শিক্ষা কর,—রাসপঞ্চাধ্যায়-ব্যাখ্যা শ্রবণ কর,—প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবা কর,—তাহা হইলেই তোমার এ ক্ষুদ্র স্থানেই উদ্ধার-সাধন এবং মুক্তি হইবে।

বৈষ্ণব পুরুষমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ——স্ত্রী-মাত্রেই গোপিকা। মনের প্রীতি থাকিলে, সর্ব্বত্রই শ্রীবৃন্দাবন। ইহার পর, সেই মথুরাজেলার অন্তর্গত যমুনাতটবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবন যাইতে হয়, যাইও।

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! সেই শ্রীবৃন্দাবন ভিন্ন কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সেই বৃন্দাবন জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি,—সে বৃন্দাবন কি আমি ছাড়িতে পারি? তুমি আর আমাকে বাধা দিও না। বৃন্দাবন যাইবার সমস্তই ঠিক করিয়াছি,—এখন তুমি আমার "বিষয়ের" ভার লইলেই হয়।

হরিদাস। (মাথা চুলকাইতে, চুলকাইতে) বিষয়ে আমি বিরত। আচ্ছা, আমি একটী উপযুক্ত লোক ঠিক করিয়া দিতেছি, তাহাকেই কেন বিষয়ের ভার দাও না?

বৃন্দা। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, উপযুক্ত লোক হয় ত মিলিতে পারে, কিন্তু ঠাকুর-পো! তোমার মত ধার্ম্মিক লোকটী ত

কোথাও খুঁজিয়া পাইব না। তোমাকেই যে আমার বিশ্বাস।

হরিদাস। হরি হে! রক্ষা কর। বড়-বৌ! আমি অধম—আমি কৃমি-কীট।

বৃন্দা। তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

হরিদাস! আমি হরিনাম ভিন্ন আর কিছুই জানি না—কেমন করিয়া এ অতুল সম্পত্তির আমি ভার লইব। বিশেষ, আমি টাকা দেখি না—এবং স্পর্শ করি না

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! তোমাকে নিজে কিছুই করিতে হইবে না,—তোমার নামে আমি সমস্ত বিষয় লেখা-পড়া করিয়া দিব,—নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকাও তোমাকেই দিব।—তুমি নিজে যদি টাকা স্পর্শ না কর, তবে তোমার এক্‌তারি কোন লোকের জিম্মায় সে টাকা রাখিয়া দিবে; তুমি উপযুক্ত লোক রাখিয়া, সমস্ত কার্য্য চালাইয়া লইবে। এই দেখ, ঠাকুর-পো! সমস্ত লেখা-পড়া ঠিক

করিয়াছি ; কেবল তোমার নামটী বসাইতে বাকি আছে।

হরিদাস। অ্যাঁ অ্যাঁ—বল কি?—বল কি?—দেখি, লেখা-পড়াটী কৈ? হরি পার কর।

বৃন্দা,—সেই গজদন্ত-নির্ম্মিত বাক্স হইতে একটী খসড়া লেখা-পড়া বাহির করিয়া, হরিদাসের হাতে দিলেন। হরিদাস সে লেখা-পড়ার বিষয় অবগত হইয়া, চমকিত হইলেন। তাঁহার বুক গুর-গুর করিয়া উঠিল। এই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক হইয়াছেন দেখিয়া হরিদাস কেমন যেন হইয়া গেলেন,——মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"অ্যাঁ—বড়-বৌ! তুমি আবার আমাকে সংসার-নরকে ডুবাইতে বসিয়াছ!—আমাকে ক্ষমা কর।"

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! আমার মাথার দিব্য তোমাকে এ ভারটী লইতেই হইবে।

হরিদাস। বড়-বৌ! যখন তুমি মাথার দিব্য দিলে, তখন আর উপায় কি আছে?

আচ্ছা, আমি ভার লইতে রাজী হইলাম,—কিন্তু পরের দ্বারা,—অর্থাৎ কর্ম্মচারী রাখিয়া আমাকে কাজ করিতে হইবে,—আমি নিকায়ের দায়ী হইতে পারিব না।

বৃন্দা। (হাসিয়া) সে অবিশ্বাস কি তোমার প্রতি আমার আছে? আমি স্পষ্ট লিখিয়া দিব,—নিকাষের দায়ী তোমাকে আমি করিব না। আর আমি মরিয়া গেলে,—ইহা ত সব তোমারই হইবে,—তখন নিকাষ লইবে কে?

হরিদাস। (জিহ্বা কাটিয়া) ছি! ছি! ছি!—এ সম্পত্তি "আমার হইবে,"—বড় বৌ! এ কথা তুমি কেন বলিলে?—বিষয় সম্পত্তিকে আমি তৃণজ্ঞান করি।

বৃন্দা। হাঁ হাঁ,—তা বটে বটে! আমার ভুল হইয়াছিল। আর একটী কথা,—আমার দুইটী অল্প-বয়স্কা সহচরী আছে,—সে দুইটীরও ভার তোমাকে লইতে হইবে।

হরিদাস। সে অতি সহজ। তাঁহাদিগকে

পবিত্র বৈষ্ণবপ্রেম শিখাইব,—আর বৈষ্ণবের সেবা করিতে শিখাইব।

বৃন্দা। আরও বিশেষ অনুরোধ,—আমার একটী পোষা টিয়া পাখী আছে,—

হরিদাস। সে কথা কিছু বলিতে হইবে না,—পাখীটীকে আমি নিজে রাধাকৃষ্ণের বুলি পড়াইব।

বৃন্দা। আর—একটী কথা,—আমার একটী তুধে বিড়াল আছে,—

হরিদাস। তার জন্য চিন্তা কি? বিড়াল-টীকে নিরামিষাশী করিয়া, সর্ব্বদা আমার নিকট রাখিব। কৃষ্ণ কথা কাণে গেলেই, তাহার বিড়াল-জন্ম হইতে, সে উদ্ধার পাইবে।

বৃন্দা। আর একটী অনুরোধ আছে। মধ্যে মধ্যে ৺ বৃন্দাবনে গিয়া, আমার সহিত তোমাকে দেখা করিতে হইবে। সাধু-দর্শন আমি বড় ভালবাসি। বৎসরের মধ্যে ৫।৬ বার বৃন্দাবন গেলেই হইবে।

হরিদাস। আমারও ত ঐ ইচ্ছা। শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন করিতে কে না চায়?

বৃন্দা। তোমার নিকট শ্রীবৃন্দাবনে আমি প্রেমশিক্ষা করিব, মনে করিয়াছি।

হরিদাসের দেহ কণ্টকিত হইল। হরিদাস ভাঙ্গা-ভাঙ্গাস্বরে কহিলেন,—"সকলি শ্রীরাধারমণের ইচ্ছা। দীনবন্ধু হে! এখনি আমায় বৃন্দাবনে লইয়া চল।" এই কথা বলিয়া হরিদাস বৃন্দার মন বুঝিবার জন্য কহিলেন, —"বড়-বৌ! আজ আমি চলিলাম,—কাল আসিব।"

বৃন্দা। আমার আর একটী অনুরোধ আছে।

হরিদাস। কি? কি? বল বড়-বৌ বল।

বৃন্দা। আজ রাত্রে এইখানেই বাস কর, শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভোগের প্রসাদ সমস্তই প্রস্তুত। বিশেষ, কল্য প্রাতেই লেখাপড়া ষ্ট্যাম্প-কাগজে উঠিবে,—হুগলী হইতে গুণসিন্ধু মোক্তার প্রাতেই আসিবেন,—একজন উকীলও আসিবেন। হুগলীর সেই বড়-উকীল ঈশানচন্দ্র বাবু

লেখাপড়া দেখিয়া দিয়াছেন। ঠাকুরপো! আজ এইখানেই রাত্রিবাস কর।

হরিদাস। না—না,—আজ থাক, কাল প্রাতেই আসিব।

বৃন্দা। কেন—এখানে থাকিলে, তোমার গিন্নি কি রাগ করিবেন?

হরিদাসের দেহ আবার কাঁপিয়া উঠিল। হরিদাস কহিলেন,—"আচ্ছা, আমি থাকিব। হরিপ্রেম প্রসঙ্গে রাত্রি কাটাইব।"

হরিদাসের যোড়শোপচারে আহার হইল। বাহিরের বৈঠকখানায় তাঁহার শয়নের স্থান হইল। বৃন্দা অন্দরের দ্বারবন্ধপূর্ব্বক, এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে একাকিনী শয়ন করিয়া রহিলেন।

সে রাত্রি হরিদাসের ঘুম হইল না। কেবল তিনি আই-ঢাই ছট-ফট করিতে লাগিলেন। গভীর নিশীথে সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকায়, কোথায় কি একটু শব্দ হয়, আর হরিদাস মনে করেন, বৃন্দা তাঁহাকে ডাকিতে

আসিতেছেন। বিড়াল বা অন্য কোন জন্তু পদশব্দ করে, হরিদাস ভাবেন,—"ইহা বুঝি বৃন্দার পদ-শব্দ। বৃন্দা ঐ বুঝি আমার নিকটবর্ত্তিনী।" হরিদাস আরও ভাবিতে লাগিলেন,—"কেন বৃন্দা আমাকে অদ্য তদীয় ভবনে নিশি-যাপন করাইলেন? আমাকে একান্ত ভাল বাসেন বলিয়া কি? তাই বটে! কিন্তু ভালবাসবার প্রকৃত লক্ষণ কৈ? না, ভালবাসাই বটে,—নহিলে, বার্ষিক বত্রিশ হাজার টাকা আয়ের বিষয়,—নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আমাকে দিবেন কেন?—এই দেখুন না কেন,—পাছে লেখাপড়াটী কাঁচা হয়, সেই জন্য হুগলীর বড়-উকীল ঈশান বাবুকে দিয়াও, বৃন্দা এ লেখাপড়া সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। আমার উপর বৃন্দার কেমন একটা দৃষ্টি পড়িয়াছে। বৃন্দা,—বৃন্দাবন-বাস করিলেও, আমাকে ছাড়া থাকিতে পারিবে না। (ভাবিতে ভাবিতে সেই গভীর রাত্রে হরিদাস পুলকপূর্ণ হইয়া, কখন-কখন কেমন

একটু মুচকি হাসিতে লাগিলেন।) এখন আমি লেখাপড়ার পরদিন হইতেই,—এই সম্পত্তির একটী নূতন বন্দোবস্ত করিব,—শুনিয়াছি, বৃন্দার কোন কোন জমীদারিতে চারি আনা করিয়া বিঘা আছে। আমি অন্তত ২৲ টাকা করিয়া বিঘা করিব। এক বৎসর মধ্যে আয় লক্ষ টাকার উপর হইবে। নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় হাত দেওয়া হইবে না,—ধার চাহিলে, কাহাকেও দিব না। আচ্ছা, সেই টাকায় কোম্পানীর কাগজ করিয়া রাখিলে ক্ষতি কি?

ভাবনায় হরিদাসের ঘুম হইল না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই। প্রভাতে উঠিয়াই, হরিদাস হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে গেলেন। হরিদাস কাহারও প্রতি কিছুই আদেশ করেন নাই; অথচ দুই জন চাকর তেল-গামছা, তিলকমাটী ও বস্ত্র লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। হরিদাস,—চাকরযুগল দেখিয়াই চমকিলেন। বলিলেন,—"কেন বাপু! তোমরা আমার সঙ্গে আসিতেছ?" ভৃত্যদ্বয় কহিল,—"আমরা আপনার চাকর,—আপনি আমাদের মা-বাপ।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে,—এমন সময় একজন দীর্ঘকায়, পাকাদাড়ী, বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ ঈষৎ দ্রুতপদে আসিয়া হরিদাসের পায়ে লুটাইয়া পড়িল; বলিল,—"হুজুর! আমাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

হরিদাস। পা ছাড়ো,—পা ছাড়ো,—তোমার কি হয়েছে?

দ্বারবান্। হুজুর! আপনি ক্ষমা না করিলে আমার ছেলে-পিলে না খেতে পেয়ে, ম'রে যাবে। দোহাই হুজুর! মাপ করুন। এ গোলামের অপরাধ লইবেন না।

এ বৃদ্ধটী বৃন্দার বাড়ীর প্রধান দ্বারবান্,—বৃদ্ধ বয়সে এ ব্যক্তি জমাদারী-পদ পাইয়াছে। এই দ্বারবান্ই আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হরিদাসকে বৃন্দার বাটী ঢুকিতে দেয় নাই; এবং হরিদাস ফটক হইতে "বড়-বৌ, বড়-বৌ" করিয়া ডাকিলে, এ ব্যক্তিই চেঁচাইতে নিষেধ করিয়াছিল। এখন এই বৃদ্ধ বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে,—হরিদাসই এ বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছেন,—বৃন্দা সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া, শীঘ্রই বৃন্দাবনবাসিনী হইবেন,—তাই এই বৃদ্ধ দ্বারবান্, নূতন আমলে আপন চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য, হরিদাসের পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়াছে।

হরিদাস থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন,—এ কি? এখনও ষ্ট্যাম্প-কাগজে লেখাপড়া

উঠে নাই,—এখনও তাহাতে বৃন্দার দস্তখত হয় নাই,—এখনও বৃন্দা আমাকে তাঁহার সমস্ত বিষয় হাতে হাতে সঁপিয়া দেন নাই;—এখনও আমি কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করি নাই, অথচ চাকর-দ্বারবান্ প্রভৃতি আমার এত আজ্ঞাবহ হইয়া উঠিয়াছে,—গোলামের ন্যায় কার্য্য করিতেছে,—আমার মন বুঝিয়া আমার সঙ্গে যাইতেছে। বোধ হয়, বৃন্দা রাত্রে ভৃত্য-বর্গকে বলিয়া থাকিবেন,—"এখন ঠাকুর-পোই এ বাটীর কর্ত্তা হইলেন, আমি ত শীঘ্রই বৃন্দাবন যাইতেছি।"

এইরূপ স্থির করিয়া, হরিদাস খুব গম্ভীর ভাব ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"পা ছাড়ো,—কোন চিন্তা নাই। আমা কর্ত্তৃক কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।"

দ্বারবান্ পা ছাড়িল,—এবং ভগবানের নিকট হরিদাসের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিল।

হরিদাস গম্ভীর ভাবে গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন। সেই দীর্ঘাকার দ্বারবান্‌টীও,—হরি-

দাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। হরিদাস পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—সেই দ্বারবান্‌টী এখনও তাহার পিছু ছাড়ে নাই; বলিলেন, আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে না,—ফটকে গিয়া বসিয়া থাক।”

দ্বারবান্। (যোড় হাতে) হুজুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য; আপনি একা গঙ্গাস্নানে যাইতে-ছেন,—তাই আমি রক্ষকস্বরূপ আপনার সঙ্গে যাইতেছিলাম।

হরিদাস। আমার রক্ষক সেই শ্রীহরি। তুমি বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্যে মন দাও;—দেখিও, যেন একটী সামান্য জিনিষও নষ্ট বা চুরি না হয়।

দ্বারবান্। যো-হুকুম! হুজুর! খোদাবন্দ!

এই কথা বলিয়া দ্বারবান্ একটি বৃহত্তর সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

হরিদাস গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। জলে নামিবার উপক্রম করিতেছেন,—মুখে “হরি-হরি, গঙ্গা-গঙ্গা” বলিতেছেন এবং গঙ্গা

মৃত্তিকা লইয়া বক্ষে এবং কপালে দিতেছেন, —এমন সময়ে,—সেই লবঙ্গমঞ্জরী মালিনী,—ফুলের সাজি হাতে লইয়া,—হরিদাসের কাছে আসিল। সেই কাদার উপর মাথা নোয়াইয়া মালিনী হরিদাসকে প্রণাম করিল।

হরিদাস জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে?"

মালিনী। মাঠাকুরাণীর মালিনী।

হরিদাস। আহা! তোমার ফুলগুলি অতি উত্তম। রাধাকৃষ্ণের সেবার উপযুক্ত। এই ফুলগুলি তুমি আমাকে দিতে পার? ইহার মূল্য যাহা হইবে, তুমি আমার গৃহে গিয়া লইবে।

মালিনী। (জিহ্বা কাটিয়া) সে কি কথা! ফুল যে আপনারই। এই ফুল আপনার, এই ফুলের মালা আপনার, এই সাজি আপনার, যে গাছে ফুল ফুটে, সে গাছ আপনার, ফুলের বাগানটীও আপনার, আর আমিই বা কার? আমি ত আপনারই খেয়ে মানুষ।

হরিদাস। এ বাটীতে কত দিন তুমি ফুল যোগাইতেছ!

ম্যালিনী। ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি, সাত পুরুষ আমরা এ বাটীতে ফুল যোগাচ্ছি। আমি ছেলে-বেলায় ঠাকুরদার সঙ্গে ফুল দিতে আসিতাম। তার পর, বাবার সঙ্গে আসিয়া ফুল দিতাম। তার পর নিজে আজ পঁচিশ বৎসর ফুল যোগাইতেছি! এখন আমার বয়স হয়েছে,—আমি ত আর সব দিন ফুল দিতে আসিতে পারি না। আমার মেয়েটী এখন ফুল দিতে আসে। তবে সে ছেলে-মানুষ,—দুধের ছেলে। পথে ঘাটে একেলা তাকে যেতে দিতে আমার ভয় হয়। এই আশ্বিন মাসে সবে সে সতর বৎসরে পড়েছে! তাই আমি এক এক দিন তার সঙ্গে ফুল যোগা-ইতে বাহির হই।

হরিদাস। আজ তোমার সঙ্গে তোমার মেয়েটী এসেছেন কি? তোমার এ বয়সে কষ্ট করে না এলেই হ'তো।

মালিনী। ওরে বাপ রে! আমি কি তা পারি? আপনি আজ আমাদের রাজা হয়েছেন,—আমার মেয়ে এসে কি-কথা বলিতে, কি-কথা ব'লে ফেলতো; আর আমাদের অন্নটী মারা যে'ত। আমার মেয়েটীর বড়ই লজ্জা! কারু সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে পারে না!

হরিদাস। স্ত্রীলোকের লজ্জা থাকা খুব ভাল। আহা তোমার মেয়েটীকে আমি হরি-কথা শিখাব, হরি-প্রেম শিখাব, এবং যুগল-রসের রসিক করিব,—মনে করেছি।

মালিনী। মেয়েটীর সমস্ত ভারই আপনার উপর। আপনি আমাদের ভূ-স্বামী রাজা। আমার মেয়েকে আপনি যা শিখাবেন, তাই সে শিখিবে। আমি ত আর বেশী দিন বাঁচবনা। মেয়েটীকে আপনার হাতে স'পে দিয়ে যাব।

হরিদাস। এ ফুলের তোড়াটী কে বাঁধিল? অতি চমৎকার হ'য়েছে।

মালিনী। আমি ত আর কিছু কাজ-কর্ম্ম করিতে পারি না ; মেয়েই আমার সব ক'রে। সকল কাজেই সে মজবুত!

হরিদাস। আহা! কিছু দিন সে বাঁচিয়া থাকুক। তার হাতের মালায় এবং তোড়ায় কিছু দিন আমি হরিসেবা করিব,—মনে করিতেছি।

মালিনী। (ক্রন্দনের স্বরে) সেকি আমার আর বাঁচবে! এই এক-মাতা চুল তার পায়ের গাঁটের কাছে এসে পড়েছে,—যেন মেঘ খেল্‌ছে। রং যেন সোণার চাঁপা,—ফেটে পড়েছে। এই পটল চেরা চোখ,—দুটি কাণে এসে ঠেকেছে। এই যোড়া ভুরু,—এই বাঁশীপানা নাক! আর কি বলবো! সে কি আমার বাঁচবার মেয়ে! সে যে আমাকে ছল্‌তে এসেছে। (মালিনী ক্রন্দন)

হরিদাস। মালিনি! তুমি কেঁদ না, কেঁদ না! তোমার মেয়ের জন্য কোন ভাবনা নাই। আমার দ্বারা তার সদ্‌গতি হবে।

মালিনী (কাঁদিতে কাঁদিতে) সে কথা আর কি বল্‌বো! বিয়ের পর তিনটী দিন যেতে-না যেতে, মেয়ে আমার বিধবা হ'ল! সেই অবধি মেয়েটী আমার ফুলের গাছে জল দেয়, ফুল তুলে, মালা গাঁথে আর তোড়া বাঁধে। এ ভিন্ন সে কিছুই জানে না, কিছুই করে না,—আমি দিব্বি করে বল্‌তে পারি। (মালিনীর ক্রন্দন)

হরিদাস। তুমি কেঁদো না; তোমার মেয়ের আর ভাবনা কি আছে? যে রকম তার মতি-গতি শুন্‌ছি, শীঘ্রই সে হরি-সেবা কর্‌তে শিখবে। এখন বেলা হলো, আমি স্নান করি; সাজিশুদ্ধ ফুলগুলি তুমি এখানে রেখে যাও।

মালিনী হরিদাসকে আর একটী প্রণাম করিয়া, প্রস্থান করিল; গৃহে গেল না, গঙ্গার তীরে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য দিন গঙ্গাস্নান শেষ করিতে হরিদাসের যত সময় লাগে, অদ্য তাহার দ্বিগুণ সময় লাগিল। পূজা, জপ, দেহে তিলক-আদি অঙ্কন, স্তোত্রাদি পাঠ,—এই সকল মঙ্গলময় কার্য্য করিতে প্রায়, আট-টা বেলা হইল। তৎপরে মধুর কণ্ঠে "হরি-বোল হরি-বোল" ধ্বনি করিতে করিতে হরিদাস তীরে উঠিলেন। তীরে জনতা দেখিয়াই, তিনি অবাক্। নাপতিনী, গোয়ালিনী, মুদি, কুমার, কামার, কলু, ধোপা, বারুই, ময়রা, ছুতার প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক তীরে সমবেত। হরিদাসকে দেখিয়াই তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সকলে এক কণ্ঠে বলিল,—"দে-মহাশয়ের জয় হউক!" দে-মহাশয়ের জয় হউক।" হরিদাস পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমরা কে?" তাহারা এই মর্ম্মে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, আমরা

আপনার প্রজা;—আপনার ছেলে। খিদে পেলেই ছেলে বাপের কাছে আসে।” হরিদাস এ কথার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, —“আচ্ছা, তোমাদের কোন চিন্তা নাই; আমি তোমাদের ভাল করিব।”

হরিদাস হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আর প্রায় দুই শত লোক হরিদাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।” মধ্যে মধ্যে ধ্বনি হইতে লাগিল,—“জয় দে-মহাশয়ের জয়, জয় রামরাজত্বের জয়!” হরি-দাসের দেহে কাঁটা দিতে লাগিল। অনেক ব্রাহ্মণ, হরিদাসের প্রশংসাসূচক সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া হরিদাস যেন কোন এক রকম হইয়া গেলেন। কাহাকে কি উত্তরে সম্ভাষণ করিবেন, তাহা তিনি ভাল ঠিক করিতে পারিতেছেন না। “আচ্ছা তাই হবে”,—“তোমার কোন মন্দ করিব না”, —তোমার খুব ভাল করিব”—“শ্রীহরি

তোমাকে রক্ষা করিবেন,”—ইত্যাদি নানা কথা নানা লোককে তখন তিনি কহিতে লাগিলেন। কথা সংলগ্ন হইতেছে, কি অসংলগ্ন হইতেছে, ইহা ঠিক করিতে না পারিয়া, মধ্যে মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল।

হরিদাসের আজ বড় সঙ্কট-কাল উপস্থিত। এমন সঙ্কটে কেহ কখন পড়িয়াছেন কি? হঠাৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে বার্ষিক বত্রিশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী লাভ এবং তৎসঙ্গে নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লাভ,—কখন কাহারও অদৃষ্টে ঘটিয়াছে কি? যদি ঘটিয়া থাকে, তবে তিনিই বুঝিতে পারিবেন,—হরিদাসের চিত্ত এখন কিরূপ চঞ্চল, বিকল, বিক্ষিপ্ত এবং উদ্‌ভ্রান্ত। সুখের ক্ষীরোদসাগরে ভাসিয়া, হরিদাসের যে আজ কি কষ্ট হইতেছে, ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন তাহা অনুভব করিতে অন্য কেহ সক্ষম নহে।

হরিদাস ভাবিতে লাগিলেন,—“বৃন্দার যে

এত পসার প্রতিপত্তি, এত শাসন-শক্তি, আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার যে এত ঐশ্বর্য্য, এত প্রভাব, এত যশ, তাহাও পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আর বৃন্দা যে এত সুশীলা, সংস্বভাবান্বিতা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী, তাহাও পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। বৃন্দা যে এত গুণবতী, এরূপ পরোপকারব্র-ত-ধারিণী এবং এরূপ সদ্বুদ্ধিসম্পন্না, তাহাও পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই।

"আর বৃন্দা আমাকে কেমন সুনজরে দেখিয়াছেন! আমা ভিন্ন গতি নাই, বিষয়-রক্ষণাবেক্ষণের উপায় নাই বলিয়া কি, বৃন্দা আমায় এরূপ ভালবাসিয়াছেন, না,—তাঁহার এই ভালবাসাটী অহেতুক, নিষ্কাম এবং অকৃত্রিম? চোখের প্রীতি,—নয়নতারার ভালবাসা,—সে এক রকম শাস্ত্রে আছে। কোন কারণ নাই, অথচ একটী স্ত্রীলোক,—পর-পুরুষকে দেখে, আর অমনি তৎক্ষণাৎ ভালবাসিয়া ফেলে। কিন্তু আমার প্রতি বৃন্দার ভালবাসা অকারণও

বটে; সকারণও বটে; তাই এ ভালবাসার এত জমাট। প্রথমতঃ বৃন্দা চোখের দেখা দেখিয়া হঠাৎ আমাকে ভালবাসিয়া ফেলে। তার পরে, বৃন্দার এই অকারণ ভালবাসার উপর সকারণ ভালবাসায় যোগ হইল। যেন মণি-কাঞ্চনের যোগ হইল। চাঁদের সুধার সহিত যেন পদ্মের মধুর যোগ হইল। বৃন্দাকে আমি বড়ই ফাঁদে ফেলিয়াছি। কোন দিকে তাহার আর নড়িবার যো নাই। আপন ভালবাসারূপ সূত্র-জালে, আপনা-আপনিই বৃন্দা বদ্ধ হইয়া আছে! আজ একটী মজা করিতেছি। আমি এখনি গিয়া বৃন্দাকে বলিব,—"বড়-বৌ! আমি আজ আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না; একটী বিশেষ কাজ আছে; আমি চলিলাম; পরে সুবিধামত আসিব।" তখন দেখিবে, বড়-বৌ আমায় তথায় থাকিবার জন্য কত সাধ্য-সাধনা করিবেন। আমি যতই যাইতে চাহিব, বড়-বৌ ততই, এমন কি আমার হাত ধরিয়া,—বলিবেন, "না ঠাকুর-পো!

তোমার যাওয়া হইবে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তন্ময়-চিত্ত হরিদাস মধ্যপথে হি হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাসি সম্বরণ-পূর্ব্বক মনে মনে কহিলেন,—"আচ্ছা যা হোক,—বৃন্দাকে ইন্দুর-কলে ফেলিয়াছি! বৃন্দার আর নড়ন-চড়ন শক্তি নাই।"

শ্রীবৃন্দা ভবনের দ্বারদেশের নিকটস্থ হইবা মাত্র, দ্বারবান্‌গণ হরিদাসকে সেলাম করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আরও অনেক ব্যক্তি হরিদাসকে প্রণাম করিল, আশীর্ব্বাদ করিল এবং নমস্কার করিল। হরিদাস গম্ভীর-ভাবে যথাবিধি সকলের প্রতি অভিবাদনপূর্ব্বক, কাহারও উপর বিশেষ লক্ষ্য না করিয়াই, বৃন্দার সেই বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলের বারান্দায় ধীর পদবিক্ষেপে একাকী উপনীত হইলেন। বৃন্দা তখন তথায় প্রাতঃকালিক হরিনাম করিতেছিলেন। হরিদাসকে দেখিয়া কহিলেন,—"এসো এসো ঠাকুর-পো! বস!"

হরিদাস। বসিবার আমার কিছুতেই যো

নাই, আমাকে এখনি গৃহে যাইতে হইবে। বিশেষ একটী কাজ আছে।

বৃন্দা। সে কি ঠাকুর-পো? তোমার জন্য, ভাই! এখানে সবই প্রস্তুত। আজ এখানে আহারাদি করিতে হইবে। ত্যাগনামা লেখা-পড়া হইবে, সহি হইবে—রেজেষ্টরী হইবে—বেলা চারিটার পর রেজিষ্টার-বাবু এখানে আসিবেন। তুমি না থাকিলে কি হয় ভাই!

হরিদাস। আমার একটী বিশেষ কাজ আছে কি-না! তাই যেতে চাচ্চি। আবার সুবিধা হ'লেই আসব বৈকি।

বৃন্দা। না ঠাকুর-পো তা হবে না। তুমি আমার মাথা খাও, আজ এখানে থাক্‌তেই হবে।

হরিদাস। কি জান্‌লে বড়-বৌ! আমার কাজটা খুব গুরুতর কিনা,—তাই ঘরে যেতে চাচ্চি।

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! এই আমি তোমার হাত ধরিলাম;—যাও দেখি কেমন ছাড়িয়ে।

এই বলিয়া শ্রীমতী বৃন্দা আপন দক্ষিণ কর-কমল দ্বারা হরিদাসের দক্ষিণ কর-কাষ্ঠ ধারণ করিলেন। হরিদাস নিম্ন-ভূতলে তদীয় হস্ত-ধারণকারিণী শ্রীমতী বৃন্দাকে দেখেন, আর এক এক বার আকাশ পানে চাহিতে থাকেন। বোধ হয় হরিদাস ভাবিতে লাগিলেন, স্বর্গ এই নিম্ন ভূতলে, না ঐ উচ্চ আকাশে! লোকে প্রাণান্ত হইয়া,—মরিয়া,—ঐ উচ্চ স্বর্গরাজ্য লাভ করে; আর এই নিম্ন ভূতলস্থ স্বর্গসুখ, লোকে সশরীরেই সচেতনে ভোগ করে।—এখন কোন্ স্বর্গ ভাল? নিম্ন স্বর্গ, না উর্দ্ধ স্বর্গ? আর প্রকৃত খাঁটি স্বর্গই বা কোথায়? নিম্নে না উর্দ্ধে? এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয়, হরিদাস একবার আকাশ —একবার ভূতল দেখিতেছিলেন।

এই দর্শন-কার্য্য শেষ হইলে বিজয়ী হরিদাস মহানন্দে উল্লসিত হইয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইয়াছে। আমি যাহা স্থির

করি, কখন তাহার এদিক্-ওদিক্ হয় না। আজ পৃথিবীর সকল লোকেই দেখুক্, বৃন্দা যথার্থই ইন্দুর-কলে পড়িয়াছে কিনা? আমি যা বলি, তাই ঠিক হয়।”

মনে মনে এইরূপ কহিয়া, বিজয়-লাভ জন্য মনে মনে একটু স্ফূর্ত্তির হাসি হাসিয়া, হরিদাস বৃন্দাকে বলিলেন,—“বড়-বৌ! তুমি যখন ব’লছ, তখন আমাকে থাকতেই হবে। আমার কার্য্যের সহস্র ক্ষতি হউক, তথাপি আজ এখানে থাকিব।”

বৃন্দা। আজই সমস্ত বিষয় তোমার নামে রেজেষ্টরী করিয়া দিয়া, আজই রাত্রের ডাক-গাড়িতে আমি শ্রীবৃন্দাবন রওনা হইব। আমার যেখানে যাহা নগদ সম্পত্তি, মণি-মুক্তা, সুবর্ণ-রৌপ্য,—যাহা কিছু গুপ্ত এবং ব্যক্ত আছে, তৎসমস্তই আজ তোমাকে দেখাইব।

হরিদাসের দক্ষিণ হস্তটী, বৃন্দা আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধরিয়া বসিয়াছেন,—বাম হস্তটী মাত্র এখন হরিদাসের সম্বল। সেই

বাম হস্তটী কেবল উঠাইয়া লইয়া, হরিদাস বামকর্ণে অঙ্গুলি দিলেন,—আর দক্ষিণ স্কন্ধ উন্নত করিয়া, দক্ষিণ কর্ণ ঢাকিবার উদ্যোগ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা বাহিরপূর্ব্বক দন্ত দ্বারা তাহা কাটিয়া ফেলিলেন।

হরিদাসের এরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিবার ভাব কেহ বুঝিয়াছেন কি? হরিদাস টাকার কথা শুনিয়াই প্রথমতঃ চঞ্চল হন। তার পর, মণি-মুক্তা, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির কথা শুনিয়া, কাণে আঙ্গুল না দিয়া এবং জিহ্বা না কাটিয়া থাকিতে পারিলেন না।

বুদ্ধিমতী বৃন্দা তাহা বুঝিয়াছিলেন,—তাই হরিদাসকে বলিলেন,—"আমি ভুলিয়া বলিয়াছি,—তোমাকে স্বচক্ষে ওসব কিছু দেখিতে হইবে না। তোমার কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে ঐ সকল মণি-মুক্তা-হীরকাদি গণনা করিয়া, ফর্দ্দ করিয়া বুঝাইয়া দিব।"

হরিদাস বাম কর্ণ হইতে আঙ্গুল বাহির করিয়া, জিহ্বা,—মুখের ভিতর লইয়া গিয়া

কহিলেন,—“বড়-বৌ! আমার মন বড় খারাপ হইতেছে! বিষয়-বিষের আগুনে আমি যেন দগ্ধ হইতেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমি তোমার বিষয়-রক্ষার ভার লইতে পারিব না।”

বৃন্দা। ও কি কথা ঠাকুর-পো!—আবার ব’লছ? আমি আর বেশী কথা তোমাকে বলিতে চাহি না,—তুমি যদি আমার বিষয়-রক্ষার ভার না লও, তাহা হইলে আজি তোমার সম্মুখে আমি আত্মঘাতিনী হইয়া, এ নারী-জন্ম শেষ করিব।

হরিদাস। বড়-বৌ! ও কথা বলো না, ও কথা বলো না! ও কথা মুখে এনো না! তুমি যদি প্রাণত্যাগ কর, সেই সঙ্গে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। বড়-বৌ! ধৈর্য্য হও। আর কেঁদো না। তুমি যা বলিবে,—আমি তাই করিব।

ইতিপূর্ব্বে বড়-বৌ হরিদাসের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়াছিলেন,—এইবার হরিদাস বৃন্দার বাম

হস্ত ধরিলেন,—বলিলেন,—"বড়-বৌ! তুমি আর কেঁদো না।"

বৃন্দার উভয় কর, হরিদাসের উভয় করের সহিত মিলিত হইল,—ধরাধামে সুপবিত্র স্বর্গ-শোভা দেখা দিল। ভাবুকের মন মজিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যৎকালে বৃন্দা-হরিদাসে হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সময় গৃহদাসী একখানি পত্র আনিল। উভয়ের হস্তবন্ধন এইবার খুলিল। বৃন্দার হাতে ঝি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া, বৃন্দা পড়িলেন। পড়িয়া হরিদাসকে কহিলেন,—"ইহা রেজেষ্টার বাবুর পত্র। তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—'অদ্য বৈকালে চারিটার সময় আপনার বাটীতে ত্যাগ-নামা রেজেষ্টারী করিতে আমার যাইবার কথা ছিল; সে সময় আমি যাইতে পারিব না। সন্ধ্যার পর আমি আপনার বাটীতে গিয়া রেজেষ্টারী কার্য্য সমাধা করিব।' এই কথা বলিয়া, বৃন্দা রেজিষ্টার বাবুর পত্র, হরিদাসের হাতে দিলেন। পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া হরিদাস কহিলেন,—"তা,—রেজিষ্টার বাবু সন্ধ্যা-বেলায় আসিলে,—বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না বোধ হয়।"

বৃন্দা। ঠাকুর-পো ! তুমি আমার মন ঠিক বুঝিতেছ না। এ সংসারে এক তিল থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। শ্রীবৃন্দাবনের নিমিত্ত আমার মনটী পড়িয়াই আছে। যদি কোন গতিকে অদ্য রেজেষ্টরী-কার্য্য শেষ করিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে, এবং সেই জন্য যদি আজকের ডাকগাড়ী ফস্‌কাইয়া যায়, তাহা হইলে আর আমি বাঁচিব না! হা শ্রীবৃন্দাবন! তুমি আমাকে কথন্ সেখানে টানিয়া লইয়া যাইবে,—তাহা স্থির করিয়া বল।

হরিদাস। বড়-বৌ! তোমার মত ভাগ্যবতী রমণী আর কে আছে? তুমি বৃন্দাবন যাইতেছ, আমার দেহ যদিও যাইতে পারিল না;—আমার মন কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইবে।

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! তুমি ভুলিয়া যাও কেন? তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, বৎসরে পাঁচ-ছয় বার তোমার মনের সহিত দেহটীও বৃন্দাবনে আমার নিকট যাইবে। এখন বলি-

তেছ, কেবল মনটী একাকী যাইবে,—এ কি কথা ঠাকুর-পো ?

হরিদাস। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) হাঁ হাঁ বটে বটে। ভুল হইয়াছে। বড়-বৌ! গুণসিন্ধু মোক্তার এবং উকীল বাবু লেখা-পড়া ঠিক করিবার জন্য হুগলী হইতে কখন আসিবেন ?

বৃন্দা। তাঁহারা দশটার পর আহার আদি করিয়া বাহির হইবেন; এখানে এগারটার সময় উপস্থিত হইতে পারেন।

হরিদাস। আমার জপে ব্যাঘাত হই-তেছে। এই সময় আমি নীচে গিয়া রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সম্মুখে কিছুক্ষণ জপ করিব মনে করিয়াছি। তাঁহারা আসিয়া পৌছিলে,—আমায় সংবাদ দিলেই, আমি আসিব। জপ করিতে করিতে যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ি,—তাহা হইলে, আমার কাণের নিকট তিনবার রাধা, রাধা, রাধা,—বলিলেই আমার চেতন হইবে।

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! নীচে গিয়া তোমার জপ করিবার দরকার কি? উপরে আমি যে ঘরে জপ করিয়া থাকি, সেই ঘরে গিয়া জপ কর; সে ঘর ত এখন তোমারই!

হরিদাস। "সে ঘর তোমারই"—এ কথা আমায় বলায়,—বড়-বৌ! আমি দুঃখিত হইলাম! "ইহা আমার",—"এ ঘরের আমি স্বত্বাধিকারী,"—এরূপ অহং-জ্ঞান,—আমার উপর,—বড়-বৌ! তুমি আর কখন আরোপ করিও না। ইহাতে আমার হৃদয় কলুষিত হয়। এই জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের। যে কিছু বস্তু বা বিষয়ের উল্লেখ করিবে, তৎ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বলিয়াই উল্লেখ করা উচিত। এই ঘর শ্রীকৃষ্ণের,—এই অট্টালিকা শ্রীকৃষ্ণের, এই যে বস্ত্র পরিধান করিয়া আছি, ইহাও শ্রীকৃষ্ণের,—এই যে প্রত্যহ আমরা অন্ন আহার করি,—তাহাও শ্রীকৃষ্ণের,—এই যে বিষয়-সম্পত্তি এবং নগদ টাকা,—তাহাও শ্রীকৃষ্ণের,—আমরা নিমিত্ত মাত্র।

বৃন্দা। ঠাকুর-পো! আমি মূর্খ স্ত্রীলোক, এত গূঢ় তত্ত্ব কেমন করিয়া জানিব?

হরিদাস! সুধু স্ত্রীলোক কেন? অনেক পুরুষেও এ গূঢ় কথা জানে না। ইহা অপেক্ষা আরও অধিকতর গূঢ়তত্ত্ব আছে, তাহা ক্রমশঃ তোমাকে আমি খুলিয়া বলিব।

বৃন্দা। (অতিশয় ব্যগ্রভাবে) কি কথা,—কি কথা,—ঠাকুর-পো!

হরিদাস। এই যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। অধিকারী ভিন্ন অন্যে কেহ এ রহস্য বুঝিতে পারে না। আর এই গোপিকাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম-লীলা, তাহা অতি অদ্ভুত কথা। কিরূপ রসে রসিকা হইয়া গোপিকাগণ মুক্তি পাইয়াছিলেন, সে গুপ্ত কথা কেহই জানে না।

বৃন্দা। সেই জন্যই ত ঠাকুর-পো! বৎসরের মধ্যে পাঁচ-ছয় বার তোমাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছি।

হরিদাস। বড়-বৌ! তুমি যখন বলি-

তেছ, তখন আমি বৃন্দাবনে মধ্যে মধ্যে গিয়া, গোপিকাগণের গুপ্তপ্রেমের কথা,—সেই অপূর্ব্ব রাসলীলার কথা তোমাকে বিশেষরূপে শিখাইব।

এমন সময় বৃন্দার সেই নবীনা সহচরীদ্বয় আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"দিদি-মা! আমরা এখানে কিছুতেই থাকিব না,—তোমার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাইব। তোমার পায়ে পড়ি, এখানে আমাদিগকে রেখে যেও না।"

বৃন্দা। তোদের ভয় কি? এই দাদা-বাবু তোদের রইলেন,—ইনিই তোদিকে প্রতিপালন কর্‌বেন।

হরিদাস। সুধু প্রতিপালন নয়,—আমি ইহাদিগকে হরি-প্রেমে দীক্ষিত কর্‌ব,—মনে করেছি।

বৃন্দা। যা আহ্লাদীরা, তোদের দাদা-বাবুকে এক একটী প্রণাম কর্; দাদাবাবুর পায়ের ধূলা নিয়ে মুখে এবং মাথায় দে; উঁহার পদ-সেবা কর্। আমার কাছে তোরা যে রকম আনন্দে ছিলি, তার চেয়ে অধিক

আনন্দে তোদের দাদাবাবুর কাছে থাক্‌বি; ভয় কি?

আদেশমত নবীনা সহচরীদ্বয় দাদাবাবু হরিদাসকে প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় এবং মুখে দিল, এবং দণ্ডায়মান দাদাবাবুর পায়ে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

হরিদাস। পদ-সেবা এখন থাক্। আমার জপ এখনও শেষ হয় নাই। (বৃন্দার প্রতি) বড়-বৌ! উপরের কোন্ ঘরে আমায় জপ করিতে বলিতেছ?

বড়-বৌ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশের দ্বারায় জপের ঘর হরিদাসকে দেখাইয়া দিলেন।

জপের ঘরে ঢুকিয়াই হরিদাসের বাক্‌রোধ হইল। ঘরের এরূপ সাজ-সজ্জা তিনি এ জীবনে কখন দেখেন নাই। বৈষ্ণব-জীবনের প্রথমাবস্থায় হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য এবং হরিগুণ-গান গাহিবার জন্য তিনি বহু নগরের রাজবাটীতে এবং জমীদার-বাটীতে গিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ কার্পেটের আসন, এরূপ গালিচা,

এরূপ সুবর্ণের ঘণ্টা, এরূপ রৌপ্যের কাঁসর,—কোথাও তিনি দেখেন নাই। রাধা-কৃষ্ণের কাপড় রাখিবার আল্‌নায়, মুক্তার ঝালর-ঝিলিমিলি করিতেছে। মুক্তাগুলি আসল কি নকল,—বুঝিবার জন্য হরিদাস মুক্তাগুলি টিপিয়া টিপিয়া হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বিস্মিত হইয়া হরিদাস মনে মনে কহিলেন,—"এ যে আসল মুক্তাই দেখিতেছি। আচ্ছা, মণি-মুক্তা স্বর্ণ-রৌপ্যে যে সাড়ে তিন লাক টাকা মজুদ আছে,—বৃন্দা বলিয়াছিল,—তাহা কি এই আল্‌নার মুক্তাগুলি লইয়া—না, এই আল্‌নার মুক্তা ছাড়া? এই আল্‌নাতেই ত পঞ্চাশ হাজার টাকার মুক্তা আছে। আল্‌নায় যে, সুধু মুক্তা আছে, তাহাও ত নয়! এই যে ইহার মাঝে মাঝে হীরক-খণ্ড ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে দেখিতেছি। উঃ বৃন্দা কি বড়মানুষ! খুব সুখ-ভোগটা সে করিয়া লইল যা-হোক। যদ্দিন যার অদৃষ্টে থাকে, তদ্দিন সে সুখ ভোগ ক'রে লয়।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হরিদাস ঘরে খিল দিয়া আপন জপ-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। —দশটা বাজিল। এগারটা বাজিল। কিছু ক্ষণ পরেই হুগলী হইতে গুণসিন্ধু মোক্তার এবং উকীল বাবু,—মুহুরীগণ পরিবৃত হইয়া, বৃন্দার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন!
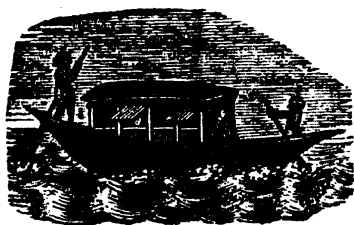
ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতলে বৃহৎ হল্‌। সেই হল্‌ই দেওয়ান-জীর বৈঠকখানা ছিল। বৈঠকখানা এখন সেইরূপই সজ্জিত আছে,—কিন্তু দেওয়ানজী নাই। নীল নভোমণ্ডল সেইরূপই আছে,—কিন্তু শরচ্চন্দ্র নাই! গুণসিন্ধু মোক্তার এবং উকীল বাবু আসিয়া, সেই দ্বিতলের হলে বসিলেন। চাকর, তামাক সাজিয়া দিল। মোক্তার তাম্রকুটধূম পান করিতে লাগিলেন।

গুণসিন্ধু খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন। মাথার চুল একগাছিও কাঁচা নাই। রং খুব ফরসা,—দেখিতে পাকা আমটার মত। এইরূপ কিম্বদন্তী, পনর বৎসর বয়সেই গুণসিন্ধু,—মোক্তারী আরম্ভ করেন। এখন তাঁহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর। ষাট্‌ বৎসর কাল মোক্তারী করিয়া,—তিনি মোক্তারীতে পাকিয়া ঝুনা হইয়া উঠিয়াছেন। সহরে তাঁহার মান-সম্ভ্রম বিলক্ষণ। সে অঞ্চলের অধিকাংশ বড় বড় জমীদারের

তিনি মোক্তার। তিনি নিজেও এক জন সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তি। দশ জনে তাঁহাকে ভয়ও করে। এইরূপ প্রবাদ,—গুণসিন্ধু হয়-কে নয় এবং নয়-কে হয় করিতে সক্ষম। অঘটন ঘটনা ঘটাইতে পারেন বলিয়া,—গুণসিন্ধুর যশঃসৌরভ চারিদিকে অধিকতর বিকীর্ণ হইয়াছিল; এবং এই গুণেই তিনি বহুলোকের প্রিয় হইয়াছিলেন। অনেক অল্পবয়স্ক উকীল অপেক্ষা গুণসিন্ধুর মান অধিক ছিল। বড় বড় জমীদারের ঘর পাইবার জন্য, অনেক উকীল তাঁহার তোষামোদও করিত। অদ্য গুণসিন্ধুর সঙ্গে যে উকীল বাবুটী আসিয়াছেন,—তিনি এম, এ, বি, এল হইলেও, কর্ত্তৃত্বে এবং সম্মানে, অদ্য তিনি গুণসিন্ধুর অনেক নিম্নে। গুণসিন্ধুই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন মাত্র। উকীল বাবু,—গুণসিন্ধুর সম্মুখে,—বয়সের অল্পতা হেতু, তামাকটীও খান না।

গুণসিন্ধু আসিবা-মাত্র বৃন্দা,—ধ্যাননিমগ্ন হরিদাসকে ডাকিলেন,—"ঠাকুর-পো! শীঘ্র এস!

সেইরূপই রহিল। বৃন্দার বসিবার জন্য আর একটী নূতন স্থান,—হলের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইল। হলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ঘিরিয়া এক কানাত পড়িল। সেই কানাতের দরজা আছে, জানালা আছে, ঘুলঘুলি আছে। এদিকে শয্যা প্রস্তুত হইতে থাকিল ;—ওদিকে বৃন্দা,—হরিদাস যেখানে বসিয়া আহার করিতেছেন, সেখানে গমন করিলেন। দেখিলেন, হরিদাস বার আনা রকম ভাত ফেলিয়া, উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন! বৃন্দা কহিলেন,—"একি ঠাকুর-পো! পঞ্চগ্রাসীও যে হয় নাই। এরই মধ্যে উঠা কি? আমার দিব্য, আর চারিটী খাও"

হরিদাস। আমার ক্ষুধা নাই।

বৃন্দা। না, ভাই! তুমি লজ্জা করিতেছ।

হরিদাস। না না,—লজ্জা করিব কেন? পেট ভরিয়াছে।

বৃন্দা। আচ্ছা, ভাত খাইয়া কাজ নাই, পায়স, পিষ্টক, ক্ষীর রহিয়াছে, তাই না হয় একটু একটু করিয়া খাও।

হরিদাস। বড়-বৌ! আমি তোমার দিব্য ব'লছি,—আমার ক্ষুধা মোটেই নাই।

বৃন্দা। আচ্ছা, তবে ঘোল দিয়ে এত ক'টী ভাত খাও; তোমার জন্য আমি নিজে এত ক'রে ঘোল তৈয়ার ক'রলাম! সে ঘোল তুমি কি একটুও খাবে না? তুমি যদি ঘোল না খাও তা হ'লে বুঝব—

হরিদাস। হাঁ হাঁ, খাচ্চি খাচ্চি!

হরিদাস ঘোল দিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু অধিক খাইতে পারিলেন না। বাস্তবিক তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই ছিল না; মন কেমন উচাটন হইয়াছিল। তিনি দুই আনা আন্দাজ ঘোল-ভাত খাইয়া, বলিলেন, "বড়-বৌ, আমাকে ক্ষমা কর, আমার মোটে ক্ষুধা নাই! কেবল তোমার খাতিরে ঘোল দিয়া এই ক'টী ভাত খাইলাম।"

বৃন্দা কহিলেন,—"আচ্ছা ভাই! তবে উঠ; আমি আর বেশী কথা তোমায় বলিব না।"

শীঘ্র শীঘ্র আঁচাইয়া, দ্রুতপদে হরিদাস

সেই বৃহৎ হলের দিকে বৃন্দার সহিত চলিলেন। বৃন্দা কহিলেন,—"ঠাকুর-পো! তুমি এই দ্বার দিয়া হলে যাও, আমি কুঠরির ভিতর দিয়া যাইতেছি। হলে এতক্ষণ অনেক লোক আসিয়াছে। আমি পরদার আড়ালে থাকিব, তুমি হলের ভিতর ঢুকিয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে ব'স।"

হরিদাস। অ্যাঁ—অ্যাঁ! তোমাকে কি আর দেখিতে পাইব না?

বৃন্দা। দরকার হ'লেই আমার নিকটে আসবে। অনেক লোক থাকিবে কি-না,—তাই পরদার আবশ্যক।

হরিদাস। তা বৈ কি! তা বৈ কি!—পরদা চাই বৈ কি।

বৃন্দা কুঠরির মধ্য দিয়া, পরদার আড়ালে আসিয়া বসিলেন। হরিদাস হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—হলের এখন অপূর্ব্ব শোভা,—বহুলোক একত্র। পরদার ঠিক পার্শ্বে, যেন পরদাটী ঠেশ দিয়া, গুণসিন্ধু মোক্তার বসিয়া

আছেন। অদূরে উকীল বাবু উপবিষ্ট। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে উকীল এবং মোক্তারের মুহুরীগণ বসিয়া আছেন। প্রতিবেশী কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আসিয়াছেন। বৃন্দার যাবতীয় কর্ম্মচারী সেই হলের এক পার্শ্বে অবস্থিত। দ্বারবান্, বরকন্দাজ, চোপদার, আসাবরদারগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান। হল-ঘর যেন গম্‌গম্ করিতেছে।

এই যে, হরিদাসের প্রধান পারিষদও আসিয়াছেন! পারিষদের সঙ্গে আরও দুইটী অ-প্রধান পারিষদও সমাগত।

হল-গৃহের মধ্যে হরিদাসের প্রবেশ মাত্র, বৃদ্ধ গুণসিন্ধু মোক্তার দাঁড়াইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"আসুন,—আসুন,—এই মধ্যস্থলে বসুন!"

হলের ঠিক মধ্যভাগে হরিদাসের নিমিত্ত উত্তম, ঈষৎ উচ্চ শয্যা পাতিয়া রাখা হইয়াছিল।

গুণসিন্ধু মোক্তার যখন দণ্ডায়মান হইয়া হরিদাসকে অভ্যর্থনা করেন, সেই সময় অন্য

সকলেই দাঁড়াইয়া উঠেন,—সকলেই হরিদাসকে বলেন,—"আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হউক।"

ব্যাপার দেখিয়া হরিদাস চমকিলেন। ক্রমশঃ তিনি বুঝিলেন,—রাজ্য-প্রাপ্তি কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

মধ্যস্থলে নির্দ্দিষ্ট আসনে তাঁহার যখন বসিবার কথা হইল,—তখন তিনি কহিলেন, —"তাও কি কখন হয়? আমি অতি ক্ষুদ্র। সকলের চরণ-প্রান্তে বসিবার আমি উপযুক্ত।"

গুণসিন্ধু মোক্তার কার্য্যগতিক বুঝিয়া,—অগ্রগামী হইয়া,—হরিদাসের হাত ধরিলেন;— "আসুন আসুন" বলিয়া, তাঁহাকে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। হরিদাস,—"আমি কৃমি-কীট,—আমি সকলের পায়ের ধূলা"—বলিতে বলিতে, সেই মধ্যস্থলস্থ সর্ব্বোত্তম আসনে আসিয়া, উপবেশন করিলেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস সেই সর্ব্বোত্তম আসনে বসিবামাত্র তাঁহার পারিষদগণও সেই আসনের পার্শ্বে গিয়া বসিল। প্রধান পারিষদের সহিত হরিদাসের ধীরে ধীরে ইসারায় ইঙ্গিতে কি কথা-বার্ত্তা হইল। হরিদাসের কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রধান পারিষদ নীরব হইল।

বৃদ্ধ গুণসিন্ধু বাজখাঁই সুরে, ধীর-গম্ভীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অদ্য একটী মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। আমার পঁচাত্তর বৎসর বয়স হইয়াছে, এই দীর্ঘকাল মধ্যে আমি এরূপ সৎকর্ম্মের কথা কখন শুনি নাই। পৃথিবীতে অদ্যকার এই কার্য্য অলৌকিক। এত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কস্মিন্‌কালে কোন নারী কি বনবাসিনী হইয়াছিলেন? সংসারে সুখ-সম্ভোগ করিতে কে না চাহেন? কিন্তু আজ দেখুন, শ্রীমতী বৃন্দার কিরূপ আত্মত্যাগ-শক্তি! অতি শুভক্ষণে বৃন্দা মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

হরিদাস বলিয়া উঠিলেন,—"বৃন্দা মানবী নহেন, তিনি দেবী। তাঁহার শ্রী-অঙ্গে আমি দেবচিহ্ন দেখিয়াছি। সে চিহ্ন,—সে অতি সুন্দর! সে অতি মধুর! সকলি শ্রীহরির লীলা,—হরি হে পার কর!"

গুণসিন্ধু। দে মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই সত্য! দে মহাশয় সাধু পুরুষ! তাঁহার কথা কখন মিথ্যা হইবার নহে,—দে মহাশয় ভূ-ভার-হরণের নিমিত্ত মানবরূপে ধরাধামে নামিয়া আসিয়াছেন।

হরিদাস। (উভয় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) আমি কৃমি-কীট,—আমি কৃমি-কীট—অতি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, কাক-বিষ্ঠে, কাক-বিষ্ঠে!

গুণসিন্ধু। দে মহাশয় যাহাই বলুন, উনি যে ঈশ্বর-জানিত ব্যক্তি, তাহা কাহারও অগোচর নাই। হরিতেই উহাঁর মতি,—হরিতেই উহাঁর রতি,—হরিতেই উহাঁর গতি। হরিপ্রেমে উনি সদাই উন্মত্ত। উনি বিষয়কর্ম্মে নিস্পৃহ, নিষ্কাম। উনি স্বর্ণ-রৌপ্যাদি কখন

স্পর্শ করেন না। পাছে বিষয়ের প্রতি লিপ্সা হয় বলিয়া, স্বর্ণ-রৌপ্যাদি উনি চোখেও দেখেন না। কলিকালের উনি জনক ঋষি।

হরিদাস। (উভয় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) না না,—আমি তা নই,—আমি তা নই,—আমি কৃমি-কীট, আমি কৃমি-কীট।

গুণসিন্ধু। দে মহাশয় যাহাই বলুন, তাঁহার তুল্য সাধু পুরুষ, এ সংসারে যে আর নাই, —তাহা বলাই বাহুল্য। এই দেখুন না কেন? আহার তিনি এক রকম পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই এতকটি চাউলের (এক তোলাও হইবে না) তিনি হবিষ্য করেন। তার আবার ৸০ বার আনা ভাগ পাতে পড়িয়া থাকে।

হরিদাস। হরি হে! দয়াময়! এ সংসার নরকে আর আমি থাকিতে পারি না। আমায় বৈকুণ্ঠে লইয়া চল। শ্রীরাধে! কোথায় তুমি?

গুণসিন্ধু। হে সভাসদ্‌গণ! সাধু হরিদাসের

কথা আপনারা শুনিলেন ত? যিনি এক তিল সংসার-নরকে থাকিতে ইচ্ছা করেন না,—তিনি; এই শ্রীমতী বৃন্দার গুরু-বিষয়ভার স্বকীয় স্কন্ধে, কৃপাপূর্ব্বক, বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। কেন সম্মত হইলেন? পরোপকারের নিমিত্ত। সকলেই জানেন, সাধুর জীবন পরোপকারেরই নিমিত্ত। হাজার কষ্ট হউক,—সাধু ব্যক্তি কখন পরোপকার করিতে বিরত হন না। আপনার প্রাণপাত করিয়া সাধু ব্যক্তি পরের ভাল করিয়া থাকেন!

হরিদাস। বন্ধন! বন্ধন!—পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল।

গুণসিন্ধু। সকলে মন দিয়া শুনুন,—অদ্য হইতে শ্রীমতী বৃন্দার সমস্ত বিষয় রক্ষা করিবার ভার দে মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। শ্রীমতী বৃন্দা সুস্থ শরীরে, স্বীয় ইচ্ছায়,—সরল অন্তঃকরণে,—প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আপনার বিষয়-সম্পত্তি দেবসেবার নিমিত্ত সাধু হরিদাসকে অর্পণ করিলেন।

হরিদাস। হরি হে! বিষয়-বন্ধন আর সহ্য হয় না,—আর পারি না, ত্রাণ কর!

গুণসিন্ধু। দে মহাশয়! একবার খসড়া লেখা-পড়াটা আপনি দেখুন।

হরিদাস। আমি উহা দেখিতে পারিব না,—বিষয়-কর্ম্ম আমার পক্ষে বিষ।

গুণসিন্ধু। তবে আমি পড়ি, আপনি শ্রবণ করুন।

হরিদাস। কাণে আমার ও বিষ ঢালিবেন না। দয়াময়! রাধারমণ! তুমি কোথায় হে! আমাকে রক্ষা কর।

গুণসিন্ধু। শ্রীমতী বৃন্দা বলিতেছেন,—যে যে লোহার সিন্দুকে যত টাকা আছে, সেই সেই লোহার সিন্দুক আপনি একবার দেখিয়া লউন।

হরিদাস। (জিহ্বা কাটিয়া) ছি! ছি! আমাকে ওকথা বলিবেন না! যে সিন্দুকে টাকা থাকে,—সে সিন্দুক কি আমি দেখিতে পারি? যদি আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে

এই প্রধান পারিষদকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, তিনি গিয়া সিন্দুক দেখিয়া টাকার ফর্দ্দ করিয়া আসিবেন।

গুণসিন্ধু। তাহাই হউক।

পারিষদ সিন্দুক দেখিতে চলিলেন। দর্শন-কার্য্য সমাপন করিয়া পারিষদ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হরিদাসের কাণে কাণে কহিলেন,—"বাপ্! এমন ত কখন দেখি নাই। লোহার সিন্দুকে একবারে টাকার গজগিরি! কোন সিন্দুকে কেবল নোট, কোন সিন্দুকে কেবল সোণা, কোন সিন্দুকে কেবল মণিমুক্তা, সে আর কত বলিব,—বাপ্—বাপ্! আমার দেখার পর, প্রত্যেক সিন্দুকের তালার উপর গালা-মোহর হইয়াছে।"

হরিদাস প্রধান পারিষদকে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"চুপ কর, গোল করিও না।"

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গুণসিন্ধু মোক্তারের সহিত একজন ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডারও আসিয়াছিল। গুণসিন্ধু ভেণ্ডারকে ডাকিলেন,—"তুমি বাক্স লইয়া নিকটে আইস।" ভেণ্ডার নিকটে আসিলে, গুণসিন্ধু কহিলেন,—"সাড়ে পনর শত টাকার মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজ একখানি দাও।" ভেণ্ডার বাক্স খুলিয়া কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে পরদার অন্তরালে স্থিতা বৃন্দাকে গুণসিন্ধু কহিলেন,—"ষ্ট্যাম্প কাগজের মূল্য সাড়ে পনর শত টাকা আমাকে দিন।" বৃন্দা সেই গোলাকার ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া হাজার টাকার হিসাবে দুই খানি নোট গুণসিন্ধুর হাতে দিলেন। গুণসিন্ধু সেই নোট লইয়া ভেণ্ডারকে বলিলেন,—"বাকী সাড়ে চারি শত টাকা আমাকে ফেরং দাও।" ভেণ্ডার বলিলেন,—"এত টাকা কোথায় পাইব? এই দেখুন না কেন? অতি অল্পপরিমাণ টাকাই আমার

থলিতে আছে।” বিশেষ এত টাকার নম্বরী নোট দেখিলে, আমি বড় ভয় পাই। নম্বরী-নোটের বড় ফ্যাসাদ্।

গুণসিন্ধু। নম্বরী-নোটে আবার ফ্যাসাদ্ কি হে বাপু?

ভেগুার। উহাতে বড় বিপদ্! আমাদের গ্রামের রামধন পোদ্দার একবার একশত টাকার একখানি নম্বরী-নোট, আট আনা বাটা নিয়ে, ভাঙ্গিয়ে দিয়াছিল। রামধন ভালমন্দ কিছুই জানে না,—তারপর মোশাই! তিনমাস যেতে-না-যেতে একদিন পুলিস এসে রামধনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। রামধন খালাস পেলে বটে, কিন্তু তার হাজার টাকা মোকদ্দমা করতে খরচ হ'য়ে গেল।—

গুণসিন্ধু। (“হা—হা—হাঃ” হাসিয়া) তুমি যেমন খেপা-ছেলে,—তেমনি খেপার মত কথা বল্‌চো! প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার এই নম্বরী-নোটের কারবার হচ্চে,—কে আবার জেলে যাচ্চে বল!—হুগলীতে তুমি কি কখন

নম্বরী-নোট লইয়া ষ্ট্যাম্প কাগজ বিক্রয় কর নাই ?

ভেগুার। তা,—মধ্যে মধ্যে করিতে হয় বৈ কি ? তবে কি জান্‌লেন—নম্বরী-নোট লইতে আমার বড় ভয় করে—প্রাণের ভিতর কেমন একটা গুর্‌-গুর্‌ করে। এমন জানিলে আমি নগদ টাকা কিছু বেশী সঙ্গে করিয়া আনিতাম।

গুণসিন্ধু। তুমি নগদ কত টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ।

ভেগুার। নগদ পঁচিশ-ত্রিস টাকার বেশী আমার সঙ্গে নাই।

ভেগুার তখন টাকার থলিটী গুণসিন্ধুর সম্মুখে ধরিয়া একটু কাঁপাইল। থলি নাড়িবামাত্র সেই পঁচিশ-ত্রিশ টাকার,—একটা ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ হইয়া উঠিল। টাকার শব্দ শ্রবণমাত্র হরিদাস আপন কাণ দুইটী চাপিয়া ধরিলেন, এবং মুখখানিকে বিকৃত করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন।

গুণসিন্ধু বৃন্দাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"নগদ টাকা কি ঘরে নাই?"

বৃন্দা। নগদ টাকা অনেক আছে; কিন্তু সে সিন্দুকে চাবি দিয়া, প্রভু হরিদাসের নামে শীলমোহর করিয়া ফেলিয়াছি। সে সিন্দুক অদ্য এখন ত খুলিবার যো নাই। কল্য প্রাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির ষোড়শোপচারে পূজা না করিয়া, কেহই সে সিন্দুক এখন খুলিতে পারিবে না!

গুণসিন্ধু, সভাসদ্‌গণকে কহিলেন,—"তবে উপায় কি? কাহারও নিকট কি নোট-ভাঙ্গানো নগদ টাকা পাওয়া যাইবে না?"

সকলেই নিরুত্তর। গুণসিন্ধু ভেণ্ডারকে কহিলেন,—"তুমি না হয়, ধারেই সাড়ে পনর শত টাকার কাগজ দাও না? আমি আজ হুগলী গিয়াই এই নোট ভাঙ্গাইয়া তোমাকে টাকা দিব।"

ভেণ্ডার যোড়-হাতে উত্তর দিলেন,—"আপনি ত জানেন, ধারে ষ্ট্যাম্প কাগজ

দিতে আমার পিতৃদেবের নিষেধ। আমি আপনার সন্তানতুল্য; আমার উপর আপনি রাগ করিবেন না।"

এই বলিয়া ভেগুার, গুণসিন্ধুর পা দুটা জড়াইয়া ধরিতে গেল।

গুণসিন্ধু। না, না, আমি রাগ করি নাই। তোমার পিতৃদেবের নিষেধ আছে বটে; তা,—আমি জানি।

গুণসিন্ধু টাকার নিমিত্ত বড়ই ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়, শ্রীমতী বৃন্দার নামে রেজেষ্টার বাবুর লিখিত আর একখানি পত্র আসিল। গুণসিন্ধু সেই পত্র খানি ঘুলঘুলি দিয়া বৃন্দার হাতে দিলেন। পত্র পাঠ করিয়া বৃন্দা গুণসিন্ধুর হাতে সেই পত্র প্রত্যর্পণ করিলেন।

রেজিষ্টার বাবুর পত্রের মর্ম্ম সভাসদ্‌গণকে গুণসিন্ধু বাজখাঁই স্বরে এইরূপ শুনাইলেন;—

"বেলা প্রায় দুইটা বাজিতে চলিল,—এখনও আপনার কোন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী,

উকীল বা মোক্তার আসিয়া, আপনার ত্যাগ-নামা রেজষ্টরী-আফিসে দাখিল করিলেন না; সুতরাং কিরূপে অদ্য রেজষ্টরী-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে? শীঘ্র শীঘ্র ত্যাগনামা রেজষ্টরী আফিসে পাঠাইয়া দিবেন।”

গুণসিন্ধু মোক্তার কহিলেন,—“এখন উপায় কি?” তিনি বৃন্দাকে বলিলেন,—“দুই হাজার টাকা এ ভেণ্ডারকে দিয়া, সাড়ে পনর শত টাকার কাগজ লইব কি?”

বৃন্দা। আমি সে কথা কিছুই বলিতে পারি না। আপনার বিশ্বাস হয়, দুই হাজার টাকা দিতে পারেন। আপনার দায়িত্বে আপনি দিউন, তাহাতে আমার আপত্তি কি আছে?

গুণসিন্ধু। এত হাঙ্গামে আমি থাকিতে চাহি না! টাকা বড় কঠিন বস্তু। “পর-হস্তগতং ধনং।” তবে আজ না-হয়, লেখা-পড়া বন্ধ থাক্। আগামী কল্য নোট ভাঙ্গাইয়া, ষ্ট্যাম্প-কাগজ কিনিয়া, দলিল রেজষ্টরী করা হইবে।

উকীল বাবু। আগামী কল্য যে রবিবার! সোমবারও আদালত বন্ধ আছে।

গুণসিন্ধু। এ পল্লীগ্রামে দুই হাজার টাকার নোট ভাঙ্গান সম্ভব নহে! না-হয়, দুই দিন পরে মঙ্গলবারেই রেজষ্টরী হইবে।

দলিল রেজষ্টরি করিতে দুইদিন বিলম্ব হইবে শুনিয়া, হরিদাসের মুখ কেমন শুষ্ক হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"শুভকার্য্য বিলম্ব হওয়া উচিত নহে,—ক্রমশ নানা বিঘ্ন বিপদ্ উপস্থিত হইতে পারে। মুখের গ্রাস মুখে তুলিয়া,—খাইতে এত দেরী করিতে নাই।" এইরূপ ভাবিয়া হরিদাস প্রধান পারিষদের কাণে কি একটী কথা বলিলেন। সেই কথা শুনিয়া প্রধান পারিষদ গুণসিন্ধুকে কহিলেন,—"বলি মুখুয্যে মহাশয়! কত টাকার নোট?"

গুণসিন্ধু। অধিক নয়, অধিক নয়! এই দুই হাজার টাকার নোট মাত্র। এই দেখুন না কেন?

এই কথা বলিয়া, দুই কেতা নোট তিনি প্রধান পারিষদকে খুলিয়া দেখাইলেন। হরিহাস ঝটিতি চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিয়া ফেলিলেন।

গুণসিন্ধু, পারিষদকে কহিলেন,—"নগদ টাকা যদি সব না হয়, তবে কতক দশ টাকার নোট, কতক বা কুড়ি টাকার নোট আনিলেও চলিবে।

ভেগুার। না-না তা হবে না,—দশ টাকার নোট উনি যত দিতে পারেন, আমি ততই লইতে পারি। কিন্তু ২০৲ টাকার নোট লইব না,—উহা জাল হইয়াছিল। বিশেষ, ২০৲ টাকার নোট,—১০৲ টাকার নোটের সহিত মিশিয়া গিয়া, শেষে এক বিভ্রাট ঘটায়। কাহাকেও হয় ত ১০৲ টাকার নোট দিতে গিয়া, ২০৲ টাকার নোট দিয়া ফেলিতে হয়।

গুণসিন্ধু। (ভেগুারের পিঠ চাপড়াইয়া হাসিয়া) কি আমার হাবা ছেলেটী গো!—উনি আবার ১০৲ টাকার জায়গায় ২০৲ টাকা দিবেন? যেরূপ গোলযোগ দেখিতেছি,—আজ

না হয় রেজষ্টরী বন্ধ থাকুক,—বিশেষ, টাকা আনিতে হইলেও অনেক বিলম্ব ঘটিবে।

পারিষদ। বিলম্ব ঘটিবে কেন? আচ্ছা, আপনি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে পারেন কি? আমি একদৌড়ে গিয়া নোটের টাকা আমাদের গ্রাম হইতে লইয়া আসি। আমি ২০৲ টাকার নোট আনিব না।

গুণসিন্ধু। থাক্,—এত কষ্ট আজ আর করিতে হইবে না। রেজষ্টারী না-হয় দুই দিন পরেই হইবে।

পারিষদ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিতেছে না দেখিয়া, হরিদাস, গোপনে তাহার গা টিপিলেন।

পারিষদ কহিল,—"বেশী দূর নয়, আমি যাব আর আসবো; পোয়াটাক পথ মাত্র।"

গুণসিন্ধু। আচ্ছা, তবে যাবে যাও, কিন্তু শীঘ্র আসা চাই। দেরী না হয়!

পারিষদ নোটের টাকা আনিতে দৌড়িল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত কার্য্য কিছুক্ষণ বন্ধ রহিল। এই অবকাশে গুণসিন্ধু, শ্রীবৃন্দার মোক্তার স্বরূপ, রেজিষ্টার বাবুকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন,—“আর এক ঘণ্টা কাল আপনি অপেক্ষা করুন। আমি স্বয়ং দলিল লইয়া, আপনার নিকট যাইতেছি। শুভ কর্ম্মে নানা বিঘ্ন ঘটে বলিয়াই যৎকিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, শীঘ্রই আমি দলিল লইয়া যাইতেছি।”

হরিদাস। মুখুয্যে মহাশয়! ঐ পত্রে রেজিষ্টার বাবুকে আর একটী কথা লিখিয়া দিউন,—রেজিষ্টরী-আফিসে দলিল দাখিল হইবার পরই, তিনি যেন এবাটীতে আগমন করেন। কেন না, শ্রীমতী বৃন্দা অদ্য রাত্রেই সন্ধ্যার কিছু ক্ষণ পরেই শুভক্ষণে তিথ্যমৃতযোগে ডাকগাড়ীতে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন।

গুণসিন্ধু কহিলেন,—“আচ্ছা, তাহাই

লিখিয়া দিব।" ঐ কথোপকথন শেষ হইলে, —বাহক পত্র লইয়া, রেজিষ্টার বাবুর নিকট চলিয়া গেল।

হরিদাস। মুখুয্যে মহাশয়! আর একটী বিশেষ কথা আছে। দিন থাকিতে একটী ভাল লোক ঠিক করিয়া রাখুন।

গুণসিন্ধু। কেন?—কেন?—কি জন্য?

হরিদাস। শ্রীমতী বৃন্দাকে রেজিষ্টারের সম্মুখে সনাক্ত করিবে কে? যার-তার দ্বারা শ্রীমতীর ত সনাক্ত হ'তে পারে না। বিশেষতঃ অদ্যকার কার্য্য অতি গুরুতর। এক জন উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত, গবরমেণ্ট-জানিত লোক দ্বারা অদ্য বৃন্দার সনাক্ত হওয়া উচিত! কি জান্‌লেন,—ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকল কাজ করিতে হয়।

গুণসিন্ধু। দে মহাশয়! আমি আজ ষাট বৎসর মোক্তারী করিতেছি। আমি কাঁচা কাজ করিব,—এ ধারণা আপনার কেন হইল? এই দেখিতেছেন না,—উকীল বাবু আসিয়াছেন?

ইনি এম, এ, বি, এল পাশ—হুগলীর জজ সাহেবের প্রিয়পাত্র,—এবং ইহাঁর পশারও খুব। ইনি কি সহজে আসিতে চান্? না, সনাক্ত করিতে সম্মত হইতে চান্? আমি অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া, ইহাঁকে আনিয়াছি।

হরিদাস। আপনি যে দূরদর্শী ব্যক্তি, তাহা আমি বেশই জানি। আপনার দ্বারা যে কাঁচা কাজ হইবে না, তাহাও আমার বিশ্বাস। তবে বৃন্দার বিষয়-রক্ষার জন্য আমার মনটা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে কিনা,—তাই ঐ কথা বলিতেছিলাম।

গুণসিন্ধু। তা বটে—বটে! আপনি যা বলিতেছেন, তা ঠিকই বটে!

হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রধান পারিষদ,—দুই হাজার টাকার দুইটী তোড়া লইয়া, সভা-স্থলে উপনীত হইল। টাকার তোড়া হঠাৎ দেখিয়া, হরিদাস শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহ ঈষৎ থর-থর কাঁপিতে লাগিল। তিনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

টাকার তোড়া দুইটী লইয়া, প্রধান পারিষদ, গুণসিন্ধু মোক্তারের নিকট আসিল। গুণসিন্ধু,—বৃন্দার প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া বলিলেন,—“এই নোট-ভাঙ্গানীর টাকার জমা খরচ করিয়া লও।”

কর্ম্মচারী “তথাস্তু” বলিয়া, সেই স্থানে খাতা আনিয়া জমা-খরচ করিতে আরম্ভ করিল। গুণসিন্ধু,—ভেঙ্গাকে কহিলেন,—“তুমি এই তোড়া হইতে আপন সাড়ে পনর শত টাকা গণিয়া লইয়া, বাকী সাড়ে চারি শত টাকা আমায় ফেরৎ দাও।”

সেই সভামধ্যে হুড়্ হুড়্—টং টং ঠং শব্দে (গণনার নিমিত্ত) টাকা ঢালা হইল।

টাকার এই নিদারুণ শব্দে, হরিদাস মুখ এবং অঙ্গ বিকৃত করিয়া কেমন একটা বিতিকিচ্ছিৎ হইয়া পড়িলেন। যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। তিনি হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক, ইঙ্গিতে এবং ভাবে প্রধান পারিষদকে এইরূপে নিষেধ করিলেন,—“টাকা

একটু আস্তে আস্তে ঢাল। যেন বেশী শব্দ না হয়। আমার দম আটকাইবার উপক্রম হই- য়াছে।” এইরূপ নিষেধপূর্ব্বক, হরিদাস খুব জোরে দুই কাণে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া রহিলেন!

এদিকে টাকা-গণনা-কার্য্য শেষ হইল। ভেণ্ডার আপনার সাড়ে পনর শত টাকা লইয়া, বাকী সাড়ে চারিশত টাকা গুণসিন্ধুকে ফিরাইয়া দিল। দুই হাজার টাকার দুই খানি নোট, প্রধান পারিষদ গুণসিন্ধুর নিকট হইতে লইয়া, আপন পেট কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিয়া, হরিদাসের নিকট আসিয়া বসিল। বৃন্দার প্রধান কর্ম্মচারী, নোট-ভাঙ্গানী টাকার জমা-খরচ লেখা শেষ করিল। এইরূপে কার্য্য সমাপ্ত হইলে,—সকলে স্ব স্ব স্থানে গিয়া বসিল।

এইবার গুণসিন্ধুর হস্তে ভেণ্ডার, ষ্ট্যাম্প-কাগজ দিল। গুণসিন্ধু আপন প্রধান মুহু-রীকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন,—“তুমি ত্যাগ-

নামার খসড়া মুসবিদা দেখিয়া, খুব স্পষ্টাক্ষরে ষ্ট্যাম্প কাগজের উপর লিখিতে আরম্ভ কর।” মুহুরী গুণসিন্ধুকে প্রণাম করিয়া ষ্ট্যাম্পকাগজের উপর দলিল লিখিতে আরম্ভ করিল।

সাধু হরিদাস সেই হলের মধ্যস্থলে থাকিয়া, দূর হইতে অনিমিষলোচনে, মুহুরীর লিখন-কার্য্য-অবলোকন করিতে লাগিলেন। পুলকে তাঁহার অঙ্গ পূর্ণ হইল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

তদ্গতচিত্তে মুহুরি লিখিতে লাগিল। যে লেখা অস্পষ্ট বোধ হয়,—পড়িতে কষ্ট বোধ হয়,—মুহুরী সেই লেখা গুণসিন্ধু দ্বারা পড়াইয়া লয়। মধ্যে মধ্যে হরিদাস দূরে থাকিয়াই বলিতে লাগিলেন,—"বেশ গোটা-গোটা অক্ষরে লিখিও,—বেশী তাড়াতাড়ি করিও না,—ষ্ট্যাম্প কাগজের উপর যেন কাট-কুট না হয়।"

পর্দ্দার সেই ঘুলঘুলি দিয়া বৃন্দার সহিত গুণসিন্ধুর কাণে-কাণে কি কথা হইল। গুণসিন্ধু হরিদাসকে কহিলেন,—"দে মহাশয়! শ্রীমতী বৃন্দা বলিতেছেন, লেখা-পড়ায় এমন একটা সর্ত্ত থাকুক, যে, আপনি আপন বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক, সপরিবারেই যেন এ বাটীতেই বাস করেন। এই বৃহৎ অট্টালিকায়, প্রত্যহ নিয়মিতরূপ সন্ধ্যা না পাইলে, নানারূপ দোষ জন্মিতে পারে। এ বাটীতেই আপনি পরম সুখেই থাকিবেন।"

হরিদাস। গৃহ এবং অরণ্য,—আমার পক্ষে দুই-ই সমান। অট্টালিকায় আমার যেমন সুখ, গাছ্-তলায় আমার তেমনি সুখ। বরং বট-অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় শুইয়া থাকিলে, আমার অধিক সুখবোধ হয়। বট-অশ্বত্থ দেখিলেই, আমার সেই বংশীবদন রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে। স্বর্ণ-পালঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা অপেক্ষা, কেলিকদম্বের তলে ধূলিশয্যা,—আমার পক্ষে অধিকতর সুখকর! আহা! এই কদম্ব-বৃক্ষে উঠিয়াই, এক দিন শ্রীকৃষ্ণ,—গোপিকাগণের বস্ত্র-হরণ করিয়াছিলেন। মরি! মরি!—মরি-রে!

গুণসিন্ধু। আপনি যাহা বলিতেছেন, সবই সত্য। তবে কিনা, আমরা এখনও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝি নাই,—এ সংসারে কেবল বিষয়-ব্যাপারেই চিরকাল লিপ্ত রহিলাম,—তাই উত্তম অট্টালিকাকেই সুখের আকর মনে করিয়াছিলাম। সে যাহাই হউক,—এক্ষণে শ্রীমতী বৃন্দা যে সর্ত্তের কথা বলিতেছেন, সেই সর্ত্তের কথা ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিব কি?

হরিদাস। হাঁ,—লিখিতেও পারেন, নাও লিখিতে পারেন! আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারেন।

গুণসিন্ধু। বৃন্দার এই অট্টালিকাই যখন আপনার হইল—তখন আপনি এ বাটীতে সন্ধ্যা দিবেনই ত। এ বাটী যে আপনারই!

হরিদাস। (জিহ্বা কাটিয়া) "আমার ঘর" "আমার বাগান," "আমার পুকুর"—সংসারে আমার বলিয়া কোন জিনিস নাই। "আমি" —কে? এ সংসারে সবই মিথ্যা,—কেবল এক শ্রীকৃষ্ণই সত্য!

গুণসিন্ধু। আপনার ন্যায় সাধু এবং জ্ঞানী ব্যক্তি এ সংসারে নাই। আপনিই শুকদেব।

হরিদাস। (যোড়-হাতে) এ সব কথা বলিয়া আমাকে অপরাধী করিবেন না। আমি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র,—কৃমি কীট! কাক-বিষ্ঠে,—তস্য বিষ্ঠে!

সেই প্রকাণ্ড হলের বহির্দ্দেশে কঠোর মানব-কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। একটু যেন গোল-

মালও হইয়া উঠিল। হলস্থ যাবতীয় লোকের কাণ সেই দিকে গেল!

দ্বারবান্ আসিয়া সংবাদ দিল,—“দুইটী লোক,—প্রভু হরিদাসকে খুঁজিতেছে। আমি তাহাদিগকে এখানে আসিতে দিই নাই। পাছে এখানে আসিয়া, তাহারা গোল করে, তাই তাহাদিগকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছি।”

হরিদাস। আমাকে খুঁজিতেছে? কেন? কেন? কিসের জন্য?

দ্বারবান্। তাহা আমি জানি না।

হরিদাস। আচ্ছা, তাহাদিগকে না-হয় এখানে আসিতে বল না?

গুণসিন্ধু। এস্থানে অপরিচিত ব্যক্তিকে আসিতে দেওয়া উচিত নহে। অতীব গুরু-তর পবিত্র কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-যুক্ত বা আলাপী ব্যক্তি ভিন্ন এখানে অন্য কাহারও আসা,—ভাল নহে। আপনার প্রকৃতি নিতান্ত সরল কিনা,—আপ-নার মনে দ্বিধা-ভাব নাই কিনা,—তাই সকল

লোককেই আপনি পরম প্রিয় বলিয়া মনে করেন!

হরিদাস! হাঁ, হাঁ,—তা, বটে,—বটে! আপনি ঠিক বলিয়াছেন,—শত্রু-মিত্র আমার সবই এক বলিয়া মনে হয়! মানুষ দেখিলেই যাচিয়া-যাচিয়া হরিপ্রেম বিলাইতে,—তাহাকে কোল দিতে আমার ইচ্ছা হয়। আচ্ছা, তবে আমি কি বাহিরে গিয়া উহার সঙ্গে দেখা করিব?

গুণসিন্ধু। হাঁ, বাহিরে গিয়াই দেখা করা এখন যুক্তি। তবে যদি উহাদের সহিত আপনার আলাপ-পরিচয় থাকে, তবে সঙ্গে করিয়া এখানে লইয়া আসিবেন।

"হাঁ ঠিক বলিয়াছেন"—বলিয়াই হরিদাস উঠিয়া পড়িলেন। প্রধান পারিষদ এবং আরও তিনটী অ-প্রধান পারিষদ,—সকলেই হরিদাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, হরিদাস অ-প্রধান পারিষদগণকে কাণে-কাণে কহিলেন,—"আমার সঙ্গে তোমা-

দের গিয়া কাজ নাই; তোমারা এইখানেই থাক,—এবং মুহুরীর লিখন-কার্য্য দেখ।”

কথানুযায়ী কার্য্য হইল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের বহিঃপ্রদেশে গমনমাত্র এক বিকট কোলাহল উঠিল। হরিদাস কর্ণে শুনিলেন যে, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া একজন বলিতেছেন,—"এ'তো আর মগের মুলুক নয়? জুয়াচুরি করিবার কি আর জায়গা পাও নাই? কাশী যাইবার কালে এই বুড়া ব্রাহ্মণ তোমার নিকটে সাড়ে আঠার শত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া যায়, তুমি তাহাকে টাকা না দিয়া, হাঁকাইয়া দিয়াছ! যদি ব্রাহ্মণকে টাকা ফিরিয়া না দাও, তাহা হইলে এখনি পুলীশ-কেস্ করিব; আর পাঁচিশ কাঠের-পয়জারে তোমার এই নেড়া মাথা ভাঙ্গিব।"

সম্মুখে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এবং তাঁহার এক সহচরকে সন্দর্শন করিয়া,—হরিদাস চোখে সরিষা-ফুল দেখিতে দেখিতে, ক্রমশঃ আঁধার দেখিলেন। তার পর বজ্রনির্ঘোষে সহচরের মুখ-নিঃসৃত,—যখন ঐ কথাগুলি শুনিলেন,

তখন মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইলেন! এমন কি,—মূর্চ্ছা সামলাইবার জন্য তাঁহাকে সেই প্রধান পারিষদের অঙ্গ ধরিতে হইল। তত্ত্বজ্ঞ প্রধান পারিষদও স্তম্ভিত হইল।

হরিদাসের কিন্তু পাকা হাড়; তেলে-জলে-শিশিরে বহুদিন হইতেই শক্ত হইয়া আছে। দেহ-মন নিরেট-নিটোল,—গায়ে টুসি মারিলে —যেন টং টং বাজে। তাই হরিদাস পত-নোন্মুখ হইয়াও, পতিত হইলেন না! আঁধার দেখিয়াও,—অন্ধকারে ডুবিলেন না। হরিদাস প্রকৃতিস্থ হইয়া,—মনকে ঠাণ্ডা করিয়া,—সেই ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক,—কহিলেন,—"ঠাকুর-গো! প্রণাম হই, আসুন আসুন।"

সহচর। আর প্রণামে কাজ নাই। টাকা দিয়া কথা কও,—ঢের—ঢের জুয়াচোর দেখা গিয়াছে—

হরিদাস। (সহচরের প্রতি যোড় হাতে) মহাশয়! একটু আস্তে আস্তে কথা কউন!

সহচর। আস্তে আস্তে কেন কথা কহিব?

তোমার কি ধার ক'রে খেয়েছি? না, তোমার এক চালায় বসত করি?—না, তুমি আমার ছাতা দিয়া মাথা রেখেছ? টাকা এখনি দেবে ত দাও,—নহিলে এখনি একটা রক্ত-গঙ্গা হইবে,—পুলীশ-কেস্ ত পরের কথা।

সহচর দ্বিগুণ চীৎকারে ঐ কথাগুলি বলিল।

হরিদাস। (যোড়-হাতে) হেঁ-ই মশায়! আপনার পায়ে পড়ি,—একটু আস্তে আস্তে কথা বলুন; আপনার দুটী পায়ে পড়ি, বেশী জোরে কথা কবেন না!

হরিদাস ভাবিলেন,—"যদি ব্রাহ্মণ-ঘটিত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে,—বৃন্দা বা গুণসিন্ধু ঘুণাক্ষরেও এ কথার কিঞ্চিৎ অংশ যদি জানিতে পারে, তাহা হইলেই ত সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বনাশ।"

এইরূপ চিন্তা করিয়াই,—ধূর্ত্ত হরিদাস অতীব কাতর কণ্ঠে সহচরকে বলিতেছিলেন,—"আপনি একটু আস্তে আস্তে কথা ক'ন;—আপনার পায়ে পড়ি,—আপনি একটু আস্তে

আস্তে কথা ক'ন।” সহচরের কণ্ঠস্বর যদি বৃন্দা শুনিতে পায়, তাহা হইলেই ত আমার একূল ওকূল দুকুলই যাইবে। সহচর যেরূপ ভয়ঙ্কর উগ্র প্রকৃতির লোক, তাহাতে সে যেমন করিয়াই হউক, আমার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইবে। আর, এ কথা বৃন্দা অবগত হইলেই,—এখনি আমাকে এ বাটী হইতে তাড়াইয়া দিবে এবং লেখা-পড়াটী ছিঁড়িয়া ফেলিবে। এখন দেখিতেছি, সাড়ে আঠার শত টাকা ব্রাহ্মণের চুকাইয়া দিলেই, বত্রিশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি এবং নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হই।”

এইরূপ নানা বিষয় ছোড়-ভঙ্গ ভাবে চিন্তা করিয়া, হরিদাস যোড়-হাতে পুনরায় সহচরকে বলিলেন,—“আপনি একটু আস্তে আস্তে কথা ক'ন,—আপনার দু'টী পায়ে পড়িতেছি।”

সহচর। আচ্ছা,—সমস্ত টাকা এখনি চুকাইয়া দাও—

হরিদাস। তা এখনি দিচ্চি। আপনি একটু আস্তে আস্তে কথা কউন।

হরিদাসের চক্ষে, সহচর তখন ব্যাঘ্রবৎ প্রতীয়মান। সহচরের এক একটী কথা তখন ব্যাঘ্রের এক একটী হুঙ্কার শব্দ। আস্তে আস্তে সহচর কথা কহিলেও,—হরিদাসের কর্ণে তাহা অতীব ভীষণভাবে বাজিতে লাগিল।

সহচর বলিলেন,—"আমি ত আস্তে আস্তেই কথা বলিতেছি। টাকা আপনি এখনি চুকাইয়া দিন।"

হরিদাস। দয়া করিয়া,—আপনি কথা কহিবেন না। চুপ করুন ;—টাকা এখনি আমি দিতেছি ; আপনার পায়ে পড়ি, আপনি কথা কহিবেন না।

সহচর খুব ধীরে ধীরে কথা কহিলেও,—হরিদাসের মনে হইতে লাগিল যেন, প্রত্যেক কথাই বৃন্দা শুনিতে পাইতেছেন।

সহচর এবার কথা না কহিয়া, দক্ষিণ হস্ত

পাতিয়া ইঙ্গিতে হরিদাসকে বলিল,—"আচ্ছা, তবে টাকা দাও।"

হরিদাস ইতিপূর্ব্বে প্রধান পারিষদের অঙ্গ টিপিয়াছিলেন। প্রধান পারিষদ পেট-কাপড় হইতে আস্তে আস্তে দুই খানি দুই হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া, হরিদাসের হাতে দিল। সেই নোট দুখানি লইয়া, হরিদাস একবার নোট দুখানির পানে চাহিলেন,—একবার সহচরের মুখ পানে চাহিলেন,—চাহিয়া,—অতি ধীরে ধীরে—ভয়ে ভয়ে সহচরকে বলিলেন,—"এই দুখানি দুহাজার টাকার নোট দিতেছি, আপনি আমাকে দেড় শত টাকা ফেরত দিন,—আপনার নিকট দেড় শত টাকা আছে কি?"

তেজস্বী সহচর, হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমি কি পোদ্দার যে, তোমার নোটভাঙ্গানি টাকা সঙ্গে ক'রে এনেছি?

হরিদাস। (সভয়ে) চুপ করুন! চুপ

করুন! জোরে কথা বলিবেন না!—এই আমি দুখানা নোটই দিচ্চি।

সহচর। আচ্ছা,—চুপই করিব কেন? হক্ টাকা পাব,—তা চুপি-চুপি লইবই বা কেন?

হরিদাস। দোহাই! আপনার পায়ে পড়ি। আপনি চুপ করুন,—আমি দুহাজার টাকাই দিচ্চি।

সহচর। দুহাজার টাকাই যে আমার হক্! আমি হুগলি থেকে মোক্তারি ছেড়ে,—আজ যে, এখানে এলাম, আমার রোজ কত জানো?—পঞ্চাশ টাকা। আর, ব্রাহ্মণকে তুমি টাকা না দিয়া যে, এত দিন ভাঁড়াইয়াছ, তাহার সুদ-ইত এক শত টাকা।

হরিদাস আর বাক্যব্যয় না করিয়া,—দুই হাজার টাকার দুইখানি নোট সহচরের হাতে দিলেন এবং তাঁহার পা-দুটা জড়াইয়া ধরিয়া,—বলিলেন,—"আপনি কথা কহিবেন না,—চুপ করুন।"

সহচর। শুধু নোট নিয়ে কি করিব?—সহি ক'রে দিন।

হরিদাস। দিচ্চি দিচ্চি,—এখনি দিচ্চি। আপনি চুপ করুন,—কথা কহিবেন না। (আস্তে আস্তে) দুয়াত কলম কৈ?—দুয়াত কলম কৈ?

সহচর। আরে,—আমি কি দুয়াত কলম ছেড়ে এসেছি?—এই লও দুয়াত কলম।

হরিদাস। (দুয়াত কলম লইয়া) আপনি চুপ করুন,—চুপ করুন,—আপনার পায়ে পড়ি,—আপনি কথা কহিবেন না।

নোট দুখানির উপর হরিদাস আপন নাম সহি করিয়া, সহচরের হস্তে দিতে উদ্যত হইলেন।

সহচর। আরে ঠিকানা লেখো!—শুধু সহি ক'রলে হবে কেন!

হরিদাস। লিখ্‌ছি লিখ্‌ছি। আপনি কথা কহিবেন না,—চুপ করুন। চুপ করুন।

সহচর। আরে—তারিখ লিখ্‌লে কৈ?

হরিদাস। আজ্ঞে,—আমি সবই লিখে দিচ্চি, আপনি কথা কহিবেন না,—চুপ করুন।

নোটের পৃষ্ঠায় নাম, ঠিকানা এবং তারিখ লেখা হইলে,—নোট দুখানি হরিদাস, সহচরকে দিতে গেলেন।

সহচর কহিলেন,—"আমি নোট লইয়া কি করিব? টাকার মালিক—এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নোট দুখানি দাও।"

হরিদাস। তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি,—আপনি চুপ করুন,—আপনি কথা কহিবেন না, আপনার—উ—খাই। আপনি চুপ করুন!

এই কথা বলিয়া,—হরিদাস, ব্রাহ্মণকে,—হাতে হাতে নোট দুখানি দিলেন।

সেই পরহস্তগত অর্থ, বহুদিন পরে স্বহস্তে পাইয়া,—ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে সহচরসহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ টাকা পাইয়া, যেরূপ সন্তুষ্ট হইলেন, হরিদাস, টাকা দিয়া সেইরূপ সন্তুষ্ট, —বা তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।

হরিদাস। (স্বগত) আ—বাঁচিলাম! পাপ বিদায় হইল! ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। অদৃষ্টে শুভ ফল থাকিলে, কেহই ঘুচাইতে পারে না। সেই সহচর যদি আর একটু চেঁচাইয়া কথা কহিত, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ঘটেছিল আর-কি! ভাগ্যে ভাগ্যে বড় বেঁচে গেছি! কপালং কপালং কপালং মূলং।

"কিন্তু বুড়া বামুনটা কি বোকা। সে যদি আরও দুশ টাকা চাপাইয়া বলিত, তাহা হইলে সে টাকাও তখনি আমাকে দিতে হইত। আমি কিছু আর দু-আড়াই হাজার টাকার জন্য বত্রিশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের এই সম্পত্তি এবং নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ত্যাগ করিতাম না! যখন যার

কপাল-জোর থাকে, তখন এইরূপই হয়,—ধূলা মুঠা ধরিলে সোণা মুঠা হয়!

"বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহচর মোক্তারটা কিন্তু বড় বদ্‌মাইস। সে যদি আসিয়া আজ না চেঁচাইত, তা'হলে এ, দু-হাজার টাকাও আমার লোকসান হইত না। সে কেমন মোক্তার,—আমি একবার দেখিয়া লইব! আগে লেখা-পড়াটা হ'য়ে যাক্, রেজিষ্ট্রার বাবু আসিয়া রেজিষ্টরী করিয়া চলিয়া যাউন, আমি একবার এ বাটীতে জাঁকাইয়া বসি,—তার পর সেই মোক্তারের নিকট হইতে কেমন না দু-হাজার টাকা আদায় করিতে পারি দেখিব! গলায় গামছা দিয়া টাকা আদায় করিব। আমি কায়েত-বাচ্ছা! তার মোক্তারী পর্য্যন্ত ঘুচিয়ে দিব না? আর বুড় বামুনটাকে ত ধ'র্‌ব আর টাকা আদায় ক'রে ল'ব।—সে ত অতি সোজা কথা। এখন ষ্ট্যাম্প কাগজে বৃন্দার একবার দস্তখতটা হ'লে হয়! তার পর,—যে যেখানে আছে,

একে একে সকলকে দেখিয়া লইব। আমি হরিদাস-কায়েত !—আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা? আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, ত্যাগনামা রেজিষ্টরী করিবার পর, আমি যদি হুগলীর সেই মোক্তারের নিকট হইতে দু-হাজার টাকা আদায় করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাক-কাণ কেটে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিব।

"কোন ভয় নাই,—কোন চিন্তা নাই। কোন বেটা-বেটীর আমি তুয়াক্কা রাখি না। একি সাত-গাঁয়ের কাছে মামদোবাজি? কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? হাঃ হাঃ হাঃ—(হাস্য)"

এইরূপ ভাবিয়া, হৃষ্টচিত্ত হরিদাস, দৃঢ়তার সহিত গম্ভীর ভাবে প্রধান পারিষদসহ হলে প্রবেশ করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই হলগৃহে, মধ্যস্থলস্থ স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইবামাত্র, হরিদাসকে গুণসিন্ধু জিজ্ঞাসিলেন,—"দে-মহাশয়! আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? সেই লোকটীই বা আপনার সঙ্গে আসিল না কেন? সে বুঝি আপনার পরিচিত নয়?"

হরিদাস। না, না, তা নয়। সে লোকটী অতি সজ্জন, আমার বিশেষ আত্মীয়। সে ব্যক্তি আমার নিকট রাধাপ্রেমের পরম তত্ত্ব শিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"অদ্য হইবে না, কিছু দিন অপেক্ষা কর, পরে আমি বুঝাইব।" রাধাতত্ত্বের রস,—বড় কঠিন রস। সে লোকটীর হৃদয়ে কিঞ্চিৎ প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে কি না,—তাই সে আমার কথা না শুনিয়া বলিল,—"আজই আমাকে রাধাপ্রেম শিখাইতে হইবে। আমি রাধাতত্ত্ব ব্যতীত আর জীবিত

থাকিতে পারিতেছি না।” এই বলিয়া সেই লোকটী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। চীৎকার-ধ্বনিতে বুঝিলাম, তাহার প্রেমাবেশ হইয়াছে। তাহাকে অনেক যত্নে ঠাণ্ডা করিয়া বাটীতে পাঠাইয়া দিলাম। আহা! রাধাপ্রেমের কি অপূর্ব্ব শক্তি? হরি হে! দীনবন্ধো! এ তুচ্ছ দেহ ধারণ করিতে আর সাধ হয় না! রাধা-রমণ! তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া লও।

এই বলিয়া, হরিদাস তাঁহার চক্ষু দুইটী একবার মুদ্রিত করিলেন। পরক্ষণেই চক্ষু চাহিয়া, তিনি গুণসিন্ধুকে জিজ্ঞাসিলেন,—“লেখা শেষ হইতে আর বিলম্ব কত? এখনি বারবেলা পড়িবে; বারবেলার পূর্ব্বেই শ্রীমতী বৃন্দার সহি হওয়া উচিত।”

গুণসিন্ধু। শুভকর্ম্মের আর অধিক বিলম্ব নাই, লেখা শেষ হইল-বলিয়া।

আড়াই মিনিট অতিবাহিত হইতে-না-হইতে, হরিদাস আবার বলিলেন,—“বারবেলা

পড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজ শনিবার; শনিবারের বারবেলা বড় ভীষণ;—

"শনাবাদ্যং তথাচান্ত্যং ষষ্ঠঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ।"

গুণসিন্ধু। আর বেশী দেরী নাই! শুভস্য শীঘ্রম্; দুই তিন মিনিটের মধ্যে লেখা শেষ হইবে। (দ্বারবানের প্রতি) ওরে! গাড়ী ঠিক তৈয়ারী আছে ত? আমি এখনি গাড়ী করিয়া, রেজিষ্টরী আফিসে যাইব।

দ্বারবান। হাঁ হুজুর! খোদাবন্দ! বড় ঘুড়ী আধ ঘণ্টা হইল,—তৈয়ারী হইয়াছে।

চারি মিনিট আন্দাজ অতিবাহিত হইবার পর, গুণসিন্ধু আহ্লাদে উথলিয়া উঠিয়া, হরিদাসকে বলিলেন, "লেখা শেষ হইয়াছে। শুভস্য শীঘ্রম্—সকলে একবার শ্রীকৃষ্ণের নাম লও।"

হরিদাস। এইবার সকলে একবার রাধার নাম লও।

পারিষদগণ বলিয়া উঠিল,—"জয় রাধারাণী কি জয়!" সভাস্থ সকলেই বলিলেন,—"জয় রাধারাণী কি জয়!"

যখন এইরূপ জয় জয় শব্দ উঠিয়াছে, তখন হরিদাস বলিলেন,—“সকলে একবার থামুন,—শুভকার্য্য সম্বন্ধে আমি একটী কথা বলিব। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, যদি তাহা সঙ্গত হয়, তবে সেইরূপই করিবেন। আমার ইচ্ছা এই,—বৃন্দা সর্ব্বজনসমক্ষে ষ্ট্যাম্প-কাগজে সহি করুন। এখানে অন্য লোক ত কেহ নাই,—প্রায় সকলেই বৃন্দার বয়ঃকনিষ্ঠ। আর আমি,—আমার বয়স বৃন্দা অপেক্ষা অনেক কম,—বিশেষতঃ তিনি আমার এক রকম মন্ত্রশিষ্যা। মুখুয্যে-মহাশয় (গুণ-সিন্ধু) বৃন্দার বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও, বৃন্দা তাঁহাকে পিতার ন্যায় মনে করেন এবং তাঁহার সহিত কথাও কহেন। আর ঐ যে উকীল বাবু আসিয়াছেন, উনি ত বালক,—বৃন্দার পেটের ছেলে। আর যে প্রতিবেশী-মণ্ডলী আসিয়াছেন, তাঁহারা গ্রামসম্পর্কে বৃন্দার কেহ ভাই, কেহ দাদা, কেহ খুড়া ইত্যাদি,—আর অন্যান্য যে সকল কর্ম্মচারী

আছেন, তাঁহারা ত বৃন্দার পুত্রতুল্য। সুতরাং এরূপ স্থলে বৃন্দা যদি পরদা তুলিয়া, ষ্ট্যাম্প কাগজে সহি করেন, তাহাতে তত দোষ দেখি না,—কি বলেন, মুখুয্যে মহাশয় ?

গুণসিন্ধু। আপনি ভাল কথাই বলিয়াছেন; এ কথা পাকা কথা। তবে বৃন্দাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।

পরদার ঘুল-ঘুলি খুলিয়া দিয়া, গুণসিন্ধুর সহিত বৃন্দার কি কথা হইল। বৃন্দার কথা শুনিয়া, গুণসিন্ধু বলিলেন,—"বৃন্দার কোন আপত্তিই নাই, তিনি সকলের সুমুখে বসিয়াই, ষ্ট্যাম্প কাগজে দস্তখত করিবেন।"

হরিদাস। রাধাবিনোদ! গিরিগোবর্দ্ধনধারি! বৃন্দাবনচন্দ্র! গোপিকাকুল-মনোরঞ্জন! আহা! তুমি কোথায়? আমাকে টেনে তুলে লও। সংসারে আর থাকিতে ইচ্ছা করি না। মুখুয্যে মহাশয়! পরদাখানি তুলিতে আজ্ঞা করুন।—কে আছিস্ রে! পরদা তোল্। রাধে! রাধে! রাধে গো!

একজন দ্বারবান্ আসিয়া, হঠাৎ সংবাদ দিল,—"হুজুর ! বহির্ব্বাটীতে আর লোক ধরে্ না !"

গুণসিন্ধু। এত লোক কিসের ?

দ্বারবান্। হুজুর ! সকলেই উপরে আসিতে চায়। আমি আসিতে দিই নাই বলিয়া, মালিনী, গোয়ালিনী, নাপিতিনী, প্রভৃতি স্ত্রীলোকগণ আমাকে গালাগালি করিতেছে।

হরিদাস। হাঁ! হাঁ! তাহাত হইবেই,—সে যাহা হউক, তাহাদিগকে একটু ক্ষান্ত হ'তে বল। তাহাদের কোন ভয় নাই। আমি তাহাদের ভাল করিব। শ্রীরাধে! বৃন্দা-বন-বিলাসিনী-রাই-আমাদের ! শ্রীচরণে স্থান দাও! মুখুয্যে মহাশয় ! বারবেলা পড়ে-পড়ে হইয়াছে ! পরদাখানি তুলিতে আর যেন বিলম্ব না হয়।

গুণসিন্ধু। কে আছিস্ রে ! পরদা তোল্।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে—অতি ধীরে—অতি যত্নে,—অতি সন্তর্পণে—পরদা উঠিতে লাগিল। পরদা যেমন একটু একটু উঠে, হরিদাস মেজের দিকে ঘাড় নোয়াইয়া, মাথা হেঁট করিয়া, উঁকি মারিয়া, তেমনি একটু একটু অভ্যন্তরটী দেখিতে থাকেন। পরদা একটু একটু উঠে,—আবার ধীরে ধীরে আপনা-আপনি পড়িয়া যায়। আবার উঠে, আবার পড়ে। হরিদাস মহাবিব্রত হইলেন। শেষে তিনি গুণসিন্ধুকে কহিলেন,—"মুখুয্যে-মহাশয়! শুভক্ষণ যে বহিয়া যায়। এমন কেহ কি উপযুক্ত লোক নাই যে, পরদাখানিকে একেবারে তুলিয়া ফেলিতে পারে?"

গুণসিন্ধু। কে আছিস্ রে! অতি শীঘ্র পরদা তোল্।

চক্ষুর পলক পড়িতে-না-পড়িতে, মুহূর্ত্ত-মধ্যে পরদাখানিকে তুলিয়া, কে যে, কোথায়

লইয়া গেল, কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না।

পরদা তুলিবামাত্র, হরিদাস বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে যাহা দেখিলেন, তাহা অপূর্ব্ব, অননুভূত এবং অলৌকিক। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। তিনি স্তম্ভিত-প্রায় হইয়া, অন্য কোন কথা কহিতে না পারিয়া, কেবল কহিতে লাগিলেন,—"ও—কি! ও—কি!"

তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন,—"ও—কি! ও—কি!"

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সভয়ে বসিয়া-বসিয়া পশ্চাৎপানে পিছাইতে লাগিলেন;—কখন বা তিনি ঈষৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শেষে তিনি মুখে "ও—কি! ও—কি!" বলিতে বলিতে, থরথর কাঁপিতে কাঁপিতে, মধ্যস্থলস্থ সুকোমল সু-উচ্চ আপন বিছানা ছাড়িয়া, বসিয়া-বসিয়া, ঘসড়াইয়া-ঘসড়াইয়া কিছু দূরে গিয়া পড়িলেন। তখন তিনি

মুখে আর একটী বুলি ধরিলেন,—“এ-কি ভূত? না প্রেতাত্মা?” আবার তিনি বলিলেন,—“ভূত! ভূত! প্রেত! প্রেত! অঁ্যা! আমি কোথায়! কোথায়! কৈ?—সে কৈ? উঃ! বুক যে যায়!”

লোহার তাওয়ার উপর তপ্ত তৈলে, জীবন্ত খলিসা মাছ ফেলিয়া দিলে, সে যেমন ছটফট করে, হরিদাস ঠিক সেইরূপ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ হরিদাসের অবস্থা কেন এমন হইল? পরদা তুলিবামাত্র হরিদাস দেখিলেন,—বৃন্দা তথায় নাই—তৎপরিবর্ত্তে বহুমূল্য বসনে ভূষিত হইয়া, এক দিব্য পুরুষমূর্ত্তি চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন।

নারীর পরিবর্ত্তে নর দেখিয়া, হরিদাস কেমন হইয়া গেলেন! সম্মুখে যদি শত বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও, হরিদাস এরূপ স্তম্ভিত হইতেন না।

হরিদাস যখন শয্যাকণ্টকী অবস্থায় ছটফট

করিতেছিলেন, তখন সেই নরমূর্ত্তি, ধীরে ধীরে আসিয়া, হরিদাসের সম্মুখে দাঁড়াইল। হরিদাসের ছটফটানি আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি বসিয়া-বসিয়া পশ্চাদ্দেশ ঘর্ষণ করিয়া, আরও পশ্চাৎ হঠিতে লাগিলেন। উন্মত্তবৎ মুখে বলিতে লাগিলেন,—"এ যে ভূত! প্রেত! প্রেত!"

হরিদাস যত পিছু হঠেন, সেই নরমূর্ত্তি ততই অগ্রসর হইয়া,—তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হয়। এইরূপে হরিদাস হলের চারিদিকে "প্রেত প্রেত" বলিতে বলিতে, সভয়ে বসিয়া-বসিয়া ঘুরিতে লাগিলেন,—সেই নরমূর্ত্তিও হরিদাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্মুখস্থ হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। শেষে হরিদাসকে সেই নরমূর্ত্তি ধীরভাবে মধুর কণ্ঠে কহিল,—"দে-মহাশয়! আমাকে কি চিন্‌তে পারিতেছেন না? আপনি যাঁহাকে বড় ভালবাসেন,—সদাই যাঁহার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন—আমি সেই দেওয়ানজী। আমি মরি নাই। আমি ভূত নহি, প্রেতও নহি, আমি সেই দেওয়ান-জী।"

গোখুরা সাপে কামড়াইলে,—মানুষ যেমন বিষ-জর্জ্জরিত হইয়া ঢলিয়া পড়ে—হরিদাস সেইরূপই ঢলিয়া পড়িলেন; কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধ গুণসিন্ধু দেখিলেন—হরিদাস বুঝি বা মূর্চ্ছিত হন! তিনি তাড়াতাড়ি হরিদাসের নিকট আসিয়া কহিলেন,—"দে-মহাশয়! অমন করিতেছেন কেন? কে আছিস্-রে দে-মহাশয়কে বাতাস কর্, শীঘ্র মুখে জল দে!" এক জন ভৃত্য আসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। স্বয়ং গুণসিন্ধু হরিদাসের মুখে চোখে এবং মাথায় জল দিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরিদাসের পাকা হাড়! তিনি শীঘ্রই সামলাইয়া লইলেন, কিন্তু কাহারও সহিত আর কথা কহিলেন না। মুখ হেঁট করিয়া নীরবে রহিলেন।

গুণসিন্ধু হরিদাসকে যত কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহার একটীরও উত্তর হরিদাস দেন

না। দেওয়ানজী মহাশয়,—অবশেষে হরিদাসকে বলিলেন,—“আপনি আপনার মধ্যস্থলস্থ উচ্চ আসনে আসিয়া বসুন। রাগ-অভিমান করিতেছেন কেন? আসুন, আসুন, নিজের আসনে বসুন।”

হরিদাস একথার উত্তর না দিয়া,—দেওয়ানজীর সম্মুখে কেবল যোড়হাত করিয়া রহিলেন।

উকীল বাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন,—“দে-মহাশয়ের গরম হইয়াছে, তাই উনি অমন করিতেছেন। ঠাণ্ডা ঘোল একটু আনাইয়া দিলে হয় না? উনি যে ঘোল ভালবাসেন।”

দেখিতে দেখিতে কলসী কলসী ঘোল আসিয়া পৌঁছিল। উকীল-বাবু ধড়া চূড়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলেন এবং হরিদাসকে কহিলেন,—“এইবার ঘোল খাইয়া ঠাণ্ডা হউন।”

এই কথা বলিয়াই, তিনি সেই নেড়া

মাথায় কলসে কলসে ঘোল ঢালিতে লাগিলেন ;—বলিলেন,—“আমি উকীল নহি ; আমার পিতাকে তুমি বৃথাপরাধে জেলে দিয়াছিলে ; আমার প্রতিবেশী বিধবা মহিলার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলে ,—মনে আছে কি ? নিত্যানন্দপুরের কথা মনে কর দেখি ! সেই নিত্যানন্দপুরেই আমার বাস। সেখানে হরিসংকীর্ত্তনের দল লইয়া গিয়া, কি অকার্য্য করিয়াছিলে মনে পড়ে কি ?—ঢাল মাথায় ঘোল ঢাল।”

গুণসিন্ধু হাঁ হাঁ করিয়া, সেই ছদ্মবেশী উকীলের হাত ধরিলেন ;—বলিলেন,—“ছি ! ও কি করিতেছ ? অমন কাজও করিতে আছে ?”

ওদিকে বহিঃপ্রদেশ হইতে শব্দ উঠিল,—“জয় বৃন্দা মায়ীর জয় ! জয় বৃন্দা মায়ীর জয় ! জয় ধর্ম্মের জয় !”

দেখিতে দেখিতে নাপিতিনী, গোয়ালিনী, মালিনী প্রভৃতি রমণীবৃন্দ এবং অন্যান্য পুরুষবৃন্দ বেগে হলে আসিয়া পৌছিল। হরিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, গোয়ালিনী কহিল,—

"হাঁগা ভাল মানুষের ছেলে! আমার এক পণ টাকা তুমি নিয়ে রেখেছ। চাইতে গেলে মারতে আস; তিন মাস ধ'রে তোমাকে ক্ষীর খাওয়াইলাম, দৈ খাওয়াইলাম, তার পর টাকা চাইতে গেলাম,—তুমি গলাধাক্কা দিয়ে,—তাড়িয়ে দিলে। তুমি ব'ল্‌তে—গয়লা দিদি! খাঁটী মাখন আমার জন্য তুলে আন্‌বে, আমি তাই রাজবাড়ীতে খাঁটী মাখন না দিয়ে, তোমাকে তিন মাস কাল, খাঁটী মাখন দিলাম, আগাম কিছু টাকা চাইলাম; তুই মিন্‌সে বল্‌লি কিনা,—'গয়লা দিদি! কৃষ্ণপ্রেম শিখ্‌বে? গয়লা দিদি! টাকার জন্য ভেব না—কৃষ্ণ-প্রেম শিখ!' মর্ মর্ পোড়ারমুখ!"

নাপিতিনী। আমি বার বৎসর কামাচ্চি, একটী পয়সাও পাইনি। যদি কামাতে না যাই, তা হ'লে রাগ কত! মিন্‌সে এক দিন বলে কিনা, নাপিত-বৌ! তুমি আমার পদসেবা কর; তোমার উদ্ধার হবে।' ছুঁচো-মুখো মিন্‌সে। আমি কি যে-সে মেয়ে মানুষ?

মালিনী। (নাপিতিনীর প্রতি) ও-কথা আর বলিস্ না ভাই! আজকের রঙ্গ শোন্। আমি ঠিক ঠাওরেছিলাম, মিন্‌সে বুঝি সত্যি-সত্যি রাজা হবে; মা-ঠাক্‌রুণ বৃন্দাবন যেয়ে বাস কর্‌বেন। তাই,—আজ তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে একসাজি ফুল নিয়ে গিয়েছিলুম। আমি হাবাগোবা মানুষ; ওর সাক্ষাতে কি বলিতে কি ব'লে ফেলেছি; মিন্‌সে বলে কিনা,—"তোমার মেয়েটীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও; আমি তাকে কৃষ্ণপ্রেম শিখাইব।' আমি ভয়ে কেঁপে বাঁচি না। আমার যদি আজ সে বেঁচে থাক্‌ত,—তা হ'লে এই গেয়ে-লাথিতে মিন্‌সের মুখ ভেঙ্গে দিতুম।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে তেলী-বৌ আসিয়া পৌঁছিল। একটু আড়-ঘোমটা টানিয়া তেলী-বৌ কহিল,—"ওমা! আমি এতক্ষণ শুন্‌তে পাই নাই। আঁচাতে তর সইল না,—আমি দৌড়ে এসেছি! তা ঠিক্ হ'য়েছে! ঠিক হ'য়েছে! দেওয়ানজীমশয়! আপনি এই

আমার বিচারটা করুন; আমার নাতনীটীকে হরিপ্রেম শিখাইবেন বলিয়া,—উনি নিজে লোক পাঠাইলেন। আমি বলিলাম, লাখ টাকা নগদ গণিয়া দিলেও, সে কাজ আমার দ্বারা হইবে না। তার পর, এই উনুন-মুখো মিন্‌সে করলে কিনা,—আমার একটী গাই ছিল, এক-টানে আড়াই সের দুধ দিত; একদিন রাত্রে ঐ নেড়া, সেই গাইটীকে খুলে নিয়ে গেল। (প্রধান পারিষদকে দেখাইয়া) এই যে হোঁৎকা মিন্‌সে ব'সে আছে, একুশটা শিয়ালে ওর গতর খেতে পারে না,—এই হোঁৎকা মিন্‌সেই ঐ নেড়ার কথায় গাইটী খুলে নিয়ে গিয়েছিল। ওগো! সে যে আমার কপিলা গাই গো!" (ক্রন্দন)

গুণসিন্ধু কহিলেন,—"বাছা-সকল! এখন তোমরা ঘরে যাও; দে-মহাশয় তেমন অসৎ লোক নন, তিনি তোমাদের সকলকেই একে একে টাকা চুকাইয়া দিবেন।"

গোয়ালিনী। (গুণসিন্ধুর প্রতি) অ,—

বাবাঠাকুর! তুমি ঐ বহুরূপী মিন্‌সেকে চিন্‌তে পার নাই। আমার একটী পয়সা আমার বুকের রক্ত,—আমার এক পণ টাকা নিয়ে ঐ মিন্‌সে হজম ক'রলে গা। আমার গায়ের রক্ত জল হ'য়ে গেছে; আমার দেহে কি আর কিছু আছে? (ক্রন্দন)

গুণসিন্ধু। বাছা। কেঁদো না! দে-মহাশয় যদি টাকা না দেন, তবে আমি দিব। বাছা! কেঁদ না, ঘরে যাও।

এক জন সংগোপ আসিয়া বলিল,—"দেওয়ানজী-মশায়! আমার একটী রক্ষেকালীর পাঁটা মানসিক ছিল,—পাঁটাটী যেই একটু ডাগর হ'ল,—আর উনি অমনি রাত্রে আমার গোয়াল থেকে পাঁটাটী চুরি করে নিয়ে গিয়ে কেটে খেয়ে ফেল্‌লেন্।"

সেই হলের বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া, একজন মুসলমান বলিল,—"হুজুর! মুরগীর ব্যবসা উঠিয়ে দিতে হলো। আমার মুরগীগুলি চর্‌তে যায়,—আর উনি ধ'রে ধ'রে

খান। আমার ছেলে-পিলের ভাতের চা'ল জুটে না।”

দেওয়ানজী। তোমরা সকলে এখন ঘরে যাও,—যার যে টাকা লোকসান হ'য়েছে,—সকলেই পাবে।

ঐ যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও অন্দরের দিক্ দিয়া আসিতেছেন! তাঁহার মুখে যে আজ আর হাসি ধরে না!

হঠাৎ একজন বাউল নাচিতে নাচিতে আসিল।

গোয়ালিনী। ওগো!—সেই কম্বুবক্তা গো! আহা! এর একটী ইস্তিরী ছিল; দুধের মেয়েটি,—কচি বয়েস! রূপে যেন ঘর আলো করে থাক্‌তো। সেই মেয়েটীকে ঐ উনুন-মুখো নেড়া,—চুরী ক'রে নিয়ে এল। বামুনের মেয়ে,—সে ভাল-মন্দ কিছু জানে না;—সে বিষ খেয়ে ম'ল! এই কম্বুবক্তা সেই অবধি পাগল হ'ল;—এখন পথে পথে গান ক'রে বেড়ায়।

দেওয়ানজী। (গোয়ালিনীর প্রতি) বাছা-সকল! তোমরা ঘরে যাও-না! তোমাদের যার যা ক্ষতি হ'য়েচে, আমি সমস্তই পূরণ ক'রে দিব।

বাউল নাচিয়া নাচিয়া,—একতারা বাজা-ইয়া,—গান ধরিল ;—

(১)

বল্ রে সবে খুলে বল্,—
কার্ কি হ'য়েছে লোকসান!
ক'র্‌বো তোদের ক্ষতিপূরণ,
দিয়ে টাকা,—দিয়ে জান্!

(২)

বল্ রে ভাই! এ সংসারে—
আমার ক্ষতি পূরবে কি রে
সোণা-রূপা মুক্তা-হারে
ধনে-ধানে,—দেহে-প্রাণে,—
সেই ক্ষতির ডোবা বুজ্‌বে না রে!

(৩)

আমার ছিল একটী সোণার কমল,
ছিল সেটী প্রাণের সম্বল!
দুরাচারে নিয়েচে হ'রে—
ওরে আমি আর বাঁচবো না রে!
(ভেবে তাই,—জান্ হ'য়েচে লবেজান!)

পাগল বাউল উন্মত্তবৎ নাচিতে লাগিল, আর গাহিতে লাগিল। সে নাচ, সে গান থামিল না!

উপসংহার।

(পড়িলেও হয়,—না-পড়িলেও হয়।)

প্রথম কথা।

কি কৌশলে শীকার-নিপুণা সুচতুরা বৃন্দা, দুর্জ্জয় হরিদাস-বাঘকে ফাঁদে ফেলিয়াছিলেন,—তাহা বোধ হয় অনেকেই বুঝিয়া থাকিবেন। স্ত্রী-বুদ্ধির নিকট যে, পুরুষ-বুদ্ধি পরাজিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে! চিরদিনই শক্তির পদতলে শব অবস্থিত।

সুতরাং গ্রন্থ-কলেবর আর বৃদ্ধি না করাই উচিত ছিল। সমস্যা নিজে পূরণ করিয়া লইতে পারিলে যেরূপ অতুল আনন্দ হয়, অন্যে পূরণ করিয়া দিলে, তাহার একাংশ আনন্দও অনুভব করা যায় না। বিশেষতঃ এখানে সমস্যা কিছুই নাই,—সবই সহজ কথা।

সহজ কথা আবার সহজ করিয়া কিরূপে বুঝাই ?—সে ত পুনরুক্তি মাত্র। পুনরুক্তি,—বিরক্তিকর। শ্রোতা এবং বক্তা,—উভয়েরই বিরক্তিকর।

গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্য,—সেই পুনরুক্তির অপ-কর্ম্মে, তাঁহাকে নিযুক্ত হইতে হইল।

প্রথম সমস্যা ;—বৃন্দা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পঁচিশ টাকা দিয়া, তাঁহার বাটীর ত্রিসীমানায় আসিতে নিষেধ করিলেন কেন ?

উত্তর ;—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হরিদাস যদি বৃন্দার বাটীতে আনা-গোনা করিতে দেখিতেন, তাহা হইলে বৃন্দার সমস্ত কৌশল-জাল যে, এক মুহূর্ত্তে সব মাটী হইয়া যাইত! তাই বৃন্দা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে গ্রামান্তরে বাস করিতে বলিয়া-ছিলেন। হরিদাস ভাবিতে থাকুক,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, হয়—পলাইয়া গিয়াছে ; না হয়,—খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে! হরিদাস বুঝুক, এই ব্রহ্মাণ্ড,—সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বিহীন হইয়াছে!

দ্বিতীয় সমস্যা ;—দেওয়ানজী ত মরিয়া

গিয়াছিলেন, তবে কোথা হইতে হঠাৎ আসিলেন ?

উত্তর ;—দেওয়ানজী মরেন নাই। পীড়িত হইয়াছিলেন,—শয্যাগত হইয়াছিলেন সত্য। এতন্নিবন্ধন পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই। তাই রাষ্ট্র হইয়াছিল,—দেওয়ানজী, হয়—ইহসংসারে নাই,—নয়, সন্ন্যাসী হইয়াছেন! আরোগ্য লাভ করিয়া, তারযোগে তিনি বৃন্দাকে সকল সংবাদ প্রদান করেন। তাহার কিছু দিন পরেই,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-নেড়া হরিদাস-ঘটিত ঘটনা ঘটে। বৃন্দা, দেওয়ানজীর জীবিত থাকিবার কথা স্বগ্রামে গোপন করিলেন। এ দিকে দেওয়ানজীকে তারযোগে সংবাদ দিলেন,—"আপনি শীঘ্র আসিবেন, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি ;—পত্রে সে সকল কথা লিখিবার নয়। আপনি ছদ্মবেশে, গভীর নিশীথে, খিড়কীর দ্বার দিয়া বাটী প্রবেশ করিবেন। খিড়কীর দ্বারে, রাত্রি দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিব।

সেই সময়ের মধ্যে আপনার আসা চাই। দেখিবেন, আপনার আগমন-বার্ত্তা যেন কেহ জানিতে না পারে।” এই তারের সংবাদ পাইবামাত্র, দেওয়ানজী, ৺শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে রওনা হইলেন এবং যথাসময়ে রাত্রিকালে খিড়কীর দ্বার দিয়া, বৃন্দার বাটীতে প্রবেশ করিলেন। যে দিন সঙ্কীর্ত্তন-দল লইয়া হরিদাস, বৃন্দার বাটীর সম্মুখে রাস্তার উপর গান করেন এবং দশাপ্রাপ্ত হন, তাহার পূর্ব্ব দিন, দেওয়ানজী, বৃন্দার গৃহে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

তৃতীয় সমস্যা;—মোক্তার গুণসিন্ধুর সহিত বৃন্দার সম্পর্ক কি? এতই বা ঘনিষ্ঠতা কেন? হঠাৎ কিরূপে, কেনই বা তিনি বৃন্দার এই কৌশল-কাণ্ডে যোগদান করিলেন? এবং তাঁহার কৃতিত্বই বা কিরূপ?

উত্তর;—গুণসিন্ধু, বৃন্দার ধর্ম্ম-বাপ। গুণসিন্ধু ব্যতীত বৃন্দা, কু-সু কোন পরামর্শই করিতেন না। যে দিন ব্রাহ্মণকে বৃন্দা অভয়

দেন, সেই দিনই বৃন্দা, গুণসিন্ধুকে হুগলী হইতে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন। সেই দিনই সন্ধ্যার পর অতীব নিভৃতে, কিরূপ ভাবে বেড়া-জাল পাতিতে হইবে ;—কিরূপ ভাবে হরিদাসকে নাগ-পাশে বন্ধন করিতে হইবে ;—তৎসমস্ত পরামর্শ ই,—গুণসিন্ধুর সহিত বৃন্দা ঠিক করেন। সেই দিন রাত্রিতে হুগলী-ষ্টেশনে প্রত্যাগত হইয়া, গুণ-সিন্ধু, বৃন্দার নামে পূর্ব্বোক্তরূপ টেলিগ্রাম, দেওয়ানজীর নিকট, ৺বৃন্দাবনধামে পাঠাইয়া-ছিলেন। গুণসিন্ধুর পরামর্শে ই, বৃন্দা সমস্ত ভৃত্যবর্গের নিকট, কর্ম্মচারিবর্গের নিকট,—মালিনী, গোয়ালিনী, নাপিতিনী প্রভৃতির নিকট,—সত্য সত্যই প্রচার করেন, আমি বৃন্দাবনবাসিনী হইব,—এ সংসারে আর থাকিব না ;—প্রভু হরিদাস আমার সমগ্র সম্পত্তির একমাত্র কর্ত্তা হইবেন। এই কথা প্রকাশ হইবার পর, লোকেও ভাবিল,—অসম্ভব কি! দেওয়ানজীর যখন মৃত্যু ঘটিয়াছে,—অথবা

দেওয়ানজী যখন সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তখন দেওয়ানজী-প্রীতিময়-জীবন বৃন্দা, সর্ব্বত্যাগিনী না হইবেন কেন? প্রীতিতে কি না ঘটে? দেওয়ানজী, গুণসিন্ধু, ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডার, জজের উকীল, সহচর এবং বৃন্দা, এবং আরও দুই একটি লোক ব্যতীত,—এ কৌশল-জালের কথা অন্য কেহই জানিতেন না। এই কৌশল-কাণ্ডের,—প্রধান সম্পাদিকা,—শ্রীমতী বৃন্দা, এবং সহকারী সম্পাদক গুণসিন্ধু।

চতুর্থ সমস্যা;—সাড়ে পনেরো শত টাকা মূল্যের কাগজে দলিল লিখিয়া কাগজ খানি গুণসিন্ধু নষ্ট করিলেন কেন?

উত্তর;—কাগজ নষ্ট করেন নাই। হাত-বদল করিয়া, এক টাকা মূল্যের ঠিক সেই ধরণের কাগজ ভেণ্ডার তুলিয়া লইয়াছিল; এবং সেই এক টাকার কাগজেই দলিল লেখা হয়। হল-গৃহে এই নিমিত্তই, হরিদাসের বসিবার স্থান,—দূরে, মধ্যস্থলে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল।

পঞ্চম সমস্যা ;—প্রধান পারিষদ হঠাৎ হরিদাসের নিকট আসিয়া পৌঁছিল কেন ?

উত্তর ;—প্রথমতঃ গুণসিন্ধু এবং বৃন্দা মনে করিয়াছিলেন, হরিদাস যখন প্রাতে বাটী গমন করেন নাই, তখন হরিদাসের তথ্য লইবার নিমিত্ত, পারিষদগণ নিশ্চয়ই হরিদাসের নিকট, বৃন্দার বাটীতে আসিবে। কিন্তু হরিদাসের অনুমতি ব্যতীত পারিষদগণ কোন কাজ করিতে সক্ষম ছিলেন না। পারিষদগণের,—হরিদাসের নিকট আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও,—প্রাণ ধড়ফড় করিলেও, প্রভুর অনুমতি হয় নাই বলিয়া, পারিষদগণ হরিদাসের নিকট আসিতে সক্ষম হয় নাই। গুণসিন্ধু এবং বৃন্দা যখন দেখিলেন, পারিষদগণ এখনও আসিতেছেন না, তখন তাঁহাদের দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। তাই তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া, কোন বিশ্বস্ত লোক-দ্বারা, পারিষদগণকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"তোমরা শীঘ্র চল, প্রভুর আদেশ হইয়াছে।" পারিষদ

ছাড়া, হরিদাস প্রায় কখন এক-পা চলিতেন না। কিন্তু সে দিন প্রাতঃকাল হইতে হরিদাসের সম্মুখে যেরূপ ঘটনাবলী পর-পর ঘটিতে লাগিল, তাহাতে হরিদাস ভাবে বিভোর হইয়া উঠেন,—'আমি হঠাৎ অদ্য, কেবল উপাধিতে নহে,—বিষয়সম্পত্তিসহ রাজা হইলাম ;—ইহা ভাবিয়া, সত্য সত্যই হরিদাসের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি প্রাণের পারিষদ-বৃন্দকেও কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ সমস্যা ;—বৃন্দা হরিদাসকে, দশাপ্রাপ্তির পর দিন, তাঁহার গৃহে রাত্রিবাসের জন্য এত অনুরোধ করিয়াছিলেন কেন? যে হরিদাসকে দেখিলে তাহার ঘৃণা হইত,—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, যে হরিদাস এক দিন বৃন্দার গৃহে একটু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া, বৃন্দা তাঁহাকে পর দিন আর বাটী ঢুকিতে দেন নাই,—সেই হরিদাসকে, বৃন্দা, রাত্রিতে তদীয় গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন কেন?

উত্তর;—চারে মাছ আসিয়াছে। এখন বঁড়ূশীতে টোপ গাঁথিয়া জলে ফেলিলেই মাছ ধরা পড়ে। টোপ ফেলিতে এখনও দেরী আছে। কিন্তু মাছ চার ছাড়িয়া যাহাতে অন্যত্র চলিয়া না যায়, তাহার উপায় বিধান করা, সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। তাই বৃন্দা, মাছ-হরিদাসকে, তাঁহার গৃহ-রূপ-চারখানায়, রাখিবার জন্য, এত অনুরোধ করিয়াছিলেন। গুণসিন্ধু সেই দিন 'হরিদাসকে নজরবন্দীতে রাখা উচিত' বলিয়াছিলেন। হরিদাস পাছে স্বগ্রামে গিয়া অন্যের নিকট কুপরামর্শ পায়,—অন্যে তাঁহাকে ধোঁকা বা সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়,—দূরদর্শিনী বৃন্দার এই ভয় হইয়াছিল। সে রাত্রি হরিদাস, এ সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোনওরূপ পরামর্শ করিতে না পারে, ইহাই বৃন্দার ইচ্ছা ছিল। তাই বৃন্দা প্রীতিভরে হরিদাসকে বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর-পো! অদ্যকার রাত্রি তুমি এখানে একাকী বাস কর।" হরিদাস মনে করিলেন, তাঁহার প্রতি বৃন্দার

পবিত্র প্রণয় জন্মিয়াছে। তাই তিনি পার্শ্বচর-বৃন্দকে বিদায় দিয়া, বৃন্দার গৃহে সে রাত্রি একাকী বাস করিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে, সেই রাত্রে হরিদাসের ঘুম হয় নাই।

সপ্তম সমস্যা ;—ব্রাহ্মণ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া, ঠিক লেখাপড়ার সময়, হরিদাসের নিকট হইতে টাকা চাহিলেন কেন?

উত্তর ;—বলা বাহুল্য, এ সমস্তই বৃন্দা এবং গুণসিন্ধুর খেলা। ব্রাহ্মণকে ঠিক যেমন তাঁহারা শিখাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ঠিক সেইমত কার্য্য করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতীব ভাল-মানুষ এবং ভীরু। পাছে হরিদাসকে তিনি কর্কশ-কথা বলিতে অক্ষম হন, সেই জন্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে একজন কর্কশভাষী সহচর আসিয়াছিল। বৃন্দার প্রতিজ্ঞা ছিল, হরিদাসকে দিয়া ব্রাহ্মণের হাতে হাতে সেই গচ্ছিত টাকা দেওয়াইবেন। তাই সহচর স্বহস্তে সেই টাকা লন নাই ;—হরিদাস আপনি হাতে করিয়া সেই টাকা ব্রাহ্মণের হাতে দিয়াছিলেন।

পাঠক! ক্ষমা করুন,—আর সমস্যা পূরণ করিতে আমি অক্ষম।

দ্বিতীয় কথা।

হরিদাসের কি হইল,—বৃন্দার কি হইল,—ইহা জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক। সেই দিন হইতে বাজীকর হরিদাসের মায়া-গৃহ ভাঙ্গিল। যে সকল লোকের সম্পত্তি তিনি বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল লোক হরিদাসকে চাপিয়া ধরিল। অন্যান্য পাওনা-দারগণও চাপিয়া ধরিল। এক দিন সেই গোয়ালিনী সম্মার্জ্জনী লইয়া, হরিদাসকে প্রহার করিবার উদ্‌যোগ করিল। লোকসকল, নেড়া-হরিদাসকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিল। ভক্ত-বৃন্দ এবং পারিষদবর্গ একে একে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিল না। সেই দীর্ঘকায়, লম্বোদর প্রধান

পারিষদটী হরিদাসের সেই প্রিয়তমা শ্যালিকা শ্রীশ্রীমতী ললিতাকে লইয়া হঠাৎ একদিন অন্তর্দ্ধান হন। সেই দিন হরিদাস লোহার সিন্দুক খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার চিরসঞ্চিত প্রায় সেই দশ সহস্র টাকা সিন্দুকে আর নাই। হ্যাণ্ডনোট-জাল-করা অপরাধে এই সময়ে হরিদাসের কারাদণ্ড হইল! এক বৎসর কারাগারে অবস্থিতি করিয়া, হরিদাস মাথা মুড়াইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বলিলেন, 'প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া আমি আসিয়াছি।' তখনও হরিদাস ক্ষান্ত নন।—লোক দেখিলে বলিতেন,—"এদেশে আর থাকিব না;—হরিদ্বার হইয়া, সেই লছমনঝোলা পার হইয়া, সুদূর বদরিকা আশ্রমে গিয়া তপস্যা করিব।" কিন্তু দারিদ্র্য-দোষ গুণরাশিনাশী। ক্রমশঃ নিলামে হরিদাসের ঘর-ভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গেল। তিনি বদরিকা আশ্রম গমনের পরিবর্ত্তে, ক্রমশঃ দেওয়ানজীর গৃহে আসিয়া তাঁহার অন্নদাস হইয়া রহিলেন। দেওয়ানজীর

মো-সাহেবী করেন, তামাক পর্য্যন্ত সাজিয়া দেন,—আর হরিদাসের কাল অতিবাহিত হয়। হরিদাস এইরূপেই জীবলীলা, অচিরেই শেষ করিলেন!

বৃন্দার পরিণাম কি হইল? এই হরিদাস-কাণ্ডে বৃন্দার জয় হইল বটে;—প্রথমতঃ বৃন্দার আনন্দের সীমা রহিল না বটে;—কিন্তু দুই এক দিন পরেই বৃন্দার কেমন যেন বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। মনে যেন কেমন একটা খট্‌কা ঠেকিল। বৃন্দা ভাবিতে লাগিলেন,—"সত্য সত্যই আমি সাত দিন সাত রাত্রি খাই নাই!—একান্ত মনে হরিদাস-ব্যাঘ্রকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য, কেবল যত্ন করিয়াছি। সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ছিল না; হরিদাসই কেবল ঐ সাত দিন কাল আমার জপ-তপ-তন্ত্র-মন্ত্র হইয়াছিল।—ঐরূপ সাত দিন কাল যদি আমি ভগবানকে ঐরূপ ভাবে ডাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আমার এ পাপ-জীবনের পাপ, কণামাত্র ক্ষয় হইত না?

আমি পাপিনী, তাপিনী এবং সর্পিণী ;— হরিদাস আমার কি অপরাধ করিয়াছিল যে, আমি তাহাকে দংশন করিলাম? হরিদাসকে দংশন করি, তাহাতে তত অধিক দুঃখ হয় না ; কারণ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। কিন্তু আমি যে আত্মদেহ আপনি দংশন করিয়াছি! আমার যে জ্ঞানকৃত পাপ আছে, তাহার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই? তাহার কি ক্ষমা নাই? ভগবানের কি ক্ষমা করিবার শক্তি নাই? সতী-সাধ্বী দেখিলে, আমার দেহ এরূপ থর-থর কাঁপে কেন? হা শ্রীহরি! এ জন্মে না হউক, পরজন্মে কি আমার এ কম্পন-রোগ দূর হইবে না? হা বিধাতঃ! কোন্ অপরাধে, আমার ললাটে, এই কু-কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলে? বুঝিতে না পারিয়া, বুদ্ধির দোষে যাহা আমি করিয়াছি, তাহার জন্য আমি ক্ষমা চাই!—হে দয়াল হরি! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিবে না? রমণী-সমাজে

আমার এ পাপ-মুখ আর দেখাইব না। আমি এদেশে আর থাকিব না।—আমি বৃন্দাবনে গিয়া ভিখারিণী হইয়া, 'রাধা-রাধা'—"হরি-হরি" বলিয়া, দিন কাটাইব। সঙ্গে দাস-দাসী লইব না;—টাকা বা পয়সা কিছুই লইব না;—আমি একাকিনী যাইব।—আমার ভয় কি? একাকিনী পদব্রজে, ভারতের সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিব,—বৃন্দাবনে আসিয়া দেহ ক্ষয় করিব,—আমার আর ভয় কি?"

বৃন্দা, আপন বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন। অতিথিশালা এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন, পুষ্করিণী খনন, পথ নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দান, ইত্যাদি বিবিধ সৎকর্ম্মে বার্ষিক প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয়,—বৃন্দা ধার্য্য করিলেন। রাস, দোল প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইল। দেওয়ানজী কার্য্যাধ্যক্ষ রহিলেন। বিষয়ের এইরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া, বৃন্দা বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় মাধুকরী করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

তিন বৎসর কাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, বৃন্দা ভারতের সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, উত্তরে জ্বালামুখী প্রভৃতি সমগ্র তীর্থ তিনি ভ্রমণ করিলেন। তিনি শ্রীশ্রীদ্বারকা তীর্থে দ্বাদশ বৎসর কাল বাস করেন। এখন শুনিতেছি, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে আশী বৎসরের অধিক। এখনও তিনি দিব্য পথভ্রমণ করিতে সক্ষম। এখনও সেইরূপ মাধুকরী করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। যমুনার তীরে বসিয়া,—শুনিতে পাই, শ্রীবৃন্দা এখন নিশিদিবা মধুরকণ্ঠে, অনুচ্চস্বরে, "রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ" জপ করিয়া থাকেন। তিনি এখন একটি চক্ষু-হীন হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি এখন যেন বৃদ্ধি হইয়াছে। হাস্য-বদনে তিনি এখন, অনেকের সহিত কথা কন ;—কিন্তু কুলবধূ দেখিলেই কেমন তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কুলবালাকুলকে তিনি বলেন,—"আমি পাপিনী, আমার নিকট

কেহ আসিও না; আমার ছায়া কেহ স্পর্শ করিও না।”

বৃন্দাবনে বৃন্দাকে কেহ চিনে না, কেহ জানে না;—বোধ হয় আর অল্পদিন মধ্যে, বৃন্দার দেহ, পঞ্চভূতে মিশাইবে।

---
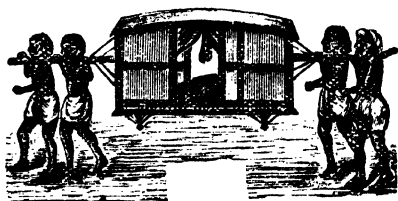
৭৯ নং হারিসন রোড, কলিকাতা

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। অধিক কি পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহা-নগরেও, বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসন-সমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণী-কুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে, বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ নরনারীর মন আকর্ষণ করিল।

জাপানদেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

বিজয়া বটিকার অলৌকিকত্ব।

রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে, প্লীহার কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানিতে রোগী অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত-মুখ-পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে;—এমন বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া বটিকা-সেবনে আরোগ্য হইতেছেন;—অথচ এদিকে আপনার জ্বর-জ্বালা কিছুই নাই,—প্লীহা-যকৃৎ নাই,—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে?

বিজয়া বটিকা এবং কুইনাইন।

কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়! দশ পনর দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকার নিকট কুইনাইন চিরপরাজিত। বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাবে অনেক গ্রাম ও নগরে কুইনাইনের প্রভুত্ব কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের

আশীর্ব্বাদ পত্র।

"পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ বি, বসু এণ্ড কোং কল্যাণবরেষু।

"গত দুই বৎসর যাবৎ আমাদের প্রাণপুর গ্রামে, ঘোরতর ম্যালেরিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ভৃত্যামাত্যসহ আমার বাড়ীর সকলেই ক্রমে ক্রমে বিষম জ্বরে সমাক্রান্ত হয়েন। ক্রমে প্লীহা এবং যকৃৎ সকলেরই হইল! এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং নানাপ্রকার কবিরাজী চিকিৎসা যতদূর সম্ভবে, তাহার ক্রটি করিলাম না; কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন ফল কাহারও হইল না; কেবল সাময়িক কিছু কিছু উপকার হইত মাত্র! পরে কোন প্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতার বোতল আনাইয়াছিলাম; তাহাও সেইরূপ ব্যর্থ

হইল। তৎপরে ভাগ্যক্রমে সকলকেই একবার বিজয়া বটিকা সেবন করাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহা আনাইয়া ক্রমে সকলকেই সেবন করাইলাম। এখন ৺ভগবৎকৃপায় সেই বিজয়া বটিকাই আমার বাড়ীর সকলকেই জীবনদান করিয়াছে। সকলকেই সেই সুদারুণ রোগসঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়াছে। বিজয়া বটিকাই আমার বাড়ীর সকলের জীবনসহায় হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, এমত আমার অন্য কিছুই নাই; কেবল কায়মনোবাক্য-সম্মিলিত-আশীর্ব্বাদ মাত্র! শ্রীশশধর দেবশর্ম্মা (তর্কচূড়ামণি) প্রাণপুর, সদরপুর ফরিদপুর।"

রাজা কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

ঢাকার সেই ভূতপূর্ব্ব বান্ধব-সম্পাদক,—বঙ্গসাহিত্যের সেই সর্ব্বপ্রধান-সংস্কারক, রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন,—দেখুন না কেন?

"আপনার বিজয়া বটিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমার উপদেশক্রমে ইহা অনেকেই ব্যবহার করিয়াছে এবং ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছে। ঢাকা ভাওয়ালের রাজা বিজয়া বটিকার নিতান্ত পক্ষপাতী। রাজা বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া নিজে বিশিষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন এবং পোষ্যপরিজনের মধ্যে অনেককে উহা সেবন করাইয়া উপকারিতা-দর্শনে প্রীত হইয়াছেন। এবার শারদীয় পর্ব্বাবকাশের

একটুক পূর্ব্বে রাজার সহিত আমার বিজয়া বটিকার কথা লইয়া আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি শতমুখে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।”

বিজয়া বটিকা আশু উপকারক।

বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

“এখানে যে কয়েক জনকে বিজয়া বটিকা খাওয়ান হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে ! শীঘ্র ফল হয় দেখিয়া, লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা হইয়াছে। অতএব ৪নং বড় এক কৌটা বিজয়া বটিকা ফেরত ডাকে পাঠাইবেন, নিজ গঙ্গাটিকুরির বাটীতে রাখিয়া দিব।”

মুমুর্ষু দেহে প্রাণ সঞ্চার।

আনন্দ-সহকারে জানাইতেছি যে, আপনাদের “বিজয়া-বটিকা” সেবনে আমি বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। আমি চৌদ্দ মাস কাল প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলাম। যথাক্রমে এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, টোটকা টাটকি কত রকম ঔষধই খাইলাম এবং স্থান পরিবর্ত্তন প্রভৃতিতে কত অর্থই নষ্ট করিলাম ; কিন্তু কিছুতেই আর রোগের উপশম হইল

না। কলিকাতায় থাকিয়া খ্যাতনামা ডাক্তার আর, এল, দত্ত মহোদয়ের চিকিৎসাধীনে ছয় মাস কাল থাকিয়াও কোনও উপকার না পাইয়া, পরিশেষে আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করাইতে মনস্থ করিলাম। ন্যূনাধিক দুই মাসকাল কবিরাজি ঔষধ সেবন করিয়াও কোন উপকার না পাইয়া জীবনের আশা কম ভাবিয়া, ক্রমশঃ বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলাম। অবশেষে কোন আত্মীয় ব্যক্তির অনুরোধে আপনাদের ১নং বিজয়া বটিকা এক কৌটা আনাইয়া সেবন করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু বলিব কি, এক কৌটা শেষ হইতে না হইতেই, আমার হতাশ-জীবনে আশার সঞ্চার হইল। পুনরায় দুই কৌটা ৩নং বিজয়া বটিকা আনাইলাম। উহা সেবন করিতে করিতে অন্যান্য উপসর্গসকল একেবারে দূর হইল এবং একমাস মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলাম। বিজয়া বটিকাই আমায় সঙ্কট রোগ হইতে মুক্ত করিয়া আমার জীবন-সহায় হইয়াছে। সুতরাং আমার এমত কিছুই নাই যে, ইহার কোন রূপ বিশেষ পুরস্কার দিই। আছে কেবল কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ মাত্র। শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পাউনান,—হুগলী।

ইংরেজ-রমণীর পত্র।

নয় মাসের জ্বররোগ হইতে অব্যাহতি-লাভ।

পঞ্জাবের লাহোরনিবাসিনী ইংরেজমহিলা শ্রীমতী হারিস রঙ্গার্স ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ

এইরূপ,—"বিজয়া বটিকা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। নয় মাস কাল আমি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহ্লাদের কথা এই,—এই অতি স্বল্প মূল্যের বটিকা দ্বারা আমি ডাক্তারি চিকিৎসার প্রভূত অর্থব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছি!"

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তার পত্র।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ মহাশয় বিজয়া বটিকা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"আপনাদিগের বিজয়া বটিকার অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি; আমার পূজনীয় অগ্রজ মহাশয় এক বৎসর কাল ম্যালেরিয়া জ্বরে বড়ই ভুগিতেছিলেন। ডাক্তারী, কবিরাজী, টোট্‌কা টাট্‌কি কত রকম ঔষধই যে সেবন করিলেন, তাহার সীমা নাই, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একজন বন্ধুর অনুরোধে তাঁহাকে আপনাদের বিজয়া বটিকা সেবন করান হয়। কিন্তু বলিতে কি, ঔষধ সেবন করিবার পরদিন হইতেই তাঁহার জ্বর কমিতে লাগিল, অন্যান্য উপসর্গগুলিও ক্রমে অন্তর্হিত হইল এবং একমাস মধ্যে তাঁহার শরীর পূর্ব্ববৎ সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল। পেটেণ্ট ঔষ-

ধের উপর যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, অথচ জ্বররোগে কষ্ট পাইতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে 'বিজয়া বটিকা' ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। আপনাদিগের এই মহৌষধ জগতে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ১১নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

পঞ্জাব প্রদেশস্থ উকীলের পত্র।

পঞ্জাব প্রদেশস্থ লাহোরের প্রধান বিচারালয়ের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায়, বি, এ, বি, এল মহোদয় ইংরাজীতে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন,—তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—

"আপনার সুপ্রসিদ্ধ 'বিজয়া বটিকা' দ্বারা আমি যে অসামান্য উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনাকে আনন্দসহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত বহুদিনের পুরাতন জ্বর এবং বাতজ্বর,—অন্যান্য অনেক রকম ঔষধে যাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, আপনার বিজয়া বটিকা দ্বারা তাহা আরোগ্য হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া সত্বর ৩নং বিজয়া বটিকার এক কৌটা ভি, পিতে পাঠাইয়া দিবেন।"

লম্বোদরের প্রধান পত্র।

দার্জ্জিলিঙ্গের নিকটবর্ত্তী সিকিম নগর হইতে তদ্দেশবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লম্বোদর প্রধান মহোদয় ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ একবার দেখুন,—

আমি অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার বিজয়া বটিকা আবিষ্কারের পর হইতেই আমি স্বয়ং ইহা ব্যবহার করি এবং রায়তদিগের মধ্যেও ইহা বিতরণ করি। এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি যে, কেবলমাত্র একটী বা দুইটী বিজয়া বটিকা সেবনেই সম্পূর্ণরূপে জ্বর সারিয়া যায়। অনুগ্রহ করিয়া ৪নং এক ডজন বিজয়া বটিকার মূল্য কত জানাইয়া বাধিত করিবেন।

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও হাকিমী বিফল।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর ষ্টেটের হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল, বি, সিংহ কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"যথাক্রমে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমী মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াও, যে সকল রোগীর আদৌ কোন ফল হয় নাই, ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম, তাহা

তাহাদিগের পক্ষে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণকে আপনার ম্যালেরিয়া-ঘটিত কম্পজ্বরের এই ধন্বন্তরিকল্প ঔষধ সাদরে গ্রহণ করিতে আমি ইতিমধ্যেই অনুরোধ করিয়াছি।”

এমানুয়েল সাহেবের পত্র।

(বঙ্গানুবাদ)

আপনার আবিষ্কৃত ঔষধ প্রকৃতই যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। আমি জ্বর, শিরঃপীড়া প্রভৃতি জটিল রোগে দুই বৎসরকাল কষ্ট পাইতেছিলাম, দেহ আমার বড় দুর্ব্বল হইয়াছিল। যে চিকিৎসক যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সেবন করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার পাই নাই। অবশেষে দিবসে তিনটী করিয়া কেবলমাত্র ছয় দিন আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়াছি। এখন আমার বোধ হইতেছে, আমি নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার ঔষধের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ভিঃ পিঃ ডাকে ৫৪ বটিকার এক কৌটা বিজয়া বটিকা ও তিন আউন্স শিশির এক শিশি কুলেলা পাঠাইবেন।

এল্, এমানুয়েল,
মিশন ওয়ার্ক সপের ম্যানেজার,
২৭নং সিবিললাইন কাণপুর।
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ।

উকীলের পত্র।

আমার মাতুল মহাশয় প্রায় আড়াই মাসকাল ধরিয়া ভুগিতেছিলেন। ডাক্তারী কবিরাজী কোন ঔষধে জ্বর ত্যাগ হয় নাই। আপনার নিকট হইতে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া ব্যবস্থা কর'নয় একেবারে জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। বিজয়া বটিকার ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিজয়া বটিকার উপর আমার তাদৃশ ভক্তি জন্মে নাই। কিন্তু যখন নিরুপায় হইলাম, তখন বিজয়া বটিকা আনিতে বাধ্য হইলাম। এখন দেখিতেছি বিজয়া বটিকা জ্বর আরামের পক্ষে বড়ই উপকারী। এক কৌটা ব্যবহার করিয়াই তাঁহার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। আরও এক কৌটা ৩নং পাঠাইবেন।

শ্রীকানাইলাল ঘোষ B. L.
উকীল, জজ-আদালত, বর্দ্ধমান।

হিন্দুস্থানী উকীলের পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া ৫টী প্লীহা রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ৩ নম্বরের আর এক বাক্স ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া দিবেন। বিজয়া বটিকা জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে, সবিশেষ ফলপ্রদ।

শ্রীলক্ষ্মী প্রসাদ বি, এল, উকীল, ছাপরা, (সারণ)।

ডেপুটী ম্যাজিষ্টরের পত্র।

গভীর শোথযুক্ত ফোড়া হওয়ায় আমি বিষম জ্বরে ভুগিতেছিলাম। ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন ফল পাই নাই, অবশেষে আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিলাম। সেই অবধি বিজয়া বটিকার উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি। ইহা উৎকৃষ্ট টনিক। ইহা সেবন করিলে স্বচ্ছন্দে কোষ্ঠ খোলসা হয়,—জ্বর এবং সর্দ্দি শরীরে আসিতে দেয় না।

শ্রীশ্রীনাথ গুপ্ত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট,
খুলনা, বঙ্গদেশ।

রাজ-চিকিৎসকের পত্র।

রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের সন্নিহিত রাজধানী ধর্ম্মজয়গড়ের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ধর্ম্মজিৎসিংহ দেব বাহাদুরের সুবিজ্ঞ গৃহচিকিৎসক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"উদয়পুর রাজ্যখণ্ডে আমি প্রথমে কয়েকটী রোগীর জন্য আপনার বিজয়া বটিকা আনাইয়া, ব্যবহার করাতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। বিজয়া বটিকা—উপদেশ-মত সেবন করিলে, নিশ্চয়ই শুভফল পাওয়া যায়,—ইহা আমার পরীক্ষিত। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ও মজ্জাগত জ্বরে আশু ফলপ্রদ। এই ঔষধ বেশী দিন নিয়মিত ব্যবহার করিলে দাস্ত পরিষ্কার,—ক্ষুধাবৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টিসাধন হয়।"

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং	ভিঃপিঃ
১নং কৌটা ১৮	॥৶০	।০	৵০	৵০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৵০	৵০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৵০	।০	৶০	৵০
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা ১৪৪	৪।০	।০	৶০	৵০

বিজয়া বটিকার পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে, কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন; ডাক মাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাক মাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি, এগার কৌটা লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী, ৭১নং হারিসন রোড, কলিকাতা।